বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না।

দ্বিতীয় পুস্তক।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

বিধবাবিবাহ

প্রচলিত হওয়া উচিত কি না

দ্বিতীয় পুস্তক।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এই প্রস্তাব যৎকালে প্রথম প্রচারিত হয় তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদ্দেশীয় লোকেরা পুস্তকের নাম শ্রবণ ও উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন আস্থা বা আগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিবেন না সুতরাং পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি সে সমুদায় নিতান্ত বিফল হইবেক। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে পুস্তক প্রচারিত হইবা মাত্র লোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এক সপ্তাহের অনধিককাল মধ্যেই প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্র পুস্তক নিঃশেষে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে উৎসাহান্বিত হইয়া আমি আর তিন সহস্র পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও অধিকাংশই অনধিক দিবসে বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিগৃহীত হয়। যখন এরূপ গুরুতর আগ্রহ সহকারে সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে তখন ঐ প্রস্তাবের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম আমার সেই পরিশ্রম সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

আহ্লাদের বিষয় এই যে কি বিষয়ী কি শাস্ত্রব্যবসায়ী অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচার করিয়াছেন। যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আমার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়াছেন ইহা অল্প আহ্লাদের বিষয় নহে। বিশেষতঃ উত্তরদাতা মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ বিভব ও পাণ্ডিত্য বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়া গণ্য। যখন এই প্রস্তাব প্রধান প্রধান

লোকদিগের পাঠযোগ্য বিচারযোগ্য ও উত্তরদানযোগ্য হইয়াছে তখন ইহা অপেক্ষা আমার ও আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি ঘটিতে পারে।

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে যে সকল মহাশয়েরা উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি প্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ে বিচার করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন। কেহ কেহ বিধবাবিবাহ শব্দ শ্রবণ মাত্রেই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়াছেন এবং বিচারকালে ধৈর্য্যলোপ হইলে তত্ত্বনির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যথার্থ অর্থ ও বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যে অভিপ্রায়ে তদ্রূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে বলিতে হইবেক। যেহেতু এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রজ্ঞ নহেন সুতরাং শাস্ত্রীয় কথা উপলক্ষে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচনা করিয়া তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ নহেন। তাঁহারা যে কোন প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ অনেকেই আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্রসম্মত বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন পরে কতকগুলি আপত্তি দর্শন করিয়াই ঐ বিষয়কে একবারেই নিতান্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। অধিকাংশ বিষয়ী লোকেরা সংস্কৃতজ্ঞ নহেন সুতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা তথ্যাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই সুযোগ দেখিয়া অনেক মহাশয়ই অভিপ্রেত অর্থ সাধনার্থে অনেক স্থলেই স্বস্বদৃষ্ট বচনের বিপরীত অর্থ লিখিয়াছেন। এবং সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গও তাঁহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদৃশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ কোন ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক মুনিবাক্যের বিপরীত ব্যাখ্যা লিখিয়া সর্ব্ব সাধার-

১—পরাশরবচন

বিবাহিতাবিষয়

বাগ্দত্তাবিষয় নহে।

কেহ কেহ মীমাংসা করিয়াছেন যে পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের অভিপ্রায় এই যে যদি বাগ্দত্তা কন্যার বর অনুদ্দেশাদি হয় তাহা হইলে তাহার পুনর্বার অন্য বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে নতুবা বিবাহিতা বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নহে।(১)

এক্ষণে এই বিবেচনা করা আবশ্যক প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে পারে কি না। প্রথমতঃ মাধবাচার্য্য পরাশর সংহিতার বিবাহ ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যেরূপ আভাস দিয়াছেন তদ্দ্বারা বিবাহবিষয়ক বচন যে বাগ্দত্তা বিষয়ে সম্ভব

(১) ১ আগড়পাড়া নিবাসী
শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।
২ কোন্নগর নিবাসী
শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন।
৩ কাশীপুর নিবাসী
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন।
শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।
৪ আড়িয়াদহ নিবাসী
শ্রীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার।
৫ পুঁটিয়া নিবাসী
শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।
৬ ময়নাবাদ নিবাসী
শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ।
শ্রীযুত কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন।
শ্রীযুত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার।
শ্রীযুত মাধবরাম ন্যায়রত্ন।
শ্রীযুত রামকান্ত তর্কালঙ্কার।
৭ জনাই নিবাসী
শ্রীযুত জগদাশন বিদ্যারত্ন।
৮ আন্দুলীন রাজসভার সভাপণ্ডিত
শ্রীযুত রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত।
৯ ভবানীপুর নিবাসী
শ্রীযুত প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়।
১০ শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন।
শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি।
শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ ন্যায়বাচস্পতি।
শ্রীযুত হারাধন কবিরাজ।

নহে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা

পরিবেদন পর্য্যাধানয়োর্বিধিং স্ত্রীণাং পুনরুদ্বাহস্যাপি প্রসঙ্গাৎ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং দর্শয়তি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরিবেদন ও পর্য্যাধানের ন্যায় প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে ক্লীব স্থির হইলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

পুনরুদ্বাহমকৃত্বা ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠানে শ্রেয়োঽতিশয়ং দর্শয়তি

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে সে দেহান্তে স্বর্গ লাভ করে।

ব্রহ্মচর্য্যাদপ্যধিকং ফলমনুগমনে দর্শয়তি

তিস্রঃ কোট্যোঽর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন

মনুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে যে নারী স্বামীর সহগমন করে তৎসমকাল স্বর্গে বাস করে।

পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন তৎপরে বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল এবং সহগমনে তদপেক্ষাও অধিক ফল কহিতেছেন। সুতরাং বিবাহ ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমন এই তিন বিধিই এক বিষয়ে দর্শিত হইতেছে। যদি বিবাহের বিধি বাগ্দত্তা বিষয়ে বল ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমন বিধিও বাগ্দত্তা বিষয়ে বলিতে হইবে। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে অথবা অন্যবিধ কোন বৈগুণ্য ঘটিলে কলিযুগে বাগ্দত্তা কন্যাকে যে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবল-

স্বন অথবা সহগমন করিতে হইবেক এ কথা কোন মতেই সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। আর ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে যদি এই বচন কোন রূপে বাগ্দত্তা বিষয়ে ঘটিতে পারিত তাহা হইলে মাধবাচার্য্য

* অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ।

 পরাশরের এই পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হইবেক।

এই রূপে এই বিবাহবিধিকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিতে ব্যগ্র হইতেন না। মাধবাচার্য্য যেরূপ আভাস দিয়াছেন ও যে রূপ যুগান্তর ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিবাহবিধায়ক বচন যে বাগ্দত্তা কন্যার বিষয়ে নহে ইহাতে কোন দ্বৈধ থাকিতেছে না।

নারদসংহিতা দৃষ্টি করিলে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্দত্তা বিষয়ে কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইবে। যথা

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ॥
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ।
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ॥
অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে॥ ১।

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে ক্লীব স্থির হইলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত। স্বামী অনুদ্দেশ হইলে ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে চারি বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবেক। ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক যদি সন্তান না হইয়া থাকে তবে তিন বৎসর। বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী যদি সন্তান হইয়া থাকে

(১) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদপদ।

চারি বৎসর নতুবা দুই বৎসর। শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীর প্রতীক্ষার কালনিয়ম নাই। অনুদ্দেশ হইলেও যদি জীবিত আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল প্রতীক্ষা করিবেক। কোন সংবাদ না পাইলে পূর্ব্বোক্ত কালনিয়ম। প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত। অতএব এমত স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা দোষাবহ নহে।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে স্বামীর অনুদ্দেশ হওয়া প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি আছে তাহা কোন মতেই বাগ্দত্তা বিষয়ে সম্ভবিতে পারে না। কারণ অনুদ্দেশ স্থলে সন্তান হইলে এক প্রকার কালনিয়ম আর সন্তান না হইলে আর এক প্রকার কালনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে। বাগ্দত্তা বিষয়ে এই বিবাহবিধি হইলে সন্তান হওয়া না হওয়া এ কথার উল্লেখ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। অতএব নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগ্দত্তা কন্যা বিষয়ে ঘটিতে পারে না তাহা নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে।

যাঁহারা পরাশরের বিবাহবিধায়ক বচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার প্রয়াস পান তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে কোন কোন বচনে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে পরাশরের বচনকে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বলিলে ঐ সকল বচনের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু বাগ্দত্তার বিবাহের বিধি নানা বচনে প্রতিপাদিত দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিরোধপরিহারার্থে বাগ্দত্তাবিবাহ-বিধায়ক বচন সমূহের সহিত একবাক্যতা করিয়া পরাশরবচনকে বাগ্দত্তা বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবেক। তাঁহাদের মতে এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই সকল বচনের সহিত ঐক্য ও অবিরোধ হয়। পরাশরবচনকে বাগ্দত্তাবিষয় বলিলেই সকল বচনের সহিত অবিরোধ ও ঐক্য হইল এই স্থির করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়েরা পরাশরবচনের বিধবাবিবাহ বিধায়কত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে যেমন কোন কোন বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে সেই রূপ কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তারও পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে। যথা

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ ॥ (১)

বাগ্দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে দান করা গিয়াছে পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ নিষ্পন্ন হইয়াছে অগ্নিংপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে কুলের অধম এই সাত পুনর্ভূ কন্যা বর্জ্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্ত কন্যা বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুল দগ্ধ করে।

দেখ কাশ্যপ যখন বাগ্দত্তা কন্যাকেও বিবাহে বর্জ্জনীয়া, পক্ষে নিক্ষেপ করিতেছেন ও পুনর্ভূসংজ্ঞা দিতেছেন তখন বাগ্দত্তারও বিবাহ সুতরাং নিষিদ্ধ হইয়া উঠিল। কাশ্যপ বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়কেই তুল্যরূপে বর্জ্জন করিবার বিধি দিতেছেন। যদি কোন বচনে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ আছে বলিয়া পরাশর বচনকে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বলা যাইতে না পারে তবে কাশ্যপবচনে বাগ্দত্তার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ সত্ত্বে বাগ্দত্তারই পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক কিরূপে বলা যাইতে পারে। অতএব বাগ্দত্তা বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিলেই সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ কি রূপে হইল।

যদি এই বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রয়াস না পাইয়া নিম্নলিখিত প্রকারে চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

কাশ্যপ প্রভৃতির বচনে এ বিষয়ে যে সকল বিধি অথবা নিষেধ আছে তাহাতে কোন যুগের কথা বিশেষ করিয়া লিখিত নাই। সুতরাং সকল যুগের পক্ষে যে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ হইতেছে। এ বিষয়ে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া যে বিধি অথবা

(১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

নিষেধ আছে তাহা কলিযুগের পক্ষে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ হইতেছে । যখন কলিযুগের জন্যে এ বিষয়ে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ স্বতন্ত্র পাওয়া যাইতেছে তখন সামান্য বিধি নিষেধের সহিত বিশেষ বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধের প্রয়াস পাওয়া অনাবশ্যক । কারণ বিশেষ বিধি নিষেধ দ্বারা সামান্য বিধি নিষেধের বাধই প্রসিদ্ধ আছে । অতএব এ বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া বিধি অথবা নিষেধ আছে তাহাদেরই ঐক্য ও অবিরোধ সম্পাদনে যত্ন পাওয়া উচিত । এবং সেই বিধি নিষেধের ঐক্য ও অবিরোধ সিদ্ধ হইলেই কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের বিবাহ বিহিত অথবা নিষিদ্ধ তাহা স্থির হইতে পারিবেক ।

প্রথমতঃ যে সকল শাস্ত্রে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ আছে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে । যথা

আদিপুরাণ ।

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা ।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্ ॥ (৪)

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদন ও কমণ্ডলু ধারণ কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না ।

ক্রতু ।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তির্দত্তা কন্যা ন দীয়তে ।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমণ্ডলুঃ ॥ (৪)

দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন দত্তা কন্যার দান যজ্ঞে গোবধ ও কমণ্ডলু ধারণ কলিযুগে করিবেক না ।

বৃহন্নারদীয় ।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ ।

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনর্ব্বার অন্য পাত্রে দান করিবেক না ।

আদিত্যপুরাণ ।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে ।

কলিযুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ ।

(৪) পরাশরভাষ্যধৃত ।

এইরূপে আদিপুরাণ ক্রতুসংহিতা বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে সামান্যাকারে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে ॥(৩) কিন্তু পরাশর সংহিতাতে

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির হইলে ও পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

এইরূপে পাঁচ স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। সকলে বলেন উভয় বিধির বিরোধ উপস্থিত হইলে আমার মতে এইরূপ সামঞ্জস্য করা কর্ত্তব্য। যথা — আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে বিবাহিতার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে পরাশর পঞ্চ বিশেষ স্থলে তাহার প্রতিপ্রসব করিয়াছেন অর্থাৎ আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের নিষেধ করিয়াছেন কিন্তু পরাশর পাঁচটী স্থল ধরিয়া কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি দিয়াছেন। সুতরাং আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ থাকিলেও পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে এই পাঁচ স্থলে বিবাহ হইতে পারিবেক এই পাঁচ ভিন্ন অন্য স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ খাটিবেক। সামান্য ও বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে নিয়মই এই যে বিশেষ বিধি নির্দ্দিষ্ট স্থলে সামান্য বিধি নিষেধ খাটিবেক না। অতএব পরাশর কলিযুগে যে পাঁচ স্থল উল্লেখ করিয়া বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন তথায় ঐ বিধি প্রতিপালন করিতে হইবেক তদতিরিক্ত স্থলে অর্থাৎ স্বামী জীবিত থাকিতে অথবা নিরপরাধী হইলে ইত্যাদি স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতে

(৩) প্রতিবাদী মহাশয়েরা দত্তা শব্দের বিবাহিতা অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র এই নিমিত্ত এস্থলে আমিও তাঁহাদের সন্তোষার্থে দত্তা শব্দের বিবাহিতা অর্থ লিখিলাম।

হইবেক অর্থাৎ সেই সেই স্থলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবেক না। এই রূপ মীমাংসা করিলে বিধি ও নিষেধ উভয়েরই স্থল থাকিতেছে কাহারও বৈয়র্থ্য হইতেছে না।

দেখ প্রথমতঃ

স তু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োঽপি বা।
ঊঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাবরণভূষণা॥ (৬)

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয় পতিত ক্লীব যথেষ্টাচারী সগোত্র দাস অথবা চিররোগী হয় তাহা হইলে বিবাহিতা কন্যাকেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিয়া পুনরায় অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারিবিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥ (৭)

কুলশীলবিহীন ক্লীবাদি পতিত অপস্মাররোগগ্রস্ত যথেষ্টাচারী চিররোগী অথবা বেশধারী এরূপ ব্যক্তির সহিত যে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায় তাহাকে এবং সগোত্র কর্তৃক বিবাহিতা কন্যাকে হরণ করিবেক অর্থাৎ পুনরায় সেই কন্যার অন্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিবেক। (৮)

---

(৬) পরাশর ভাষ্য ও নির্ণয়সিন্ধুধৃত কাত্যায়নবচন।

(৭) উদ্বাহতত্ত্বধৃত বশিষ্ঠবচন।

(৮) শ্রীযুত দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন

কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদি পতিতস্য চ।
অপস্মারি বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥

এই বচন কি বলিয়া বাগ্দত্তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম না। এ বচনের অর্থ এই যে কুলশীলবিহীন ক্লীব পতিতাদিকে দত্তা হইলেও কন্যাকে তাদৃশ ব্যক্তি হইতে হরণ করিবেক অর্থাৎ সেই কন্যার পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিবেক এবং সগোত্র কর্তৃক ঊঢ়া কন্যাকেও হরণ করিবেক। কুলশীলহীনাদি স্থলে দত্তা পদ আছে সুতরাং সে স্থলে দত্তা পদে বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে কিন্তু সগোত্র কর্তৃক ঊঢ়াকে হরণ করিবেক এ স্থলে ঊঢ়া শব্দেও কি বাগ্দত্তা বুঝাইবেক। দত্তা শব্দে বাগ্দত্তা ও বিবাহিতা উভয়ই বুঝাইতে পারে কিন্তু ঊঢ়া শব্দে কোন

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥ (৯)

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

এইরূপে কাত্যায়ন বশিষ্ঠ ও নারদ যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে পতি পতিত ক্লীব অনুদ্দেশ কুলশীলহীন যথেষ্টাচারী চিররোগী অপস্মাররোগগ্রস্ত প্রব্রজিত সগোত্র দাস অন্যজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে অথবা মরিলে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন। তৎপরে

ঊঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা ।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্॥

বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন কমণ্ডলুধারণ কলিযুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

কালে বিবাহসংস্কৃতা ভিন্ন বাগ্দত্তা বুঝাইতে পারে না। যখন এই বচনের এক স্থলে স্পষ্ট ঊঢ়া শব্দ আছে তখন স্থলান্তরের দত্তা শব্দেও বিবাহিতা বুঝিতে হইবেক। সুতরাং এই বচন বিবাহিতা স্ত্রীর বিষয়ে ঘটিতেছে বাগ্দত্তার বিষয়ে ঘটিতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রকাশিত বিধবাবিবাহবাদ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই বচনের অর্থ লিখেন নাই কিন্তু বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনার্থে সংবাদজ্ঞানোদয় পত্রে যে প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন তাহাতে এই বচনের নিম্ন নির্দ্দিষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। যথা

বাগ্দানানন্তর বরের কুল নাই শ্রবণ করিলে ও শীলত্ব নাই শ্রবণ করিলে ও পণ্ডাদি দোষ জ্ঞাত হইলে ও পতিত জ্ঞাত হইলে ও অপস্মারি ও পতিত জানিতে পারিলে ও কোন রোগবিশিষ্ট জ্ঞান হইলে ও বেশধারি অর্থাৎ নেড়া জানিতে পারিলে ও সগোত্র জ্ঞান হইলে সেই কন্যাকে পিতা অন্য বরকে দিবেন, ইতি তাৎপর্য্যার্থ।

এইস্থলে ন্যায়রত্ন মহাশয় সগোত্রোঢ়া শব্দের ঊঢ়া শব্দটী গোপনে রাখিয়া কেবল সগোত্র এই মাত্র অর্থ লিখিয়াছেন। যদি ভ্রমক্রমে সগোত্রোঢ়া শব্দের সগোত্র এই অর্থ লিখিয়া থাকেন তবে বিশেষ দোষ দিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার বাসনায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ঊঢ়া শব্দ গোপন করিয়া থাকেন তাহা হইলে অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে।

(৯) নারদসংহিতা। দ্বাদশ বিবাদ।

দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তি র্দত্তা কন্যা ন দীয়তে।
ন যজ্ঞে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ নচ কমণ্ডলুঃ॥

কলিযুগে দেবরদ্বারা পুত্রোৎপাদন দত্তা কন্যার দান যজ্ঞে গোবধ এবং কমণ্ডলুধারণ করিবেক না।

দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ পুনর্দ্দানং পরস্য চ।

কলিযুগে দত্তা কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না।

দত্তা কন্যা প্রদীয়তে।

কলিযুগে দত্তা কন্যার পুনর্দ্দান নিষিদ্ধ।

এই রূপে আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যতঃ কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষেধ করিতেছেন। তদনন্তর পরাশর

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

পাঁচটী স্থল ধরিয়া আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধের প্রতিপ্রসব করিতেছেন অর্থাৎ পাঁচ স্থলে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তা মুনির বচনে কয়েক স্থলে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের অনুজ্ঞা ছিল। তৎপরে আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। তদনন্তর পরাশরসংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পাঁচটী স্থল ধরিয়া কলিযুগের পক্ষে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিশেষ বিধি হইয়াছে। সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান্ হয় অর্থাৎ যে যে স্থলে বিশেষ বিধি অথবা বিশেষ নিষেধ থাকে তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথবা সামান্য নিষেধ খাটে। প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনিরা সামান্যতঃ কোন যুগের উল্লেখ না করিয়া কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। ঐ বিধি সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষেই খাটিতে পারিত। কিন্তু আদি-

পুরাণ প্রভৃতিতে কলিযুগের উল্লেখ করিয়া নিষেধ হইয়াছিল সুতরাং এই নিষেধ কলিযুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ হইয়াছিল। এই নিমিত্ত কাত্যায়ন প্রভৃতির সামান্য বিধি কলিযুগে না খাটিয়া কলিযুগ ভিন্ন অন্য তিন যুগে খাটিয়াছে। এবং আদিপুরাণ প্রভৃতিতে স্থল বিশেষের উল্লেখ না করিয়া কলিযুগে সামান্যতঃ সকল স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। কিন্তু পরাশর অনুদ্দেশাদি পাঁচটী স্থল ধরিয়া কলিযুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন সুতরাং পরাশরের বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্য স্থলে খাটিবেক। অর্থাৎ স্বামী পতিত ক্লীব অনুদ্দেশ কুলশীলহীন যথেচ্ছাচারী চিররোগী অপস্মাররোগগ্রস্ত প্রব্রজিত মৃত সগোত্র দাস ও অন্যজাতীয় ইত্যাদির মধ্যে অনুদ্দেশ মৃত প্রব্রজিত ক্লীব পতিত এই পাঁচ স্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি খাটিবেক। তদতিরিক্ত স্থলে অর্থাৎ কুলশীলহীন যথেচ্ছাচারী চিররোগী অপস্মাররোগগ্রস্ত সগোত্র দাস অন্যজাতীয় ইত্যাদি স্থলে আদি পুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ খাটিবেক।

সামান্য বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে সচরাচর এই রূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত

প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন করিবেক।

এই স্থলে বেদে সামান্যতঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু

সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্রিয়া॥ (১০)

অশৌচ মধ্যে সন্ধ্যাবন্দন পঞ্চযজ্ঞ ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম্ম করিবেক না অশৌচান্তে পুনরায় করিবেক।

এস্থলে জাবালি অশৌচ কালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন। দেখ, বেদে সামান্যাকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও জাবালির বিশেষ নিষেধ দ্বারা অশৌচকালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত

(১০) শুদ্ধিতত্ত্বধৃত জাবালিবচন।

হইতেছে। অর্থাৎ জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে অশৌচ কালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি খাটিতেছে।

পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমান্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥ ।১০১।
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাৎ দ্বিজকর্ম্মণঃ॥ ।১০৩॥ [১১]

যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন না করে তাহাকে শূদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করিবেক।

কিন্তু

সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥ [১২]

সংক্রান্তি পূর্ণিমা অমাবস্যা ও শ্রাদ্ধদিনে সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন করিবেক না। করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয়।

দেখ মনুসংহিতাতে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিত্য বিধি ও তদতিক্রমে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও ব্যাসের বিশেষ নিষেধ দ্বারা সংক্রান্তি প্রভৃতিতে সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে। অর্থাৎ ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অনুসারে সংক্রান্তি প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ং সন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে।

বেদে নিষেধ আছে

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।

কোন জীবের প্রাণ হিংসা করিবেক না।

কিন্তু অন্যান্য স্থলে বিধি আছে

অশ্বমেধেন যজেত।

অশ্ব বধ করিয়া যজ্ঞ করিবেক।

পশুনা রুদ্রং যজেত।

পশুবধ করিয়া রুদ্রযাগ করিবেক।

[১১] মনুসংহিতা। ২ অধ্যায়।
[১২] তিথিতত্ত্বধৃত ব্যাসবচন।

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।
পশুবধ করিয়া অগ্নি ও সোম দেবতার যাগ করিবেক।

বায়ব্যং শ্বেতমালভেত।
শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া বায়ু দেবতার যাগ করিবেক।

দেখ বেদে সামান্যাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও অন্যান্য স্থলের বিশেষ বিধি দ্বারা যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিত হইতেছে। অর্থাৎ বিশেষবিধিবলে অশ্বমেধ রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে জীব-হিংসার সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু কহিয়াছেন

মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি।
অত্রৈব পশবো হিংস্যা নান্যত্রেত্যব্রবীন্মনুঃ॥ ৫। ৪১॥

মধুপর্ক যজ্ঞ পিতৃকর্ম্ম ও দেবকর্ম্ম এই কয়েক স্থলেই পশুহিংসা করিবেক অন্যত্র করিবেক না।

অর্থাৎ এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে অতএব এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসা করিবেক এতদতিরিক্ত স্থলে জীবহিংসার সামান্য নিষেধ শাস্ত্র অনুসারে পশুহিংসা করিবেক না।

দেখ যেমন এই সকল স্থলে সামান্যাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে স্থল বিশেষে চলিতে হইতেছে এবং তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে সেই রূপ সামান্যাকারে কলিযুগে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ থাকিলেও পরাশরের বিশেষ বিধি অনুসারে অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থলে বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ বিহিত হইতেছে। আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ আছে পরাশরসংহিতাতে পাঁচটা স্থল ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে সুতরাং এই পাঁচ ব্যতিরিক্ত স্থলে বিবাহের নিষেধ খাটিবেক। এ বিষয়ে সকল বচনের ঐক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে এই রূপ মীমাংসা করাই সর্ব্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে।

২—পরাশরবচন

কলিযুগবিষয়

যুগান্তরবিষয় নহে।

মাধবাচার্য্য পরাশরসংহিতার বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিষয়ক বচনের ব্যাখ্যা লিখিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন

অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো যুগান্তরবিষয়ঃ। তথাচাদিপুরাণম্

উঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলৌ পঞ্চ ন কুর্ব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুমিতি॥

পরাশরের এই পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হই বেক যেহেতু আদিপুরাণে কহিতেছেন বিবাহিতার পুনর্ব্বার বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ গোবধ ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদন এবং কমণ্ডলুধারণ কলিতে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবেক না।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক মাধবাচার্য্য এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন ইহা সঙ্গত কি না। এস্থলে পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য কি তাহাই সংহিতার অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্য্যের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক বোধ হইতেছে।

সংহিতা

অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্নৃষয়ঃ পুরা॥
মানুষাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্ত্তমানে কলৌ যুগে॥
শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীসুত॥

অনন্তর এইহেতু ঋষিরা পূর্ব্বকালে হিমালয় পর্ব্বতের শিখরে দেবদারু বন স্থিত আশ্রমে একাগ্রমনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে সত্যবতীনন্দন এক্ষণে কলিযুগ বর্ত্তমান এই যুগে কোন ধর্ম্ম কোন্ শৌচ ও কোন্ আচার মনুষ্যের হিতকর তাহা আপনি যথাবৎ বর্ণন করুন।

ভাষ্য

বর্ত্তমানে কলাবিতি বিশেষণাৎ যুগান্তরধর্ম্ম জ্ঞানানন্তর্য্যাম্।

অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া ঋষিরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য

অতঃশব্দো হেত্বর্থঃ যস্মাদেকদেশাধ্যায়িনো নাশেষধর্ম্মজ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগান্তরধর্ম্মমবগত্য ন কলিধর্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি।

এই হেতু ইহার অর্থ এই যে যেহেতু একদেশ অধ্যয়ন করিলে অশেষ ধর্ম্মের জ্ঞান হয় না এবং অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম জানিলে কলিধর্ম্ম জানা যায় না এই হেতু ঋষিরা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কলিযুগের আরম্ভ হইলে পর ঋষিরা সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া পরিশেষে কলিযুগের ধর্ম্ম অবগত হইবার বাসনায় ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া কলিধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সংহিতা

তচ্ছ্রুত্বা ঋষিবাক্যন্তু সশিষ্যোঽগ্ন্যর্কসন্নিভঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ॥
ন চাহং সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞঃ কথং ধর্ম্মং বদাম্যহম্।
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি ব্যাসঃ সুতোঽবদৎ॥

শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত অগ্নি ও সূর্য্য তুল্য তেজস্বী শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ মহাতেজা ব্যাস ঋষিদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি কি রূপে ধর্ম্ম বলিব এ বিষয়ে আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন।

ভাষ্য

নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্যায়মাশয়ঃ সম্প্রতি কলিধর্ম্মাঃ পৃচ্ছ্যন্তে তত্র ন তাবদহং স্বতঃ কলিধর্ম্মতত্ত্বং জানামি অস্মৎপিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতা ইতি বক্ষ্যতে। যদি পিতৃপ্রসাদান্মম তদভিজ্ঞানং তর্হি সএব পিতা প্রষ্টব্যঃ নহি মূলবক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকাযুক্তা ইতি।

আমি সকল বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞ নহি ব্যাসদেবের এই কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে সম্প্রতি তোমরা কলিধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছ কিন্তু আমি পিতার নিকট কলিধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াছি। এ বিষয়ে আমার পিতাই প্রবীণ। এই নিমিত্তই কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ অর্থাৎ পরাশরপ্রণীত ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম ইহা পরে বলিবেন। যখন আমিও পিতার প্রসাদেই কলিধর্ম্ম জানিয়াছি তখন সেই পিতাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। মূলবক্তা বিদ্যমান থাকিতে পরম্পরা স্বীকার করা উপযুক্ত নয়।

ভাষ্য

এবকারেণান্যস্মর্ত্তারো ব্যাবর্ত্ত্যন্তে। যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধর্ম্মাভিজ্ঞাস্তথাপি পরাশরস্যাস্মিন্ বিষয়ে তপোবিশেষবলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো দ্রষ্টব্যঃ। যথা কাণ্বমাধ্যন্দিনকাঠককৌথুমতৈত্তিরীয়াদিশাখাসু কাণ্বাদীনামসাধারণত্বং তদ্বদত্রাবগন্তব্যম্। কলিধর্ম্মসম্প্রদায়োপেতস্যাপি পরাশরসুতস্য যদা তদ্ধর্ম্মরহস্যাভিবদনে সঙ্কোচঃ তদা কিমু বক্তব্যমন্যেষামিতি।

আমার পিতাকেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এরূপ কহাতে অন্য স্মৃতিকর্ত্তাদিগের নিবারণ হইতেছে। যদিও মনুপ্রভৃতি কলিধর্ম্মজ্ঞ বটেন তথাপি তপস্যাবিশেষ প্রভাবে পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রবীণ। যেমন কাণ্ব মাধ্যন্দিন কাঠক কৌথুম তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শাখার মধ্যে কাণ্ব প্রভৃতি কতিপয়ের প্রাধান্য আছে সেই রূপ কলিধর্ম্ম বিষয়ে সমস্ত স্মৃতিকর্ত্তাদিগের মধ্যে পরাশরের প্রাধান্য আছে। ব্যাসদেব কলিধর্ম্মের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াও যখন পরাশরসন্নিধানে স্বয়ং কলিধর্ম্মকথনে সঙ্কুচিত হইতেছেন তখন অন্য ঋষিদিগের কথা আর কি বলিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে পরাশর কলিধর্ম্ম বিষয়ে মনুপ্রভৃতি সকল স্মৃতিকর্ত্তা অপেক্ষা অধিক প্রবীণ এবং পরাশরস্মৃতি কলিধর্ম্মনিরূপণের প্রধান শাস্ত্র।

সংহিতা

যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্বা ভক্তবৎসল।
ধর্ম্মং কথয় মে তাত অনুগ্রাহ্যো হ্যহং তব॥

হে ভক্তবৎসল পিতঃ যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন এবং আমার উপর স্নেহ থাকে তবে আমাকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন আমি আপনকার অনুগ্রহপাত্র।

এইরূপে ব্যাসদেব ধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ভাষ্য

ননু সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ধর্ম্মাঃ তত্র কো ধর্ম্মো ভবতা বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য বুভুৎসিতং পরিশেষয়িতুমুপন্যস্যতি।

সংহিতা

শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ স্মৃতাঃ॥
অত্রের্বিষ্ণোশ্চ সংবর্ত্তাদ্দক্ষাদঙ্গিরসস্তথা।
শাতাতপাচ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যাত্তথৈব চ॥

আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ।
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ ॥
শ্রুতা হ্যেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্রুতার্থা মে ন বিস্মৃতাঃ।
অস্মিন্ মন্বন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥

মনুপ্রভৃতিনিরূপিত অনেক ধর্ম্ম আছে তন্মধ্যে তুমি কোন্ ধর্ম্ম জানিতে চাও যেন পরাশর ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন এই আশঙ্কা করিয়া ব্যাস জিজ্ঞাসিত ধর্ম্মের কথা পরিশেষে কহিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ অবগত ধর্ম্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন।

আমি আপনকার নিকট মনু বশিষ্ঠ কাশ্যপ গর্গ গোতম উশনা অত্রি বিষ্ণু সংবর্ত্ত দক্ষ অঙ্গিরা শাতাতপ হারীত যাজ্ঞবল্ক্য আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত কাত্যায়ন ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি বিস্মৃত হই নাই। সে সকল সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম্ম।

ভাষ্য

ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুৎসিতং পৃচ্ছতি

সংহিতা

সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সর্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে।
চাতুর্বর্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥

এক্ষণে ব্যাসদেব যে ধর্ম্মের বিষয় জানিতে চান তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

সকল ধর্ম্ম সত্যযুগে জন্মিয়াছিল কলিযুগে সকল ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে অতএব আপনি চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম কিছু বলুন।

ভাষ্য

বিষ্ণুপুরাণে

বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি র্ন কলৌ নৃণাম্।

আদিপুরাণেঽপি

যস্তু কার্ত্তযুগে ধর্ম্মো ন কর্ত্তব্যঃ কলৌ যুগে।
পাপপ্রসক্তাস্তু যতঃ কলৌ নার্য্যো নরাস্তথা ॥

অতঃ কলৌ প্রাণিনাং প্রয়াসসাধ্যে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত্যসম্ভবাৎ সুকরো ধর্ম্মোঽত্র বুভুৎসিতঃ।

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন।

কলিযুগে চারি বর্ণের ও আশ্রমের বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় না।

আদিপুরাণেও কহিয়াছেন সত্যযুগে যে ধর্ম্ম কলিযুগে সে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় না। যেহেতু কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই পাপে আসক্ত হইয়াছে।

কলিযুগে কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে মনুষ্যের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত।

ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে মনুপ্রভৃতিনিরূপিত ধর্ম্ম সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম কলিযুগে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অসাধ্য এই নিমিত্ত ব্যাসদেব পরাশরকে মনুষ্যেরা কলিযুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

সংহিতা

ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বিস্তারিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্যাসদেবের প্রার্থনা শুনিয়া পুত্রবৎসল পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সংহিতা

পরাশরেণ চাপ্যুক্তং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।

পরাশরেরও উক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয়।

ভাষ্য

পরাশরগ্রহণন্তু কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তেষ্বপি কলিবিষয়েষু পরাশরঃ প্রাধান্যেনাদরণীয়ঃ।

কলিযুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নাম গ্রহণ করা হইয়াছে যে হেতু সকল কল্পেই কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য কলিযুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে মান্য করিতে হইবেক।

ইহা দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরের উদ্দেশ্য এবং কলিযুগের ধর্ম্মবিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষা পরাশরের মত প্রধান।

এক্ষণে সকলে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন পরাশরের যে কয়েকটী বচন ও ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের যে কয়েকটী আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করা গেল তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে কি না।

এইরূপে যখন কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে, তখন ঐ সংহিতার আদ্যোপান্ত গ্রন্থই যে কলিধর্ম্মনির্ণায়ক তাহা সুতরাং স্বীকার করিতে হইবেক। আর সমুদায় গ্রন্থ কলিধর্ম্মনির্ণায়ক স্বীকার করিয়া কেবল বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহবিধায়ক বচনটীকে অন্যযুগের বিষয়ে বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ যখন কলিযুগের আরম্ভ হইলে পর ঋষিরা সত্য ত্রেতা দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম অবগত হইয়া কলিযুগের ধর্ম্ম ও আচার জিজ্ঞাসা করিলেন তখন পরাশর আদ্যোপান্ত কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া তন্মধ্যে কলিভিন্ন অন্য অন্য অতীত যুগের কেবল একটা ধর্ম্ম বলিবেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। অতএব পরাশর বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ যে কেবল কলিযুগের নিমিত্তই বিধান করিয়াছেন তাহার কোন সংশয় নাই। ইতি পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল তদনুসারে মাধবাচার্য্যই নিজে ফলের আভাস দিয়া ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া কেবল কলিযুগের ধর্ম্মনিরূপণ করাই পরাশর সংহিতার উদ্দেশ্য এই মীমাংসা করিয়াছেন। সুতরাং যাহা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে এবং মাধবাচার্য্যেরই নিজ আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যারও অনুযায়ী নহে এরূপ ব্যাখ্যাকে কিরূপে সঙ্গত বলা যাইতে পারে।

মাধবাচার্য্য বিবাহ ব্রহ্মচর্য্য সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন বিবাহবিষয়ক বচনকে যুগান্তরবিষয় বলিলে ঐ তিন আভাসও কোন ক্রমেই সংলগ্ন হয় না। যথা

কোন কোন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে ইত্যাদি।

পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন।

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ইত্যাদি।

সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল দেখাইতেছেন

মনুষ্য শরীরে ইত্যাদি।

মাধবাচার্য্য যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তদনুসারে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ কলিযুগের ধর্ম্ম। সুতরাং বিবাহ-

বিধায়ক বচনের ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত কোন সংস্রব থাকিতেছে না। অর্থাৎ পরাশর স্ত্রীদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাভিপ্রায়ে কলিযুগের বিধবাদিগের নিমিত্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্য ও সহমরণের বিধান করিয়াছেন। যদি যুগান্তর বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া মাধবাচার্য্য কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহের প্রসক্তিই না রাখিলেন তবে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে অধিক ফল ব্রহ্মচর্য্য বিষয়ক বচনের এই আভাস কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। মাধবাচার্য্য মতে বিবাহ অন্য অন্য যুগের ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য কলিযুগের ধর্ম্ম। সুতরাং কলিযুগে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল একথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠে। স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্র বিহিত পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য করিলে অধিক ফল সহগমনে ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষাও অধিক ফল এই তিন কথার পরস্পর যে রূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে এই তিনই যে এক যুগের বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব যদি পুনর্ব্বার বিবাহকে কলিধর্ম্ম না বলিয়া যুগান্তরের ধর্ম্ম বল ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকেও যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক। আর ব্রহ্মচর্য্য ও সহগমনকে কলিধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে পুনর্ব্বার বিবাহকেও কলিধর্ম্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক। নতুবা এরূপ পরস্পরসম্বদ্ধ বিষয়ত্রয়ের একটীকে যুগান্তরবিষয় বলা আর অপর দুটীকে কলিযুগবিষয় বলা নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। ফলতঃ মাধবাচার্য্য বিবাহবিধিকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায় দূরে থাকুক আপনি যে আভাস দিলেন তাহাই পূর্ব্বাপর সংলগ্ন হইল কি না এ অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই।

মাধবাচর্য্য স্বয়ং লিখিয়াছেন কলিযুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত। পরাশরও বিবাহ অনায়াসসাধ্য বলিয়া সর্ব্বসাধারণ বিধবার পক্ষে সর্ব্ব প্রথম বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন।

তৎপরে ব্রহ্মচর্য্য তদপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া যে নারী ব্রহ্মচর্য্য করিবেক সে স্বর্গে যাইবেক এই বলিয়া ব্রহ্মচর্য্যনির্ব্বাহক্ষম স্ত্রীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। সহগমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া যে নারী সহগমন করিবেক সে অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিবেক এই বলিয়া সর্ব্বশেষে সহগমনসমর্থ স্ত্রীর পক্ষে সহগমনের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্ম্মকেই যুগান্তর বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট দুই কষ্টসাধ্য ধর্ম্মকেই কলিযুগের পক্ষে রাখিয়াছেন। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন কলিযুগে মনুষ্যের কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্ম নিরূপণই অভিপ্রেত মাধবাচার্য্যের এই কথা সংলগ্ন হইতেছে কি না। কারণ যে কলিকালের লোকের ক্ষমতা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের লোকের অপেক্ষা কত শত অংশে হ্রাস হইয়া গিয়াছে কষ্টসাধ্য দুই ধর্ম্মকে সেই কলিকালের পক্ষে রাখিলেন আর অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মটী যুগান্তরবিষয় কলিযুগের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। যে যে যুগের লোকদিগের অধিক ক্ষমতা ছিল তাহারা যে অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে অধিকারী ছিল সেই অনায়াসসাধ্য ধর্ম্মে কলিযুগের অল্পক্ষমতাশালী লোকেরা অধিকারী নহে এ অতি বিচিত্র কথা। বস্তুতঃ যখন কলিযুগের লোকদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের লোকদিগের অপেক্ষা অনেক ক্ষমতা হ্রাস হইয়াছে সুতরাং কষ্টসাধ্য ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব এবং যখন পরাশর কলিযুগের ধর্ম্ম লিখিতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব প্রথম সর্ব্বসাধারণ বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য বিবাহ ধর্ম্মের অনুজ্ঞা দিয়াছেন তখন বিবাহধর্ম্ম সেই কলিযুগের বিধবার পক্ষে অভিপ্রেত নহে এই ব্যবস্থা কোন মতেই যুক্তিমার্গানুসারিণী অথবা সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ানুযায়িনী হইতে পারে না।

পরাশরবচনের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায় বিরুদ্ধ তাহা ভট্টোজীদীক্ষিতের লিপি দ্বারাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা

নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদিপরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্‌গ্রন্থ প্রণয়নাৎ। (১৩)

নষ্টে মৃতে এই পরাশর বচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে এ কথা বলা যাইতে পারে না কারণ কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশরসংহিতা সঙ্কলন করা হইয়াছে।

মাধবাচার্য্যের যুগান্তর বিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রায়বিরুদ্ধ এবং স্বয়ং তিন বচনের যে আভাস দিয়াছেন তাহারও বিরুদ্ধ সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতেছে না। এক্ষণে তিনি যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন তাহারও বলাবল বিচার করা আবশ্যক তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থা কত দূর পর্য্যন্ত সঙ্গত হইতে পারে তাহাও প্রতীয়মান হইবেক।

পরাশরের বিবাহবিষয়ক বচন যে অন্য যুগের বিষয়ে কলিযুগের বিষয়ে নহে ইহা মাধবাচার্য্য সংহিতার অভিপ্রায় বা বচনের অর্থ অথবা তাৎপর্য্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই কেবল আদিপুরাণের এক বচন অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই বোধ হয় যদিও পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র এবং যদিও তাহাতে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে কিন্তু আদিপুরাণে কলিযুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে অতএব পরাশরের ঐ বিধিকে কলিযুগের বিষয়ে না বলিয়া যুগান্তর বিষয়ে বলিতে হইবেক। কিন্তু ইহাতে দুই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ আদিপুরাণের নাম দিয়া যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন আদিপুরাণ আদ্যন্ত পাঠ কর ঐ বচন দেখিতে পাইবে না। বিশেষতঃ আদিপুরাণ যে প্রণালীতে সঙ্কলিত দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে ঐ রূপ বচন তন্মধ্যে থাকাই অসম্ভব। সুতরাং মাধবাচার্য্যের ধৃত বচন অমূলক। অমূলক বচন অবলম্বন করিয়া যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে ঐ ব্যবস্থা কি রূপে প্রামাণিক হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদিই ঐ বচনকে আদিপুরাণের বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হই-

(১৩) চতুর্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যা। বিবাহপ্রকরণ।

লেও তদ্দৃষ্টে পরাশরবচনের সঙ্কোচ করা উচিত [illegible]
প্রথমতঃ পরাশরসংহিতা স্মৃতি আদিপুরাণ পুরাণ। পূর্ব্ব পুস্তকে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতিই বলবতী হইবেক অর্থাৎ সে স্থলে পুরাণের মত গ্রাহ্য না করিয়া স্মৃতির মতই গ্রাহ্য করিতে হইবেক। তদনুসারে পুরাণের বচন দেখিয়া স্মৃতিবচনের সঙ্কোচ করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে যে রূপ দর্শিত হইয়াছে (১৪) তদনুসারে সামান্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেও আদিপুরাণের বচনানুসারে পরাশরবচনের সঙ্কোচ না হইয়া পরাশরের বচনানুসারে আদিপুরাণের বচনেরই সঙ্কোচ করা সম্যক্ সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ হয়। আদিপুরাণের বচন সামান্য শাস্ত্র পরাশরবচন বিশেষ শাস্ত্র। সামান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের বাধ অথবা সঙ্কোচ না হইয়া বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইতে পারে।

অতএব দেখ মাধবাচার্য্য পরাশরের বিবাহবিধিকে যে যুগান্তর বিষয় বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা প্রথমতঃ সংহিতাকর্ত্তার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতেছে দ্বিতীয়তঃ স্বয়ং যে আভাস দিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে তৃতীয়তঃ যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ঐ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা অমূলক হইতেছে চতুর্থতঃ ঐ প্রমাণ সমূলক হইলেও স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ স্থলে স্মৃতি প্রধান এই ব্যাসকৃত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে পঞ্চমতঃ বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয় এই সর্ব্বসম্মত মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারেই যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইতেছে।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে মাধবাচার্য্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন সুতরাং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত এ বিবেচনা না করিয়া গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে মাধবাচার্য্য অতিপ্রধান পণ্ডিতও বটেন এবং সর্ব্বপ্রকারে মান্যও বটেন কিন্তু তিনি ভ্রমপ্রমাদশূন্য ছিলেন না

(১৪) ৯ পৃষ্ঠের ২৩ পংক্তি অবধি ১৭ পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দৃষ্টি কর।

এবং তাঁহার লিখিত সকল ব্যবস্থাই বেদবৎ প্রমাণ হয় না। যে যে স্থলে তাঁহার ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির হইয়াছে সেই সেই স্থলে তদুত্তর কালের গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহার ব্যবস্থা খণ্ডন করিয়াছেন। যথা

> যত্তু মাধবঃ বহ্ব বাজসনেয়ী স্যাৎ তস্য সন্ধিদিনাৎপুরা। ন কাপ্যস্যাহিতিঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ কর্কভাষ্য দেবজানী শ্রীঅনন্তভাষ্যাদি সকল তচ্ছাখীয় গ্রন্থবিরোধাদ্বহুনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্। (১৫)

মাধবাচার্য্য যাহা কহিয়াছেন তাহা অগ্রাহ্য যেহেতু কর্কভাষ্য দেবজানী শ্রীঅনন্তভাষ্য প্রভৃতি বাজসনেয় শাখা সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থকর্ত্তার মতের বিরুদ্ধ ও অনেকের অনাদৃত।

> মাধবস্তু সামান্যবাক্যান্নির্ণয়ং কুর্ব্বন্ ভ্রান্ত এব। (১৬)

মাধবাচার্য্য সামান্য বাক্য অনুসারে নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়াছেন।

> কৃষ্ণা পূর্ব্বোত্তরা শুক্লা দশম্যোবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। বস্তুতস্তু মুখ্যা নবমীযুতৈব গ্রাহ্যা। দশমী তু প্রকর্ত্তব্যা সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ। (১৭)

মাধবাচার্য্য এই ব্যবস্থা করেন কিন্তু বস্তুতঃ এ ব্যবস্থা গ্রাহ্য না করিয়া এই রূপ ব্যবস্থাই গ্রাহ্য করিতে হইবেক।

> নন্ু মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ।
> সম্পূজ্য নবদুর্গাঞ্চ নক্তং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
> নবরাত্রাভিধং কর্ম্ম নক্তব্রত মিদং স্মৃতম্।
> আরম্ভে নবরাত্রস্যেত্যাদি স্কান্দাৎ মাধবোক্তেশ্চ নক্তমেব প্রধানমিতি চেৎ ন নবরাত্রোপবাসতঃ ইত্যাদেরনুপপত্তেঃ। (১৮)

যদি বল স্কন্দপুরাণে আছে এবং মাধবাচার্য্যও কহিয়াছেন অতএব এই ব্যবস্থাই ভাল। তাহা হইলে অন্যান্য শাস্ত্রের উপপত্তি হয় না।

> অত্র যামত্রয়াদর্ব্বাক্ চতুর্দ্দশীসমাপ্তৌ তদন্তে তদূর্দ্ধগামিন্যান্ত প্রাতস্তিথিমধ্যএবেতি হেমাদ্রি মাধবাবয়ো ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথি ভান্তেবা পারণং যত্র চোদিতম্। যামত্রয়োর্দ্ধগামিন্যাং প্রাতরেবহি

[১৫] নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। ইষ্টিনির্ণয় প্রকরণ।
[১৬] নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ভাদ্রনির্ণয় প্রকরণ।
[১৭] নির্ণয়সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ। একাদশীনির্ণয় প্রকরণ।
(১৮) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। আশ্বিননির্ণয় প্রকরণ।

পারণেত্যাদি সামান্যবচনৈরেব ব্যবস্থাসিদ্ধেরুভয়বিধবাক্যবৈয়র্থ্যস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। [১৯]

হেমাদ্রি মাধবাচার্য্য প্রভৃতি এই ব্যবস্থা স্থির করিয়াছেন কিন্তু তাহা গ্রাহ্য নহে যেহেতু উভয়বিধ বাক্যের বৈয়র্থ্য দুর্নিবার হইয়া উঠে।

নচ যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগস্তদাপি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি বচনাদ্দিবাপারণমনন্তভট্টমাধবাচার্য্যোক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণং কুর্য্যাৎ বর্জ্জয়িত্বা মহানিশামিতি সংবৎসরপ্রদীপ ধৃতস্য ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র নিশ্যপি তৎ কার্য্যং বর্জ্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্রহ্মাণ্ডোক্তস্য চ নির্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। (২০)

যদি বল অনন্তভট্ট ও মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা ভাল তাহা হইলে অন্যান্য শাস্ত্র নির্বিষয় হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহাদের আর স্থল থাকে না।

অতএব মাধবাচার্য্য অসঙ্গত ব্যবস্থা লিখিলেও তাহাই গ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবেক এরূপ নহে। দেখ কমলাকরভট্ট ও স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত বোধ করিয়াছেন সেই সেই স্থলে প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধবাচার্য্যের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও তাহাই মান্য করিয়া তদনুসারেই চলিতে হইবেক একথা কোন মতেই সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে।

[১৯] নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ফাল্গুননির্ণয় প্রকরণ।
[২০] তিথিতত্ত্ব। জন্মাষ্টমী প্রকরণ।

৩—পরাশরের
বিবাহবিধি
মনুবিরুদ্ধ নহে

প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে পরাশর নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পক্ষে যে বিধি দিয়াছেন যদি তাহা যথার্থই বিবাহের বিধি হয় তথাপি মনুবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না।

যেহেতু বৃহস্পতি কহিতেছেন

বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থ বিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে॥

মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব তিনি প্রধান। মনুর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

এই বৃহস্পতিবচন দ্বারা মনুর প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা দৃষ্ট হইতেছে। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও কথিত আছে

মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্ভেষজম্।

মনু যাহা কহিয়াছেন তাহা মহৌষধ।

এস্থলেও বেদে মনুস্মৃতিকে মহৌষধ অর্থাৎ প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব পরাশরের বিবাহবিধি যদি সেই মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইল তবে তাহা কিরূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই আপত্তি বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। কারণ বৃহস্পতি যুগবিশেষ নির্দ্দেশ না করিয়া মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা কীর্ত্তন করিতেছেন। কিন্তু পরাশর মনুসংহিতাকে সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন। সুতরাং বৃহস্পতিবচনে বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলেও পরাশরবচনের সহিত ঐক্য করিয়া মনুস্মৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা সত্যযুগের বিষয়ে বলিতে হইবেক। অর্থাৎ সত্যযুগে মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি ছিল এবং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইলে অন্যান্য স্মৃতি

অপ্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত সুতরাং অগ্রাহ্য হইত। নতুবা কলিযুগেও মনুস্মৃতির বিপরীত হইলেই অন্যান্য স্মৃতি অগ্রাহ্য হইবেক এরূপ নহে। বরং বিষয় বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইতেছে এবং তদনুযায়ী ব্যবহারও ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিত আছে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

মনু কহিয়াছেন

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥ ৯। ৯৪॥

যাহার বয়স্ ত্রিশ বৎসর সে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। কিম্বা যাহার বয়স্ চব্বিশ বৎসর সে অষ্টবর্ষ বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেক। এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়া বিবাহ করিলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হয়।

এস্থলে মনু বিবাহের দুই প্রকার কাল নিয়ম করিতেছেন এবং এই দ্বিবিধ কাল নিময় লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় তাহাও কহিতেছেন।

কিন্তু অঙ্গিরা কহিতেছেন

অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কালদোষতঃ॥ (২১)

অষ্টবর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী বলে নববর্ষবয়স্কা কন্যাকে রোহিণী বলে দশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলে তৎপরে কন্যাকে রজস্বলা বলে। অতএব দশম বৎসর উপস্থিত হইলে পণ্ডিতেরা যত্নশীল হইয়া কন্যাদান করিবেন তখন আর কাল দোষ জন্য দোষ নাই।

এস্থলে অঙ্গিরা অষ্টম নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন এবং দশম বৎসরে কালদোষ পর্য্যন্ত গণনা না করিয়া যত্নশীল হইয়া কন্যার বিবাহ দিতে কহিতেছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে কি চব্বিশ বৎসর কি ত্রিশ বৎসর কোন কাল নিয়মই রাখিতেছেন না। এক্ষণে বিবেচনা কর অঙ্গিরার স্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মনু দ্বাদশ ও অষ্টম বর্ষকে কন্যার বিবাহের প্রশস্ত

(২১) উদ্বাহতত্ত্বধৃত।

কাল বলিয়া বিধি দিতেছেন এবং তাহার অন্যথা করিলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয় বলিতেছেন। কিন্তু অঙ্গিরা অষ্টম নবম ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিতেছেন এবং দশম বৎসরে কালাকাল বিবেচনা না করিয়া যত্ন পাইয়া কন্যার বিবাহ দিবার বিধি দিতেছেন। ইঁহার মতে দ্বাদশ বর্ষ কোন মতেই বিবাহের প্রশস্ত কাল হইতেছে না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ এস্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন কি অঙ্গিরার মতানুসারে। আমার বোধ হয় এস্থলে মনুর মত আদরণীয় হইতেছে না। মনুর মতানুসারে চলিতে গেলে দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার ত্রিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত ও অষ্টবর্ষীয়া কন্যার চব্বিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত বিবাহ দিতে হয়। নতুবা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু ইদানীং কাহাকেই বিবাহকালে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে দেখা যায় না। বরং অষ্টম বর্ষ নবম বর্ষ ও দশম বর্ষ বিবাহের প্রশস্ত কাল অঙ্গিরার এই মতানুসারেই সকলকে চলিতে দেখা যাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে বিবাহস্থলে মনুর মত আদরণীয় না হইয়া তদ্বিরুদ্ধ অঙ্গিরার মতই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন।

একএবৌরসঃ পুত্রঃ পিত্র্যস্য বসুনঃ প্রভুঃ।
শেষাণামানৃশংস্যার্থং প্রদদ্যাত্তু প্রজীবনম্॥ ৯। ১৬৩॥
ষষ্ঠন্তু ক্ষেত্রজস্যাংশং প্রদদ্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাৎ।
ঔরসো বিভজন্ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা॥ ৯। ১৬৪॥
ঔরসক্ষেত্রজৌ পুত্রৌ পিতৃরিক্থস্য ভাগিনৌ।
দশাপরে তু ক্রমশো গোত্ররিক্থাংশ ভাগিনঃ॥ ৯। ১৬৫॥

এক ঔরস পুত্রই সমস্ত পৈতৃকধনের অধিকারী সে দয়া করিয়া অন্যান্য পুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দিবেক। কিন্তু ঔরস পিতৃধনবিভাগ কালে ক্ষেত্রজ ভ্রাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবেক। ঔরস আর ক্ষেত্রজ পুত্র পিতৃধনের অধিকারী। দত্তকাদি আর দশবিধ পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বের অভাবে গোত্রভাগী ও ধনাংশ ভাগী হইবেক।

যদি এক ব্যক্তির ঔরস ক্ষেত্রজ দত্তক কৃত্রিম প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র থাকে তাহা হইলে ঔরস ক্ষেত্রজকে পৈতৃক ধনের পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্র প্রদান করিয়া স্বয়ং সমস্ত ধন গ্রহণ করিবেক দত্তক প্রভৃতিকে

দয়া করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র দিবেক। আর যদি ঔরস পুত্র না থাকে ক্ষেত্রজ পুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। ক্ষেত্রজ না থাকিলে দত্তক সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। এই রূপে মনু ঔরসাদি বহুবিধ পুত্র সত্ত্বে ঔরসকে সমস্ত পৈতৃক ধনের স্বামী ক্ষেত্রজকে কেবল পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অংশ মাত্রের অধিকারী এবং দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী কহিতেছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্রের অধিকার বিধান করিতেছেন।

কিন্তু কাত্যায়ন কহিয়াছেন

উৎপন্নে ত্বৌরসে পুত্রে তৃতীয়াংশহরাঃ সুতাঃ।
সবর্ণা অসবর্ণাস্তু গ্রাসাচ্ছাদনভাগিনঃ॥

ঔরস পুত্র উৎপন্ন হইলে সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তকাদি পুত্রেরা পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইবেক অসজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র প্রাপ্ত হইবেক।

এস্থলে কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতির পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশে অধিকার আর অসজাতীয়দিগের গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রে অধিকার বিধান করিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর কাত্যায়নস্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইল কি না। মনু কেবল ক্ষেত্রজকে ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম অংশ দিবার অনুমতি করিতেছেন দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র। কিন্তু কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক কৃত্রিম পৌনর্ভব প্রভৃতি সকলকেই তৃতীয়াংশ দিবার বিধি দিতেছেন। মনুমতে ঔরস সত্ত্বে দত্তক পুত্র গ্রাসাচ্ছান মাত্রের অধিকারী (২৩) কাত্যায়ন মতে ঔরস সত্ত্বে দত্তক পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশাধিকারী। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ এস্থলে সকলে মনুর মতানুসারে চলিতেছেন কি কাত্যায়নের মতানুসারে। আমার বোধ হয় এস্থলে মনুস্মৃতি আদরণীয় না হইয়া মনুবিরুদ্ধ কাত্যায়ন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতেছে। অর্থাৎ এক্ষণে ঔরসসত্ত্বে দত্তক গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র না পাইয়া পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশের অধি-

(২৩) কিন্তু দত্তক যদি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হয় তাহা হইলে ঔরস সত্ত্বেও পিতৃধনের অংশভাগী হইতে পারে। যথা

উপপন্নো গুণৈঃ সর্ব্বৈঃ পুত্রো যস্য তু দত্ত্রিমঃ।
স হরেতৈব তদ্রিক্থং সম্প্রাপ্তোহপ্যন্যগোত্রতঃ। ৯। ১৪১।

কারীই হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতিবচনের এরূপ তাৎপর্য্য হয় যে কলিযুগেও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে তাহা হইলে এস্থলে কাত্যায়নস্মৃতি কি রূপে গ্রাহ্য হইতেছে।

মনু কহিয়াছেন।

যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥ ৯। ৬৯॥
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
মিথো ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥ ৯। ৭০॥
ন দত্ত্বা কস্যচিৎ কন্যাং পুনর্দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দত্ত্বা পুনঃ প্রযচ্ছন্ হি প্রাপ্নোতি পুরুষানৃতম্॥ ৯। ৭১॥

বাগ্দান করিলে পর বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় তাহাকে তাহার দেবর এই বিধানে বেদন (২৪) করিবেক। বৈধব্যলক্ষণধারিণী সেই কন্যাকে দেবর যথাবিধানে বেদন করিয়া সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে এক এক বার নির্জ্জনে গমন করিবেক। বিচক্ষণ ব্যক্তি কাহাকেও কন্যা দান করিয়া বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য বরে দান করিবেক না। এক জনকে এক বার দিয়া পুনরায় অন্য বরে দিলে কন্যাহরণ জন্য দোষ ভাগী হয়।

এস্থলে মনু বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তা কন্যার পুনরায় অন্যবরে দান নিষেধ করিতেছেন এবং দেবর দ্বারা যথা বিধানে একমাত্র পুত্রোৎপাদনের বিধি দিতেছেন আর পুত্র উৎপন্ন হইলে পর শুক্লবস্ত্রা শুচিব্রতা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণের বিধান করিতেছেন। সুতরাং মনুর মতে বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তা কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না। স্বামীর বংশরক্ষার্থে দেবর দ্বারা যথা বিধানে এক মাত্র পুত্র লাভ করিয়া সেই কন্যাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণ করিতে হয়।

কিন্তু বশিষ্ঠ কহিয়াছেন

অদ্ভির্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথো বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ (২৫)

(২৪) নিয়োগধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ।

[২৫] ১৭ অধ্যায়।

জলস্পর্শ পূর্ব্বক এবং বাক্য দ্বারা দান করিলে পর যদি বরের মৃত্যু হয় এবং মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক বিবাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই কন্যা পিতারই থাকিবেক। যদি কন্যা বাগ্দত্তা মাত্র হইয়া থাকে মন্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কারে সংস্কৃতা না হয় তাহা হইলে তাহাকে বিধিপূর্ব্বক অন্য বরে সম্প্রদান করিবেক। কেবল বাগ্দান দ্বারা তাহার কন্যাত্ব যায় না।

এস্থলে বশিষ্ঠ বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তা কন্যার কন্যাত্ব রাখিয়া পুনরায় যথা বিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার বিধি দিতেছেন। এক্ষণে বিবেচনা কর বশিষ্ঠস্মৃতি মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ হইল কি না। মনু বিবাহের পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে বাগ্দত্তা কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান নিষেধ করিতেছেন এবং দেবর দ্বারা এক মাত্র পুত্রোৎপাদন ও তদনন্তর যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণের বিধি দিতেছেন। কিন্তু বশিষ্ঠ পুনরায় যথা বিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার বিধি দিতেছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ এ বিষয়ে লোকে মনুস্মৃতি অনুসারে চলিতেছেন কি মনুবিরুদ্ধ বশিষ্ঠস্মৃতি গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে চলিতেছেন। আমার বোধ হয় এ বিষয়ে বশিষ্ঠস্মৃতিই গ্রাহ্য ও তদনুযায়ী ব্যবহার চলিত হইয়া আসিতেছে। অর্থাৎ বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হইলে লোকে বশিষ্ঠের বিধান অনুসারে পুনরায় তাহাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিয়া থাকে মনুর মতানুসারে পাত্রান্তরে সম্প্রদান না করিয়া যাবজ্জীবন বৈধব্যাচরণ করায় না।

অতএব যখন কার্য্যদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে কলিযুগে বিষয় বিশেষে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি সর্ব্বত্র গ্রাহ্য হইতেছে এবং যখন পরাশরও মনুনিরূপিত ধর্ম্ম সত্যযুগের ধর্ম্ম বলিয়া মীমাংসা করিতেছেন তখন মনুসংহিতার বৃহস্পতিপ্রোক্ত সর্ব্বপ্রাধান্য ও মনুবিরুদ্ধস্মৃতির অগ্রাহ্যতা অগত্যা সত্যযুগবিষয়ে বলিতে হইবেক। নতুবা পরাশরসংহিতার মীমাংসা অনুসারে যুগ ভেদে এক এক সংহিতার প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া সকল যুগেই মনুস্মৃতির সর্ব্বপ্রাধান্য ব্যবস্থাপিত করিলে বৃহস্পতিবচন নিতান্ত অসংলগ্ন হইয়া উঠে। কারণ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইল তদনুসারে ইদানীং মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রশস্ত না হইয়া বিলক্ষণ প্রশস্তই হইতেছে। সুতরাং

ধর্ম্মার্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন্নপ্রশস্যতে।
মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

একথা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। আর

বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মনু বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব মনু প্রধান।

একথাই বা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। কারণ মনু স্বীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন আর যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি কি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই। তাঁহারা কি বেদবিরুদ্ধ মনঃকল্পিত বিষয় সকল স্ব স্ব সংহিতাতে সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বেদ জানিতেন না তাহা ও নহে এবং স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করেন নাই তাহা ও নহে। ফলতঃ মনু স্বীয় সংহিতাতে যেরূপ বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন যাজ্ঞবল্ক্য পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্ত্তারাও স্ব স্ব সংহিতাতে সেইরূপ বেদার্থ সংঙ্কলন করিয়াছেন তাহার কোন সংশয় নাই। সুতরাং যে বেদার্থসঙ্কলন রূপ হেতু দর্শাইয়া বৃহস্পতি মনুস্মৃতির প্রাধান্য কীর্ত্তন করিতেছেন সেই বেদার্থ সঙ্কলন রূপ হেতু যখন সকল সংহিতাতেই সমান বর্ত্তিতেছে তখন মনু প্রধান অন্যান্য সংহিতাকর্ত্তারা অপ্রধান এ ব্যবস্থা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে। কারণ যেহেতুতে এক সংহিতা প্রধান হইতেছে সেই হেতু সত্ত্বেও অন্যান্য সংহিতা অপ্রধান হইবে কেন। ফলতঃ লোকে যখন সকল ঋষিকেই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং যখন সকল ঋষিই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন তখন সকল ঋষিকেই সমান জ্ঞান করিতে হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই। সকল সংহিতাকর্ত্তাকে সমান জ্ঞান করিতে হইবেক এই মীমাংসা কেবল আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। মাধবাচার্য্যও পরাশর ভাষ্যে এই মীমাংসাই করিয়াছেন। যথা

অস্তু বা কথঞ্চিন্মনুস্মৃতেঃ প্রামাণ্যং তথাপি প্রকৃতায়াঃ পরাশরস্মৃতেঃ কিমায়াতং তেন নহি মনোরিব পরাশরস্য মহিমানং কশ্চিদ্বেদঃ প্রখ্যাপয়তি তস্মাত্তদীয়স্মৃতের্নিরূপং প্রামাণ্যম্।

ভাল মনুস্মৃতির প্রামাণ্য কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইল তাহাতে পরাশর স্মৃতির কি হইবে কারণ বেদে কোন স্থলে মনুর ন্যায় পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন না অতএব পরাশরস্মৃতির প্রামাণ্য নিরূপণ করা কঠিন।

এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য মীমাংসা করিতেছেন

নচ পরাশরমহিম্নোঽশ্রৌতত্বং সহোবাচ ব্যাসঃ পারাশর্য্য ইতি শ্রুতৌ পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্য ব্যাসস্য স্তুতত্বাৎ। যদা সর্ব্বসম্প্রতিপন্নমহিম্নো বেদব্যাসস্যাপি স্তুতয়ে পরাশরপুত্রত্বমুপজীব্যতে তদা কিম্বু বক্তব্যমচিন্ত্যমহিমা পরাশর ইতি। তস্মাৎ পরাশরোঽপি মনুসমান এব। এষ এব ন্যায়ো বশিষ্ঠাত্রিযাজ্ঞবল্ক্যাদিষু যোজনীয়ঃ।

বেদে পরাশরের মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই এরূপ নহে পরাশরপুত্র ব্যাস বলিয়াছেন এই স্থলে বেদে পরাশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের প্রশংসা করিয়াছেন। বেদব্যাসের মহিমা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যখন পরাশরের পুত্র বলিয়া বেদে সেই বেদব্যাসের মহিমা কীর্ত্তন হইতেছে তখন পরাশরের যে অচিন্তনীয় মহিমা এ কথা আর কি বলিতে হইবেক। অতএব পরাশরও মনুর সমান সন্দেহ নাই। বশিষ্ঠ অত্রি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিতেও এই যুক্তি যোজনা করিতে হইবেক। অর্থাৎ বেদে তাঁহাদেরও মহিমা কীর্ত্তন আছে সুতরাং তাঁহারাও মনুর সমান।

অতএব যখন সকল সংহিতাকর্ত্তা ঋষিই সর্ব্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়া থাকেন সকলেই যখন স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন এবং বেদেও যখন সকলের মহিমা কীর্ত্তন আছে তখন সকল ঋষিই সমান মান্য তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে বিশেষ এই যুগভেদে এক এক সংহিতা প্রধানরূপে পরিগণিত হইবেক এই মাত্র। সত্যযুগে মনুসংহিতা প্রধান ত্রেতাযুগে গোতমসংহিতা প্রধান দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিত সংহিতা প্রধান কলিযুগে পরাশরসংহিতা প্রধান। অতএব যখন মনুসংহিতা এবং পরাশরসংহিতা ভিন্ন ভিন্ন যুগের শাস্ত্র হইল তখন উভয়ের পরস্পর বিরোধ প্রসক্তিই কিরূপে থাকিতে পারে।

যাহা প্রদর্শিত হইল তদনুসারে ইহা নির্দ্ধারিত হইতেছে মনুসংহিতা সত্যযুগের প্রধানশাস্ত্র পরাশরসংহিতা কলিযুগের প্রধানশাস্ত্র সুতরাং এ উভয়ের পরস্পর বিরোধ প্রসক্তিই নাই বৃহস্পতি যে মনুসংহিতার সর্ব্বপ্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অগ্রাহ্যতা করিয়াছেন তাহা সত্যযুগের বিষয়ে আর ইদানীন্তনকালে মনুবিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সুতরাং পরাশরোক্ত বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিধি মনুবিরুদ্ধ হইলেও কলিযুগে গ্রাহ্য হইবার কোন বাধা নাই।

এক্ষণে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক বিধবাদিস্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ মনুসংহিতার অথবা অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না।

মনু কহিয়াছেন

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে। ৯। ১৭৫।

যে নারী পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া পুনর্ভূ হয় অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে।

বিষ্ণু কহিয়াছেন

অক্ষতা ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনর্ভূঃ। (২৬)

যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ॥ ১। ৬৭।

কি অক্ষতযোনি কি ক্ষতযোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

বশিষ্ঠ কহিয়াছেন

যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং বা ভর্ত্তারমুৎসৃজ্য অন্যং পতিং বিন্দতে মৃতে বা সা পুনর্ভূর্ভবতি। (২৭)

যে স্ত্রী ক্লীব পতিত অথবা উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অথবা পতির মৃত্যু হইলে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এইরূপে মনু বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ও বশিষ্ঠ পুনর্ভূ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন অর্থাৎ পতি পতিত ক্লীব অথবা উন্মত্ত হইলে কিম্বা পতি মরিলে অথবা ত্যাগ করিলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কারের বিধি দিয়াছেন।

কেহ কেহ কহিয়াছেন যে মনুপ্রভৃতি যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা কহিয়াছেন সে কেবল, সেইরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলে তাহার কি নাম হইবেক এইমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন নতুবা তাদৃশ পুত্র যে শাস্ত্রী

(২৬) ১৫ অধ্যায়।

(২৭) ১৭ অধ্যায়।

পুত্র ইহা তাঁহাদের অভিমত নহে (২৮)। এই মীমাংসা মীমাংসকের স্বকপোলকল্পিত শাস্ত্রানুগত নহে। কারণ যাঁহাদের সংহিতাতে পুত্রবিষয়ক বিধি আছে তাঁহারা সকলেই পৌনর্ভবকে শাস্ত্রীয় পুত্র বলিয়া গণনা করিয়াছেন। মনু ঔরস প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন

ক্ষেত্রজাদীন্ সুতানেতানেকাদশ যথোদিতান্।
পুত্রপ্রতিনিধীনাহুঃ ক্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ॥ ৯। ১৮০।

এই যে যথাক্রমে ক্ষেত্রজ প্রভৃতি একাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল ঔরস পুত্রাভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া লোপের সম্ভাবনা হইলে মুনিরা এই একাদশবিধ পুত্রপ্রতিনিধি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এবং

শ্রেয়সঃ শ্রেয়সোঽভাবে পাপীয়ানৃক্থমর্হতি। ৯। ১৮৪।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে পর পর নিকৃষ্ট পুত্র ধনাধিকারী হইবেক।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঔরসাদি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন

পিণ্ডদোঽংশহরশ্চৈষাং পূর্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ। ২। ১৩২।

এই দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী হইবেক।

এইরূপে মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য যখন পৌনর্ভবকে শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তখন পৌনর্ভব শাস্ত্রীয় পুত্র নহে এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন মনু দ্বাদশবিধ পুত্রগণনা স্থলে পৌনর্ভবকে দশম স্থানে কীর্ত্তন করিয়াছেন সুতরাং পৌনর্ভব অতি অপকৃষ্ট পুত্র হইতেছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে মনুর মতে পৌনর্ভব অপকৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে অপকৃষ্ট পুত্র নহে। তাঁহারা পৌনর্ভবকে দত্তক পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য পৌনর্ভবকে ষষ্ঠ ও দত্তককে সপ্তম কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী বলিয়া বিধান দিয়াছেন তদনুসারে পৌনর্ভব দত্তকের পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাধিকারী

(২৮) শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্রপ্রভৃতি।

ও ধনাধিকারী হইতেছে। সুতরাং পৌনর্ভব দত্তক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র হইল। বশিষ্ঠ পৌনর্ভবকে চতুর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। [২৯]

পৌনর্ভব চতুর্থ।

এইরূপে পৌনর্ভবকে প্রথম শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ কীর্ত্তন করিয়া দত্তককে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় পুত্র মধ্যে দ্বিতীয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা

দত্তকো দ্বিতীয়ঃ। [২৯]

দত্তক দ্বিতীয়।

বিষ্ণুও পৌনর্ভবকে চতুর্থ ও দত্তককে অষ্টম কীর্ত্তন করিয়াছেন। যথা

পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। [৩০]   দত্তকশ্চাষ্টমঃ। [৩০]

পৌনর্ভব চতুর্থ।   দত্তক অষ্টম।

এই পুত্র গণনা করিয়া পরিশেষে কহিয়াছেন

এতেষাং পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ শ্রেয়ান্ সএব দায়হরঃ সচান্যান্ বিভৃয়াৎ। [৩০]

ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্র শ্রেষ্ঠ সেই ধনাধিকারী সে অন্য অন্য পুত্র দিগের ভরণ পোষণ করিবেক।

অতএব মনুর মতে পৌনর্ভব দশম স্থানে নির্দ্দিষ্ট সুতরাং অপকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইলেও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে সপ্তম আর বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে চতুর্থ স্থানে নির্দ্দিষ্ট ও দত্তক পুত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিগনিত হইতেছে। মনুসংহিতা সত্যযুগের প্রধান শাস্ত্র সুতরাং সেই যুগেই পৌনর্ভব নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। সর্ব্বযুগের নিমিত্ত ঐ ব্যবস্থা হইলে পৌনর্ভবকে যাজ্ঞবল্ক্য সপ্তম স্থানে এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ চতুর্থ স্থানে কদাচ গণনা করিতেন না।

অতএব যখন মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু ও বশিষ্ঠ পৌনর্ভব ধর্ম্ম কীর্ত্তন দ্বারা বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কারের বিধান করিতেছেন তখন বিধবার বিবাহ মনু অথবা অন্যান্য মুনির মতের বিরুদ্ধ একথা কোন মতেই সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না। বোধ হয় মনুর অথবা

[২৯] ১৭ অধ্যায়।

[৩০] ১৫ অধ্যায়।

অন্যান্য মুনির সংহিতাতে বিশেষ দৃষ্টি নাই বলিয়াই অনেকে মনু-প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন নতুবা সবিশেষ জানিয়াও এরূপ অলীক ও অমূলক কথা লিখিয়া প্রচার করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না।

বস্তুতঃ যেরূপ দর্শিত হইল তদনুসারে বিধবার বিবাহ মনুপ্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ নয়। তবে মনুপ্রভৃতির মতে দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত পরাশরের মতানুসারে কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ ও তাদৃশ পত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা যাইবেক না এই মাত্র বিশেষ। কলিযুগে তাদৃশ স্ত্রীকে পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে পরাশর অবশ্যই পুনর্ভূ সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে অবশ্যই পুত্র গণনা স্থলে পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন। তাদৃশ স্ত্রী যে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবেনা এবং তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না বলিয়া ঔরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক তাহা ইদানীন্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। দেখ যদি বাগ্দান করিলে পর বিবাহ সংস্কার নির্ব্বাহ হইবার পূর্ব্বে বরের মৃত্যু হয় অথবা কোন কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলে ঐ কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। যুগান্তরে এরূপে বিবাহিতা কন্যাকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিত। যথা

সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥
উদকস্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভূপ্রভবা চ যা।
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্তা দহন্তি কুলমগ্নিবৎ॥

বাগ্দত্তা অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে মনোদত্তা অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে কৃতকৌতুকমঙ্গলা অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহসূত্র বন্ধন করা গিয়াছে উদকস্পর্শিতা অর্থাৎ যাহাকে দান করা গিয়াছে পাণিগৃহীতিকা অর্থাৎ যাহার পাণিগ্রহণ নির্ব্বাহ হইয়াছে অগ্নিপরিগতা অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে আর পুনর্ভূপ্রভবা অর্থাৎ পুনর্ভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে এই সাত কুলের অধম পুনর্ভূ কন্যা বর্জন করিবেক। এই সাত কাশ্যপোক্ত কন্যা বিবাহিতা হইলে অগ্নির ন্যায় পতিকুল ভস্মসাৎ করে।

এক্ষণে বাগ্দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ও পুনর্ভূপ্রভবা এই চা
প্রকার পুনর্ভূর বিবাহ সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে অর্থাৎ বাগ্দান মন
মনে দান ও হস্তে বিবাহসূত্রবন্ধনের পর বর মরিলে অথবা কোন কা
রণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরের সহি
বিবাহ হইয়া থাকে এবং এইরূপে বিবাহিতা পুনর্ভূ কন্যার গর্ব্ভজা
কন্যারও বিবাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এইরূপে বিবাহিতা কন্যা
দিগকে পুনর্ভূ ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রদিগকে পৌনর্ভব বলিত। কিন্তু
এক্ষণে এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে পুনর্ভূ বলা যায় না ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রদিগ
কেও পৌনর্ভব বলা যায় না। সকলেই তাদৃশস্ত্রীকে সর্ব্বাংশে প্রথম
বিবাহিতস্ত্রীতুল্য ও তাদৃশ পুত্রকে সর্ব্বাংশে ঔরসতুল্য জ্ঞান করিয়া
থাকেন। তাদৃশ পুত্রেরা ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি
করে এবং ঔরসের ন্যায় জনক জননী প্রভৃতির ধনাধিকারী হয়।
বস্তুতঃ সর্ব্বপ্রকারেই ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে কেহ ভুলি
য়াও পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করেন না। অতএব দেখ যুগান্তরে যে
সাত প্রকার পুনর্ভূ ও যে সাত প্রকার পৌনর্ভব ছিল তন্মধ্যে চারি
প্রকার ইদানীং প্রচলিত আছে তাহারা পুনর্ভূ অথবা পৌনর্ভব বলিয়া
পরিগণিত হয় না। তাদৃশ স্ত্রী প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় পরিগণিত ও
তাদৃশ পুত্র ঔরস বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিন
প্রকার পুনর্ভূরও বিবাহ প্রচলিত হইলে সমান ন্যায়ে তাহাদের প্রথম
বিবাহিত স্ত্রী তুল্য পরিগণিত ও তদ্গর্ব্ভজাত পুত্রের ঔরস বলিয়া পরি
গৃহীত হইবার বাধা কি। অতএব যখন পরাশরের অভিপ্রায়ানুসারে
যুগান্তরীয় পুনর্ভূ প্রথম বিবাহিত স্ত্রীতুল্য ও যুগান্তরীয় পৌনর্ভব ঔরস
বলিয়া স্থির হইতেছে এবং লৌকিক ব্যবহারেও যখন যুগান্তরীয় চতুর্বিধ
পুনর্ভূ প্রথম বিবাহিতস্ত্রীতুল্য ও চতুর্ব্বিধ পৌনর্ভব ঔরস বলিয়া পরি
গৃহীত দৃষ্ট হইতেছে তখন পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবাদি স্ত্রী ও তদ্গর্ব্ভ
জাত পুত্র যুগান্তরে পুনর্ভূ ও পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হইলেও
কলিযুগে প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর তুল্য পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র ঔরস
বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক তাহার সন্দেহ কি।

কলিযুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যে ঔরস বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক মহাভারতেও তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে। ঐরাবত নামক নাগরাজের এক কন্যা ছিল ঐ কন্যা বিধবা হইলে নাগরাজ তাহাকে অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনের ঔরসে সেই দ্বিতীয়বার বিবাহিতা কন্যার গর্ভে ইরাবান্ নামে যে পুত্র জন্মে সেই পুত্র অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যথা

> অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
> সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
> ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
> পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা।
> ভার্য্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্॥ (৩১)

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিষণ্ণা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন। অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

> অজানন্নর্জ্জুনশ্চাপি নিহতং পুত্রমৌরসম্।
> জঘান সমরে শূরান্ রাজস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ॥ (৩১)

অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষ্মরক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ইহা দ্বারা ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের পৌনর্ভব কলিযু-গের প্রথমাবধিই ঔরস বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক প্রতিবাদী মহাশয়েরা মনুসং-হিতা হইতে যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া বিধবার বিবাহ মনুসংহিতা-বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সে সকল বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি। তাঁহারা

> ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং কচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে। ৫। ১৬২।

এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ সাধ্বী স্ত্রী দিগের পক্ষে কোন শাস্ত্রে ভর্ত্তা বলিয়া উপদিষ্ট নহে।

[৩১] ভীষ্মপর্ব্ব। ৯১ অধ্যায়।

এই বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়া বিধবাবিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে উঁহাদের অভিপ্রায় কোন মতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যথা

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৫। ১৬০।
অপত্যলোভাদ্যা তু স্ত্রী ভর্ত্তারমতিবর্ত্ততে।
সেহ নিন্দামবাপ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ ৫। ১৬১।
নান্যোৎপন্না প্রজাস্তীহ ন চাপ্যন্যপরিগ্রহে।
ন দ্বিতীয়শ্চ সাধ্বীনাং ক্বচিদ্ভর্ত্তোপদিশ্যতে॥ ৫। ১৬২।

স্বামী মরিলে সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপ করিলে পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যায় যেমন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরা পুত্র ব্যতিরেকেও স্বর্গে যান। যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয় সে নিন্দা প্রাপ্ত হয় এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। পরপুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে পরভার্য্যায় উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পরপুরুষ সাধ্বী স্ত্রী দিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে।

অর্থাৎ

অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকা নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি শ্রূয়তে। [৩২]

পুত্রবান্ লোকেরা অনন্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হয় অপুত্রের স্বর্গ নাই বেদে এই নির্দ্দেশ আছে।

এই শাস্ত্র অনুসারে পুত্রহীনা হইলে স্বর্গ হয় না এই ভয়ে এবং পুত্রবতী হইলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এই লোভে ব্যভিচারিণী হইয়া যে স্ত্রী অন্য পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্তা হয় সে নিন্দিতা ও স্বর্গভ্রষ্টা হয়। যেহেতু অবিধানে পর পুরুষ দ্বারা উৎপন্ন পুত্র পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি বল স্ত্রী যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করিয়া লইবে তাহাকেই তাহার পতি বলিব। কিন্তু তাহা শাস্ত্রের অভিমত নহে কারণ পর পুরুষ সাধ্বী স্ত্রীদিগের পক্ষে ভর্ত্তা বলিয়া কোন শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে। অর্থাৎ স্বর্গলাভলোভে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া অবিধানে যে পর পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপাদনের চেষ্টা করিবেক সেই পরপুরুষকে পতি বলিয়া স্বীকার করা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে যেহেতু যথাবিধানে যে পুরুষের সহিত পাণিগ্রহণ সংস্কার হয় শাস্ত্রে তাহাকেই পতিশব্দে নির্দ্দেশ ক

[৩২] বশিষ্ঠসংহিতা। ১৭ অধ্যায়।

য়াছেন। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়দিগের উদ্ধৃত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বচনার্দ্ধের তাৎপর্য্য এই যে বিধবা স্ত্রী পুত্রলোভে ব্যভিচারিণী হইয়া অবিধানে যে পর পুরুষে উপগতা হইবেক সেই পর পুরুষ তাহার পতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেক না। নতুবা যথাবিধানে বিবাহ সংস্কার হইলেও স্ত্রীদিগের দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ নহে। তাহা হইলে মনু স্বয়ং পুত্রপ্রকরণে যে পৌনর্ভব পুত্রের বিধান দিয়াছেন এবং পৌনর্ভবকে পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা কিরূপে সংলগ্ন হইবেক।

প্রতিবদী মহাশয়েরা

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ। ৯। ৬৫।

বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই।

প্রকরণ পর্য্যালোচনা না করিয়া এই বচনার্দ্ধের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু এই বচনকে একবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে পুত্র প্রকরণে মনুর পৌনর্ভব বিধান কিরূপে সংলগ্ন হইবেক তাহা তাঁহারা বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। এই বচনার্দ্ধকে পৃথক গ্রহণ করিলে তাঁহাদের অভিমত অর্থ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে পারে কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য অনুধাবন করিলে তাহা কোন ক্রমেই সিদ্ধ হইতে পারে না। যথা

দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যক্ নিযুক্তয়া।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ে॥ ৯। ৫৯।
বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥ ৯। ৬০।
দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে স্ত্রীষু তদ্বিদঃ।
অনির্ব্বৃত্তং নিয়োগার্থং পশ্যন্তো ধর্ম্মতস্তয়োঃ॥ ৯। ৬১।
বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥ ৯। ৬২।
নিযুক্তৌ যৌ বিধিং হিত্বা বর্ত্তেয়াতান্তু কামতঃ।
তাবুভৌ পতিতৌ স্যাতাং স্নুষাগগুরুতল্পগৌ॥ ৯। ৬৩।
নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিয়োক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ ৯। ৬৪।
নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
নিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ ৯। ৬৫।

অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥ ৯। ৬৬।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরাঃ।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥ ৯।৬৭।
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্।
নিযোজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগর্হন্তি সাধবঃ॥ ৯। ৬৮।

সন্তানের অভাবে যথাবিধানে নিযুক্তা স্ত্রী দেবর দ্বারা বা সপিণ্ড দ্বারা অভিলষিত পুত্রলাভ করিবেক। ৫৯॥ নিযুক্ত ব্যক্তি ঘৃতাক্ত ও মৌনাবলম্বী হইয়া রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন করিবেক কদাচ দ্বিতীয় নহে। ৬০॥ একমাত্র পুত্র দ্বারা ধর্ম্মতঃ নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইল না বিবেচনা করিয়া নিয়োগশাস্ত্রজ্ঞ মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন। ৬১॥ বিধবাতে যথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে পর পরস্পর গুরুর ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায় থাকিবেক। ৬২॥ যে দুজন নিযুক্ত হইয়া বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে চলে তাহারা পতিত এবং পুত্রবধূগামী ও গুরুতল্পগামী হইবেক। ৬৩॥ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্রোৎপাদনার্থে বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক না। অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিলে সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট করা হয়। ৬৪॥ বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কোন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহবিধিস্থলে বিধবার বেদনেরও উল্লেখ নাই। ৬৫॥শাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজেরা এই পশুধর্ম্মের নিন্দা করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে মনুষ্যদিগের মধ্যে এই ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল। ৬৬॥ সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পূর্ব্ব কালে সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া এবং কাম দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া বর্ণসঙ্কর প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৬৭॥ তদবধি যে ব্যক্তি মোহান্ধ হইয়া পতিহীনা স্ত্রীকে পুত্রোৎপাদনার্থে পরপুরুষে নিয়োগ করে সে সাধুদিগের নিকট নিন্দনীয় হয়। ৬৮॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ এই প্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি নিষেধ বোধ হয় অথবা বিধবাবিবাহের বিধি নিষেধ বোধ হয়। প্রথম বচনে সন্তানাভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিষয় উপক্রম করিয়া সর্ব্ব শেষ বচনে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন। সুতরাং যখন উপক্রমে ও উপসংহারে ক্ষেত্রজপুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে এবং যখন তন্মধ্যবর্ত্তী সকল বচনেই তৎসংক্রান্ত কথা লক্ষিত হইতেছে তখন এই প্রকরণ যে কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন বিষয়ে তাহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। যে বচন অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদী মহাশয়ের

বিধবার বিবাহ মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চান তাঁহার পূর্ব্বার্দ্ধেও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ আদেশ বোধক স্পষ্ট নিয়োগ শব্দ আছে সুতরাং অপরার্দ্ধে যে অস্পষ্ট বেদন শব্দ আছে তাহারও পাণিগ্রহণরূপ অর্থ না করিয়া প্রকরণবশতঃ ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণ রূপ অর্থই করিতে হইবেক। এই বেদন শব্দ যে বিদধাতুনিষ্পন্ন সেই বিদধাতু দ্বারা পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ উভয় অর্থই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। বিবাহ প্রকরণে থাকিলে পাণিগ্রহণবোধক হয় নিয়োগ প্রকরণে থাকিলে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণবোধক হয়। যথা

> ন সগোত্রাং ন সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। (৩৩)
>
> সমানগোত্রা সমানপ্রবরা কন্যাকে বেদন করিবেক না।

দেখ এস্থলে বিন্দেত এই যে বিদধাতুর পদ আছে তাহাতে বিবাহ প্রকরণ বলিয়া পাণিগ্রহণ রূপ অর্থই প্রতিপন্ন হইতেছে।

> যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ।
> তামনেন বিধানেন নিজো বিন্দেত দেবরঃ॥
> যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্রাং শুচিব্রতাম্।
> মিথো ভজেদাপ্রসবাৎ সকৃৎ সকৃদৃতাবৃতৌ॥
>
> বাগ্দান করিলে পর বিবাহের পূর্ব্বে যে কন্যার পতির মৃত্যু হয় তাহাকে তাহার দেবর এই বিধানে বেদন করিবেক। বৈধব্যলক্ষণধারিণী সেই কন্যাকে দেবর যথা বিধানে গ্রহণ করিয়া সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুকালে এক এক বার গমন করিবেক।

দেখ এস্থলে নিয়োগ প্রকরণ বলিয়া বিদধাতু দ্বারা ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ বুঝাইতেছে। অতএব

> ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।
>
> বিবাহবিধি স্থলে বিধবার বেদনও উক্ত নাই।

এস্থলে বিদধাতু নিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে তাহারও নিয়োগ প্রকরণ বলিয়া ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণ রূপ অর্থই করিতে হইবেক। বস্তুতঃ বেদন শব্দের এরূপ অর্থ না করিলে এস্থল সঙ্গতই হইতে পারে না।

(৩৩) বিষ্ণুসংহিতা। ২৪ অধ্যায়।

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই বিবাহবিধি স্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই ॥

এই অর্থ যে রূপ সংলগ্ন হইতেছে অপর অর্থ সে রূপ সংলগ্ন হয় না যথা

বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই ।
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই ।

মনু নিয়োগধর্ম্মের নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সুতরাং ঐ বচনে নিয়োগের নিষেধ করিতেছেন। বিবাহ সংক্রান্ত যে সকল মন্ত্র আছে তন্মধ্যে কোন মন্ত্রে বিধবার নিয়োগের উল্লেখ নাই। আর বিবাহের বিধি স্থলে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণেরও উল্লেখ নাই। অর্থাৎ নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন হয় পুত্রোৎপাদন বিবাহের কার্য্য সুতরাং মনু নিয়োগকে বিবাহ বিশেষ স্বরূপ গণনা করিয়া লইতেছেন এবং বিবাহের মন্ত্রের মধ্যে ও বিবাহ বিধির মধ্যে নিয়োগের ও নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণের কথা নাই এই নিমিত্ত অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিষেধ করিতেছেন। নতুবা নিয়োগ প্রকরণের বচনে পূর্ব্বার্দ্ধে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন নিষেধ অপরার্দ্ধে অনুপস্থিত অপ্রাকরণিক বিধবাবিবাহের নিষেধ করিবেন ইহা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। নিয়োগ প্রকরণে বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই এ কথা বিলক্ষণ উপযোগী ও সঙ্গত হইতেছে কিন্তু নিয়োগ প্রকরণে বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ উক্ত নাই এ কথা নিতান্ত অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে। নিয়োগের বিধি নিষেধ মীমাংসা স্থলে বিধবাবিবাহের নিষেধের কথা অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবে কেন। ফলতঃ এস্থলে বিবাহ শব্দ নাই বেদন শব্দ আছে বেদন শব্দে পাণিগ্রহণও বুঝায় এবং ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণও বুঝায়। প্রকরণ বশতঃ বেদন শব্দে এখানে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণই বুঝাইবেক তাহার কোন সংশয় নাই। বস্তুত এস্থলে বেদন শব্দের বিবাহ অর্থ স্থির করিয়া বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপাদনে উদ্যত হওয়া কেবল প্রকরণ জ্ঞানের অসদ্ভাব প্রদর্শন মাত্র

এই প্রকরণ যে কেবল নিয়োগ ধর্ম্মের বিধি নিষেধ বিষয়ে বিধবা-বিবাহের বিধি অথবা নিষেধ বিষয়ে নহে দেবগুরু ভগবান্ বৃহস্পতির মীমাংসায় দৃষ্টি করিলে সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। যথা

উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু।
যুগহ্রাসাদশক্যোঽয়ং কর্ত্তুমন্যৈর্বিধানতঃ॥
তপোজ্ঞানসমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাদিকে নরাঃ।
দ্বাপরে চ কলৌ নৃণাং শক্তিহানির্হি নির্ম্মিতা॥
অনেকধা কৃতাঃ পুত্রা ঋষিভির্যে পুরাতনৈঃ।
ন শক্যাস্তেঽধুনা কর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥ [৩৪]

মনু স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন। যুগহ্রাস প্রযুক্ত অন্যেরা যথাবিধানে নিয়োগ নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে মনুষ্যেরা তপস্যা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিল কিন্তু কলিতে মনুষ্যের শক্তিহানি হইয়াছে। পূর্ব্বকালীন ঋষিরা যে নানাবিধ পুত্র করিয়া গিয়াছেন ইদানীন্তন শক্তিহীন লোকেরা সে সকল পুত্র করিতে পারে না।

অর্থাৎ মনু নিয়োগ প্রকরণের প্রথম পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন এবং অবশিষ্ট পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন। এক বিষয়ে এক প্রকরণে এক জনের বিধি ও নিষেধ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত ভগবান বৃহস্পতি মীমাংসা করিয়াছেন যে মনু নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন তাহা সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগের অভিপ্রায়ে আর নিয়োগের যে নিষেধ করিয়াছেন তাহা কলিযুগাভিপ্রায়ে। অতএব দেখ বৃহস্পতি মনুসংহিতার নিয়োগ প্রকরণের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে নিয়োগ ধর্ম্মের বিধি নিষেধই যে এই প্রকরণের নিষ্কৃষ্টার্থ তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে নারদসংহিতা মনুসংহিতার এক অবয়ব স্বরূপ। নারদ মনুপ্রণীত বৃহৎ সংহিতার সংক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া উহার নাম নারদসংহিতা হইয়াছে। যেমন বর্ত্তমান প্রচলিত মনুসংহিতা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া ভৃগুসংহিতা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। নারদসংহিতার আরম্ভে লিখিত আছে

[৩৪] কুল্লূকভট্টধৃত।

ভগবান্ মনুঃ প্রজাপতিঃ সর্ব্বভূতানুগ্রহার্থমাচারস্থিতিহেতুভূতং শাস্ত্রং চকার। তদেতৎ শ্লোকশতসহস্রমাসীৎ। তেনাধ্যায়সহস্রেণ মনুঃ প্রজাপতিরুপনিবধ্য দেবর্ষয়ে নারদায় প্রাযচ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য মহত্ত্বাদয়ং গ্রন্থঃ সুকরো মনুষ্যাণাং ধারয়িতুমিতি দ্বাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্ক্ষিপ্য তচ্চ সুমতয়ে ভার্গবায় প্রায়চ্ছৎ। স চ তস্মাদধীত্য তথৈবায়ুর্হ্রাসাদল্পীয়সী মনুষ্যাণাং শক্তিরিতি জ্ঞাত্বা চতুর্ভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্ক্ষিপ্য। তদেতৎ সুমতিকৃতং মনুষ্যা অধীয়তে। বিস্তরেণ শতসাহস্রং দেবগন্ধর্ব্বাদয়ঃ। যত্রায়মাদ্যঃ শ্লোকো ভবতি

আসীদিদং তমোভূতং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবান্ প্রাদুরাসীচ্চতুর্ম্মুখঃ॥

ইত্যেবমধিকৃত্য ক্রমাৎ প্রকরণাৎ প্রকরণমনুক্রান্তম্। তত্র তু নবমং প্রকরণং ব্যবহারো নাম যস্যোমাং দেবর্ষির্নারদঃ সূত্রস্থানীয়াং মাতৃকাং চকার।

ভগবান্ মনু প্রজাপতি সর্ব্বভূতের হিতার্থে আচার রক্ষার হেতু স্বরূপ শাস্ত্র করিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্র লক্ষ শ্লোকে রচিত। মনু প্রজাপতি সেই শাস্ত্র সহস্র অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া দেবর্ষি নারদকে দেন। দেবর্ষি মনুর নিকট সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহুবিস্তৃত গ্রন্থ মনুষ্যের অভ্যাস করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সার সংগ্রহ করেন। এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। সুমতি দেবর্ষির নিকট অধ্যয়ন করিয়া এবং আয়ুর্হ্রাস সহকারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাস হইতেছে দেখিয়া চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিলেন। মনুষ্যেরা সেই সুমতিকৃত মনুসংহিতা অধ্যয়ন করে। দেবগন্ধর্ব্ব প্রভৃতিরা লক্ষশ্লোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন। যাহার প্রথম শ্লোক এই

এই জগৎ অন্ধকারময় ছিল কিছুই জানা যাইত না। তদনন্তর ভগবান্ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

এইরূপে আরম্ভ করিয়া ক্রমে প্রকরণের পর প্রকরণ আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে নবম প্রকরণ ব্যবহার। দেবর্ষি নারদ সেই ব্যবহার প্রকরণের এই প্রস্তাবনা করিয়াছেন।

অতএব দেখ নারদসংহিতা মনুসংহিতার সারভাগমাত্র হইতেছে। নারদ লক্ষশ্লোকময় বৃহৎ মনুসংহিতার সারসঙ্কলন করিয়াছেন। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে(৩৫) যে নারদপ্রোক্ত মনুসংহিতাতে অনুদ্দেশাদি পাঁচ স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে। সুতরাং অনু-

(৩৫) ৩২ পৃষ্ঠা দেখ।

ন্দেশাদি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি কেবল পরাশরের বিধি নহে মনুরও বিধি হইতেছে। এই নিমিত্তই মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনকে মনুবচন বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা

মনুরপি

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

মনুও কহিয়াছেন

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে মরিলে সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে ক্লীব স্থির হইলে অথবা পতিত হইলে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।

অতএব বিধবার বিবাহ মনুর মতের বিরুদ্ধ না হইয়া মনুর মতের অনুযায়ীই হইতেছে। ফলতঃ যখন পরাশর অবিকল মনুবচন স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়া বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন তখন বিধবা-বিবাহকে মনুবিরুদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে উদ্যত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

৪—পরাশরের

বিবাহবিধি

বেদবিরুদ্ধ নহে।

কেহ কেহ (৩৬) পরাশরের বিবাহবিধিকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতি-পন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে বেদ এ দেশের সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র। যদি পরাশরের বিবাহবিধি সেই সর্ব্বপ্রধান শাস্ত্র বেদের বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে কি রূপে তাহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। যেহেতু ভগবান্ বেদব্যাস মীমাংসা করিয়াছেন

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতংপ্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

যে স্থলে বেদ স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক তথায় বেদই প্রমাণ আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে স্মৃতি প্রমাণ।

প্রতিবাদী মহাশয়দের ধৃত বেদ এই

যদেকস্মিন্ যূপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তস্মাদেকো দ্বে জায়ে বিন্দেত
যন্নৈকাং রশনাং দ্বয়োর্যূপয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মান্নৈকা দ্বৌ পতী বিন্দেত।

যেমন এক যূপে দুই রজ্জু বেষ্টন করা যায় সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে যেমন এক রজ্জু দুই যূপে বেষ্টন করা যায় না সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

এই বেদ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহ বিধি বেদবিরুদ্ধ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা এক স্ত্রী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না ইহা দৃষ্টি করিয়া স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্ধ এই যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লিখিত বেদের তাৎপর্য্য এই যে যেমন এক যূপে দুই রজ্জু এককালে বেষ্টন করা যায় সেইরূপ এক পুরুষ দুই বা ততোঽধিক স্ত্রী এক কালে বিবাহ করিতে পারে। আর যেমন এক

(৩৬) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ। শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ। শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণ। বর।

যজ্ঞ, দুই যূপে এক কালীন বেষ্টন করা যায় না সেইরূপ এক স্ত্রী দুই পুরুষ এক কালীন বিবাহ করিতে পারে না। নতুবা পতি মরিলেও স্ত্রী অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না এরূপ তাৎপর্য্য নহে। এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কেবল আমার মনঃকল্পিত নহে। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ঐ বেদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঐরূপ তাৎপর্য্যই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। যথা

নৈকস্যা বহবঃ সহপতয়ঃ।

এক স্ত্রীর এককালীন বহু পতি হইতে পারে না।

সহেতি যুগপদ্বহুপতিত্বনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন।

এই বেদ দ্বারা একস্ত্রীর এককালীন বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে নতুবা সময়ভেদে বহুপতি বিবাহ দূষণাবহ নহে।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবাবিবাহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সফল হইতেছে না। প্রতিবাদী মহাশয় দিগের ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক ছিল যে যদি বিধবাবিবাহ এক কালেই বেদবিরুদ্ধ হইত তাহা হইলে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিত না।

মহাভারত। আদিপর্ব্ব। বৈবাহিকপর্ব্ব। ১৯৫ অধ্যায়।

৫—বিবাহবিধায়ক বচন

পরাশরের

শঙ্খের নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন যে পরাশরের যে বচন অবলম্বন করিয়া বিধবাবিবাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই বচন শঙ্খের পরাশরের নহে। পরাশর দৃষ্টান্তবিধায় স্বীয় সংহিতাতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। (৩৭)

পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের এরূপ মীমাংসা করিবার তাৎপর্য্য এই যে ঐ বচন যদি পরাশরের না হইল তাহা হইলে আর কলিযুগে বিধবাদি স্ত্রীদিগের বিবাহের প্রসক্তিই থাকিল না সুতরাং কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইল না। প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ নহেন এক প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া এই মীমাংসা করিয়াছেন। কি প্রণালীতে এই মীমাংসা করিয়াছেন তৎপ্রদর্শনার্থে তদীয় পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

কলিধর্ম্ম উপক্রমে শ্রীযুত বিদ্যাসাগর লিখিত তন্মনোনীত বিধবাবিবাহের প্রতিপাদক অন্যমূলক পরাশরবচনের মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইবার বাসনাতে আমি বিশিষ্ট পণ্ডিত (৩৮) দ্বারা অবগত হইয়া তন্মর্ম্মার্থ নিম্নে যত্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রথমতঃ শ্রীযুত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য যে পরাশরসংহিতাধৃত এক বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ ও অনিবার্য্য অবধার্য্য করিয়াছেন তাহার পূর্ব্বাপর্য্যাবলোকন করিয়া তাৎপর্য্য নিশ্চয় করিলে অবশ্যই নিবার্য্য হইবেক।

> জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
> অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

(৩৭) শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী।

(৩৮) শ্রীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে অগ্ন্যাধান চিন্তাও করিবেন না অনুমতি থাকিলে করিবেন এই সমুদয় কহিয়া দৃষ্টান্ত দৃষ্ট করাইতেছেন। শঙ্খস্য বচনং যথা নষ্টে মৃতে ইত্যাদি।

পতি অনুদ্দেশ হইলে মৃত হইলে সন্ন্যাস আশ্রম করিলে ক্লীব অবধারিত হইলে ও পতিত হইলে এই পঞ্চ আপদ বিষয়ে স্ত্রীদিগের অন্য পতি বিধেয় হইতেছে ইতি।

তাদৃশ বচনে শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বোধ হওয়ায় ভগবান্ পরাশর মুনি চিন্তা করিলেন আপদকালে ঐরূপ কর্ত্তব্যতা আর কোথাও বিধেয় হইয়াছে কি না তৎপ্রতিপোষক দৃষ্টান্ত দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম প্রতিপাদক যে শঙ্খঋষি নষ্টে মৃতে ইত্যাদি বচন দ্বারা বিধান করিয়াছেন যে সন্তান উৎপত্তি দ্বারা পতি এবং আপনাকে স্বর্গগামী করাইবার নিমিত্ত আপদকালে অতি নিষিদ্ধ যে পত্যন্তর আশ্রয় করা তাহাও করিবেন এই কথা শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া অবিকল শঙ্খবচনকে দেখাইতেছেন ইত্যাদি।

শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন প্রতিবাদী মহাশয় এইরূপ কহাতে আপাততঃ অনেকেরই এই প্রতীতি হইতে পারে নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খসংহিতাতে অবিকল আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে এই বচন শঙ্খসংহিতাতে নাই। তবে প্রতিবাদী মহাশয় কি ভাবিয়া শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক বচনের ওরূপ ব্যাখ্যা নহে। প্রকৃত ব্যাখ্যা এই

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শংখস্য বচনং যথা॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধান করিবেক না কিন্তু অনুমতি পাইলে করিবেক শঙ্খের এই মত।

এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা পরবচনের সহিত এ বচনের কোন সম্বন্ধ নাই। নতুবা শঙ্খস্য বচনং যথা বলিয়া পরাশর শঙ্খবচন সমস্ত বিধায় স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়াছেন এরূপ তাৎপর্য্য নহে। অমুকস্য বচনং যথা এই কথা আর কোন সংহিতাতে না থাকিত হইলেও কথঞ্চিৎ প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে

পারিত। অগ্ন্যাধান বিষয়েই অত্রিসংহিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত তেছি তদ্দৃষ্টে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন প্রতিবাদী শয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। যথা

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদা নষ্টো নিত্যংরোগসমন্বিতঃ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্ব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা॥
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন বেদা ন তপাংসি চ।
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠে বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়া॥

জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনুদ্দেশ অথবা চিররোগী হইলে কনিষ্ঠ অনুমতি লই অগ্ন্যাধান করিবেক শঙ্খের এই মত।

জ্যেষ্ঠের অনুমতি ব্যতিরেকে কনিষ্ঠকৃত অগ্ন্যাধান বেদাধ্যয়ন তপ ও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় না।

এ স্থলে শঙ্খস্য বচনং যথা এই ভাগের পর নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে বচন থাকিলে দৃষ্টান্ত বিধায় শঙ্খবচন উদ্ধৃত করিবার কথা কথ সঙ্গত হইতে পারিত। যদি বল শঙ্খস্য বচনং যথা এই ভাগের নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি এই যে বচন আছে ঐ বচনই শঙ্খের দৃষ্টান্তে অত্রিসংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাও সঙ্গত হইতে পারে যেহেতু নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি এই বচনার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রতীয়মা হইয়া পূর্ব্ববচনার্থের হেতু স্বরূপে বিন্যস্ত দৃষ্ট হইতেছে।

অত্রিসংহিতার অন্য স্থলেও শঙ্খস্য বচনং যথা এইরূপ আছে।

গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ।
অগ্নিনা ন চ সংস্কারঃ শঙ্খস্য বচনং যথা॥
যশ্চাণ্ডালীং দ্বিজো গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ।
ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যানুপূর্ব্বশঃ॥

গো এবং ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক হত ও পতিতদিগের অগ্নিসংস্কার করিবেক শঙ্খের এই মত।

যে দ্বিজ কামমোহিত হইয়া চণ্ডালী গমন করিবেক সে প্রাজাপত্যাদি তিন কৃচ্ছ্র দ্বারা শুদ্ধ হইবেক।

এ স্থলেও শঙ্খস্য বচনং যথা এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু পর শঙ্খবচন বলিয়া দৃষ্টান্ত বিধায় উদ্ধৃত বলা কোন ক্রমেই হইয়া উঠে না। পর বচনের পূর্ব্ব বচনের সহিত কোন সংস্রব দুই বচনে দুই বিভিন্ন বিষয় নির্দ্দিষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

কিঞ্চ

স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যাং ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী চ যা।
একরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যাং ব্রাহ্মণ্যা ক্ষত্রিয়া চ যা।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্যাসস্য বচনং যথা॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যাং ব্রাহ্মণ্যা বৈশ্যসম্ভবা।
চতূরাত্রং নিরাহারা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
স্পৃষ্টা রজস্বলান্যোন্যাং ব্রাহ্মণ্যা শূদ্রসম্ভবা।
ষড়্রাত্রেণ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ব্রাহ্মণী কামকারতঃ॥
অকামতশ্চরেদ্দৈবং ব্রাহ্মণী সর্ব্বতঃ স্পৃশেৎ।
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীর্ত্তিতা॥ (৩৯)॥

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করে এক রাত্র নিরাহারা হইয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবেক।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা ক্ষত্রিয়াকে স্পর্শ করে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হইবেক ব্যাসের এই মত।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা বৈশ্যাকে স্পর্শ করে চারি রাত্রি নিরাহারা থাকিয়া পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধা হইবেক।

ব্রাহ্মণী যদি রজস্বলা শূদ্রাকে স্পর্শ করে ছয় রাত্রে শুদ্ধা হইবেক। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে এই বিধি। দৈবাৎ স্পর্শ করিলে দৈবপ্রায়শ্চিত্ত করিবেক। চারি বর্ণের এই শুদ্ধি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে এস্থলে তৃতীয় বচন ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে বলিতে হয় কারণ পূর্ব্ববচনের শেষে ব্যাসস্য বচনং যথা এই কথা লিখিত আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বচনের শেষে ব্যাসস্য বচনং যথা আছে বলিয়া তৃতীয়বচনকে ব্যাসবচন বলিয়া দৃষ্টান্ত বিধায় উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিবার পথ নাই যেহেতু পাঁচ বচনেই এক এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আর যদিও অন্যসংহিতাতে অমুকস্য বচনং যথা বলিলে কথঞ্চিৎ অন্যের বচন দৃষ্টান্ত বিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু

অপঃ শরনখস্পৃষ্টাঃ পিবেদাচমনে দ্বিজঃ।
সুরাং পিবতি সুব্যক্তং যমস্য বচনং যথা॥

(৩৯) অত্রিসংহিতা।

যদি ব্রাহ্মণ গর্দ্দভের নখস্পৃষ্ট জলে আচমন করে তাহা হইলে স্পষ্ট সুরাপান করা হয় যমের এই মত।

স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য রাজ্ঞে শংসেত মানবঃ।
ততো মুষলমাদায় স্তেনং হন্যাত্ততো নৃপঃ ॥ ১২০ ॥
যদি জীবতি স স্তেনস্ততঃ স্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে।
অরণ্যে চীরবাসা বা চরেৎ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥ ১২১ ॥
সমালিঙ্গেৎ স্ত্রিয়ং বাপি দীপ্তাং কৃত্বায়সা কৃতাম্।
এবং শুদ্ধিঃ কৃতা স্তেয়ে সংবর্ত্তবচনং যথা ॥ ১২২ ॥

মনুষ্য সুবর্ণ অপহরণ করিয়া রাজার নিকট কহিবে রাজা মুষল লইয়া চোরকে প্রহার করিবেন। যদি চোর জীবিত থাকে অপহরণপাপ হইতে মুক্ত হয়। অথবা চীর পরিধান করিয়া অরণ্যে প্রবেশিয়া ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। কিম্বা লৌহময়ী স্ত্রীপ্রতিকৃতিকে অগ্নিতে প্রদীপ্ত করিয়া আলিঙ্গন করিবেক। এইরূপ করিলে সুবর্ণাপহরণ পাপ হইতে মুক্ত হয় সংবর্ত্তের এই মত।

এই দুই স্থলে অন্যের বচন দৃষ্টান্ত বিধায় উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা বলিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। কারণ যম ও সংবর্ত্ত স্ব স্ব সংহিতাতেই যমস্য বচনং যথা ও সংবর্ত্তবচনং যথা এইরূপ কহিয়াছেন।

বস্তুতঃ যে যে স্থলে অমুকস্য বচনং যথা এই কথা লিখিত থাকে তথায় অমুকের এইমত এই অর্থই অভিপ্রেত পরবর্ত্তী বচন দৃষ্টান্ত বিধায় অন্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে এমত অর্থ অভিপ্রেত নহে। যদি সে তাৎপর্য্যে অমুকস্য বচনং যথা বলা হইত তাহা হইলে যম ও সংবর্ত্ত স্ব স্ব সংহিতাতেই যমস্য বচনং যথা ও সংবর্ত্তবচনং যথা এরূপ কহিতেন না। বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয় নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া অর্থ ও তাৎপর্য্য অনুধাবন না করিয়াই পরাশরসংহিতার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অতএব নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচন শঙ্খের পরাশরের নহে সুতরাং বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ দ্বাপর যুগের আপদ্ধর্ম্ম হইল কলিযুগের ধর্ম্ম নহে এই ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রতিবাদী মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সফল হইতেছে না।

৬—বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের কৃত্রিম নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন (৪০)

১ কলিযুগে বিধবাবিবাহ যদি পরাশরের সম্মত হইত তাহা হইলে তিনি বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যখ্যা করিতেন না।

২ স্বামী ক্লীব হইলে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা যদি পরাশরের অভিমত হইত তাহা হইলে পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কারণ স্ত্রী ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিলে পরের স্ত্রী হইল ক্লীবের স্ত্রী রহিল না সুতরাং ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিল না।

৩ অতএব বিবাহবিষয়ক বচন পরাশরের নহে পরাশরের হইলে পূর্ব্বাপর বিরোধ হইত না। ভারতবর্ষের দুরবস্থা কালে হিন্দু রাজাদিগের ইচ্ছানুসারে ঐ কৃত্রিম বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে।

কলিযুগে বিধবাবিবাহ পরাশরের সম্মত হইলে তিনি বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করিতেন না এ কথার তাৎপর্য্য এই যে যদি পতির মৃত্যু হইলে পর স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে তবে সে পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবে কেন। যদি দুঃখের কারণ না হইল তবে বিধবা হওয়া কিরূপে দণ্ড বলিয়া ব্যখ্যাত হইতে পারে। এই আপত্তি কোন মতেই বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। কারণ পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পতিবিয়োগ হইলে স্ত্রী যে তন্নিবন্ধন অসহ্য যাতনা ও দুঃসহ ক্লেশ পাইবে না ইহা নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ। দেখ পুরুষেরা যত বার স্ত্রীবিয়োগ হয় তত বারই বিবাহ করিতে পারে এবং প্রায় করিয়াও থাকে। অথচ স্ত্রীবিয়োগ হইলে পুরুষ আপনাকে হতভাগ্য বোধ করে শোকে একান্ত কাতর ও মোহে নিতান্ত বিচেতন হয়। যখন পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা অথবা নিশ্চয় সত্ত্বেও পুরুষ স্ত্রীবিয়োগে এত শোকাভিভূত হয় তখন যে স্ত্রীজাতির মন প্রণয়াস্বাদন ও শোকানুভব বিষয়ে পুরুষের অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ সেই স্ত্রী যে পুনর্ব্বার

(৪০) ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়

বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে পতিবিয়োগকে অতিশয় ক্লেশকর অথবা অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বোধ করিবেক না ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। ফলতঃ যে স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধ সংসারাশ্রমের সকল সুখের নিদান সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে অপরের অসহ্য ক্লেশ হইবে ইহার সন্দেহ কি। তবে যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে হইলে যত যাতনা কিছু কালের নিমিত্ত হইলে তত যাতনা নহে যথার্থ বটে। কিন্তু কিছু কালও যে অসহ্য যাতনা ভোগ করা দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর যদি পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে এবং সেই নব প্রণয়িনীর প্রণয় পাশে বদ্ধ হয় তথাপি সে পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রণয় ও অনুরাগের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইতে পারে না। যখন যখন ঐ পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহার স্মৃতিপথে আরূঢ় হয় তখনই তাহার চিরনির্ব্বাণ শোকানল অন্ততঃ কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্তও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। স্ত্রী জাতির সৌভাগ্যক্রমে যদি বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে তাহা হইলে স্ত্রী যে পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পতিবিয়োগে দুঃখিতা হইবেক না এবং পুনরায় বিবাহ করিয়া পর স্বামীর প্রণয়িনী হইলে পূর্ব্ব স্বামীর প্রণয় ও অনুরাগ একবারে বিস্মৃত হইবেক অথবা সময় বিশেষে স্মরণ হইলে তাহার হৃদয়ে শোকানলের সঞ্চার হইবেক না একথা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় না। যদি বল যে স্ত্রী দরিদ্র ব্যাধিত মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে সে তাদৃশ স্বামীর মৃত্যু হইলে তদ্বিয়োগে দুঃখিতা হইবে কেন। সুতরাং ঈদৃশ স্থলে বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করা কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। এ আপত্তিও সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ এতাদৃশ স্থলে স্ত্রীকে প্রিয়বিয়োগজন্য দুঃখ অনুভব করিতে হইবেক না যথার্থ বটে কিন্তু বৈধব্যনিবন্ধন আর যে সমস্ত অসহ্য যন্ত্রণা আছে তাহার ভোগ কে নিবারণ করিবেক। বিশেষতঃ স্ত্রী দরিদ্র প্রভৃতি স্বামীকে অনাদর করিয়া একবার মাত্র বিধবা হইয়া নিস্তার পাইতেছে না, ঐ অপরাধে তাহাকে ভূয়োভূয়ঃ বিধবা হইতে হইবেক। অন্য অন্য বারে তাহাকে বৈধব্যনিবন্ধন সর্ব্ব প্রকার যন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইবেক। অতএব পুনর্ব্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে বৈধব্য দশাকে

দণ্ড স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, একথা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত এবচনের বিরোধও ঘটিতেছে না। বিধবা হওয়া কোন মতে ক্লেশকর না হইলেই বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করা অসঙ্গত হইতে পারিত এবং তাহা হইলেই উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত।

আর ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক

দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খং ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী দরিদ্র রোগী মূর্খ স্বামীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥

যে নারী ঋতুস্নান করিয়া স্বামীর সেবা না করে সে মরিয়া নরকে যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে ব্যক্তি অদুষ্ট অপতিত ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করে সে সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

এই তিন বচনেই যখন পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় লিখিত আছে তখন বিধবাবিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ না হইয়া বরং এই তিন বচন দ্বারা বিধবাবিবাহের পোষকতাই হইতেছে। বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান না থাকিলে স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া কিরূপে সম্ভবিতে পারে। প্রতিবাদী মহাশয় পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় এই স্থলে প্রতিজন্মে বিধবা হয় এই রূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যা প্রথম বচনে সম্যক্ সংলগ্ন হইতেছে না। কারণ মরিয়া যখন সর্পী হইল তখন জন্মে জন্মে বিধবা হইয়া বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা কোথায় রহিল। তৃতীয় বচনেও পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া উঠে। যেহেতু সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয় এই মাত্র কহিলেই চরিতার্থ হয় পুনঃ পুনঃ এই দুই পদের কোন প্রয়োজন থাকে না। সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধবা হয় বলিলেই প্রতি জন্মে বিধবা হয় সুতরাং বোধ হইয়া যায়। সাত জন্ম

স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় ইহাতে প্রতি জন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহা বিধবার বিবাহের বিরোধক না হইয়া বরং বিলক্ষণ পোষকই হইতেছে।

আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে পুনঃ পুনঃ শব্দে বারম্বার এই অর্থই বুঝায় জন্মে জন্মে এ অর্থ বুঝায় না। পুনঃ পুনঃ কহিতেছে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে পুনঃ পুনঃ লিখিতেছে ইত্যাদি যে যে স্থলে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিবেক সর্ব্বত্রই বারম্বার এই অর্থই বুঝাইবেক। তবে যে বিষয় এক জন্মে ঘটিয়া উঠে না সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকিলে তাৎপর্য্যাধীন জন্মে জন্মে এই অর্থ বুঝাইতে পারে। যেমন পুনঃ পুনঃ নরকে যায় বলিলে জন্মে জন্মে নরকে যায় এই অর্থ তাৎপর্য্যবশতঃ প্রতীয়মান হয়। তাহার কারণ এই যে এক জন্মে বারম্বার নরক গমন সম্ভব নহে সুতরাং প্রতিজন্মে নরক গমন হয় এই রূপ অর্থ বোধ হয়। এস্থলেও পুনঃ পুনঃ শব্দে বারম্বার এই অর্থই বুঝাইতেছে। জন্মে জন্মে এ অর্থ শব্দের অর্থ নহে তাৎপর্য্যাধীন ঐ অর্থ প্রতীয়মান হয় মাত্র। সেই রূপ যদি পরাশরসংহিতাতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি না থাকিত তাহা হইলে এক জন্মে পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্ভব হইত না সুতরাং তাৎপর্য্যাধীন জন্মে জন্মে বিধবা হয় এই রূপ অর্থ করিতে হইত। কিন্তু যখন পরাশর সংহিতাতে বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি আছে তখন এক জন্মেই পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে সুতরাং পুনঃ পুনঃ শব্দের জন্মে জন্মে এ অর্থ করিবার কোন আবশ্যকতাই থাকিতেছে না। পুনঃ পুনঃ শব্দের বারম্বার এই অর্থ এক জন্মে অসঙ্গত না হইলে আর জন্মে জন্মে এ অর্থ করিতে হয় না।

ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ করা পরাশরের সম্মত হইলে পরাশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে এই আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। যেহেতু স্ত্রী ক্লীব পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে যথার্থ বটে কিন্তু যদি বিবাহ না করে অথবা বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্ব স্বামীর বংশ রক্ষার্থে তদীয় অনুমতিক্রমে শাস্ত্রবিধানানুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপা-

দন আবশ্যক হইলে অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। আর স্বামী পুত্রোৎপাদন না করিয়া মরিবার সময় যদি স্ত্রীকে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের অনুমতি দিয়া যান তাহা হইলেও যদি ঐ স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করে ঐ বিবাহের পূর্ব্বে পূর্ব্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে ক্ষেত্রজপুত্রের উৎপাদন সম্পন্ন হইতে পারে। আর পরাশর যে পাঁচ বিষয়ে স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের বিধি দিয়াছেন সেই সেই বিষয়ে যদিই ক্ষেত্রজোৎপাদন নিতান্ত অসম্ভব বল তাহাতেই বা ক্ষতি কি। তাহা হইলেও ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের স্থলের অভাব হইতেছে না। যেহেতু স্বামী চিররোগী হইলে অথবা স্বামীর বীজ পুত্রোৎপাদনশক্তিবর্জ্জিত হইলে বংশরক্ষার্থে তদীয় নিদেশ ক্রমে শাস্ত্রবিধানানুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। অতএব স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের বিধান থাকিলে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধান থাকা সম্ভব নহে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ ঘটনা কোন ক্রমেই বিচারসহ হইতেছে না। বস্তুতঃ প্রথম পুস্তকে নন্দ পণ্ডিতের মতানুসারে ক্ষেত্রজ শব্দঘটিত পুত্রবিষয়ক বচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করা গিয়াছে তদনুসারে পরাশরমতে কলিযুগে ঔরস দত্তক কৃত্রিম এই ত্রিবিধ পুত্রমাত্র প্রতিপন্ন হয় ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হউক আর না হউক কোন পক্ষেই এই বচনের বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ স্থাপন হইতে পারে না।

পরাশর যে বচনে বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং যে বচনে ক্ষেত্রজ শব্দ আছে ঐ দুই বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের বিরোধ ঘটাইয়া এবং এক জনের গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাকা সম্ভব নহে এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রতিবাদী মহাশয় বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন এবং ঐ কৃত্রিম বচন ভারতবর্ষের দুরবস্থা কালে হিন্দুরাজাদিগের ইচ্ছানুসারে সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখন ঐ তিন বচনের পরস্পর বিরোধ নাই তখন পরস্পর বিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম বলিবার এবং সময় বি-

শেষে ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার অধিকার নাই। মাধবাচার্য্য বহুকালের লোক তিনি পরাশরসংহিতা ব্যাখ্যাকালে ঐ বচনের আভাস দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি ঐ বচনকে কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন না। অতএব প্রতিবাদী মহাশয়কে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে নিদানপক্ষে মাধবাচার্য্যের সময়ে ঐ বচন কৃত্রিম বলিয়া পরিগণিত ছিল না। আর আপন মতের বিপরীত হইলেই যদি কৃত্রিম বলিতে আরম্ভ করা যায় তাহা হইলে লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক।

৭—পরাশরবচন
বিবাহবিধায়ক
বিবাহনিষেধক নহে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন পরাশর বিবাহের বিধি দেন নাই। পতিরন্যো বিধীয়তে এই স্থলে বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে অকার ছিল লোপ হইয়াছে তাহাতে ন বিধীযতে এই অর্থ লাভ হইতেছে। ন বিধীয়তে বলিলে বিধি নাই এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং পরাশরবচনে বিধবার বিবাহের বিধি না হইয়া নিষেধই সিদ্ধ হইতেছে। (৪২)

এইরূপ কল্পনা করিয়া নিষেধ সিদ্ধ করা অল্প কৌশলের কর্ম্ম নহে। এই ব্যাখ্যানৈপুণ্য দেখিয়া প্রতিবাদী মহাশয়ের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। যাহা হউক এই প্রকার কৌশল সংহিতাকর্ত্তা ঋষির অভিপ্রেত কি না ও সঙ্গত হইতে পারে কি না বিবেচনা করা আবশ্যক।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনের বিধীয়তে এই স্থলে যদি অবিধীয়তে এইরূপ বল এবং তদ্দ্বারা বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাও তাহা হইলে অনুদ্দেশাদি স্থলে ব্রাহ্মণ জাতীয়া স্ত্রী সন্তান হইলে আট বৎসর নতুবা চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিবেক এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে (৪৩)। কারণ নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে বিবাহের বিধি সিদ্ধ না হইলে তৎপরবচনে অনুদ্দেশ স্থলে আট বৎসর অথবা চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে এই বিশেষ বিধি দেওয়া নিতান্ত উন্মত্তের কথা হইয়া উঠে।

নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে প্রতিবাদী মহাশয় নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনের বিধীয়তে এই স্থলে অ বিধীয়তে এই কল্পনা করিতে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না। তদ্ব্যতিরিক্ত বিধীয়তে ভিন্ন অবিধীয়তে এরূপ পদপ্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না! ব্যাকরণ অনুসারে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাস হয় না সুতরাং এরূপ পদ অসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ

(৪২) শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুত বাবু কালিদাস মৈত্র।

(৪৩) ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

ইহা প্রতিবাদী মহাশয়ও স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। পরিশেষে উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া ব্যাকরণ অনুসারে পদ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত যে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাও সফল হইয়া উঠে নাই। তিনি আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্সমাস হয় না এই নিমিত্ত ভয় পাইয়া নঞ্সমাসের প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কহিয়াছেন যে বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্সমাস হইয়াছে এরূপ নহে অর্থাৎ নিষেধবাচক ন শব্দের বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত সমাস করিয়া ন স্থানে অ হইয়া অবিধীয়তে এই পদ হয় নাই অ এই এক নিষেধবাচক যে অব্যয় শব্দ আছে তাহাই বিধীয়তে পদের পূর্ব্বে স্বতন্ত্র এক পদ স্বরূপ আছে এবং ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে অন্যো এই পদের অন্তস্থিত ওকারের পর অ এই পদের লোপ হইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণের এক সূত্রে যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপের বিধি আছে সেই রূপ ব্যাকরণের সূত্রান্তরে (৪৪) এক স্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি নিষেধ আছে অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ প্রভৃতি একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি ও সন্ধিবিহিত লোপ দীর্ঘ আকার ব্যত্যয়াদি কোন কার্য্য হয় না। সুতরাং অবিধীয়তে এ স্থলে অ এক স্বতন্ত্র পদ কল্পনা করিলে ব্যাকরণ অনুসারে ঐ অকারের লোপ হইতে পারে না। অতএব প্রতিবাদী মহাশয় আপন অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও ওকারের পরবর্ত্তী অকারের লোপবিধায়ক সূত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন সেইরূপ এক স্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধক সূত্রটীর বিষয়েও অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল। যদি বলেন ব্যাকরণে এক স্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি নিষেধ আছে বটে কিন্তু ঋষিরা ব্যাকরণের বিধি নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলেন না সুতরাং ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি নিষেধ থাকিলেও ঋষি বাক্যে তাদৃশ সন্ধি হইবার বাধা কি। তাহা হইলে প্রতিবাদী মহাশয়ের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্সমাসের নিষেধ থাকিলেও ঋষিবাক্যে তাদৃশ নঞ্সমাস হইবার বাধা কি। ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয় যখন ব্যাকরণে

(৪৪) নিপাত একাজনাঙ্। পাণিনি। ১। ১। ১৪

আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্‌সমাসের নিষেধ দেখিয়া ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক ঋষিবাক্যে নঞ্‌সমাস করিতে অসম্মত হইয়া ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদ সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন ব্যাকরণে এক স্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি নিষেধ দেখিয়া এক্ষণে গত্যন্তর নাই ভাবিয়া ঋষিবাক্যে একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি স্বীকার পূর্ব্বক ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন স্বীকারে প্রবৃত্ত হইলে নিতান্ত অবৈয়াকরণের কর্ম্ম করা হয়।

প্রতিবাদী মহাশয় এই অসঙ্গত কল্পনার পোষক স্বরূপ কহিয়াছেন যে যদি অ বিধীয়তে না বলিয়া বিধীয়তে বল অর্থাৎ পরাশরবচনে বিবাহের নিষেধ না বলিয়া বিবাহের বিধি প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হও তাহা হইলে পরাশরসংহিতার পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। পরাশর স্ত্রীলোকের বৈধব্য দশাকে অপরাধ বিশেষের দণ্ড বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং ঋতুমতী কন্যা বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিধবার বিবাহ পরাশরের অভিমত হইলে তিনি কখনই বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান অথবা ঋতুমতী বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিতেন না।

বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করাতে বিধবার বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ হইতে পারে কি না তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪৫)। এক্ষণে ঋতুমতীবিবাহে দোষ কীর্ত্তন থাকাতে পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতে পারে কি না তাহার বিচার করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত হইলে যে সকল বিধবা কন্যার ঋতু দর্শন হইয়াছে তাহাদেরও বিবাহ হইবেক। কিন্তু যখন পরাশর তাদৃশ কন্যার বিবাহে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন তখন বিধবাবিবাহ কিরূপে পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে অভিপ্রেত হইলে তাদৃশ কন্যা বিবাহকারী ব্যক্তি তাঁহার মতে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইত না।

প্রতিবাদী মহাশয়ের এই আপত্তি কোন মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না। কারণ পরাশর ঋতুমতী কন্যার বিবাহে যে দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা কন্যার প্রথম বিবাহ পক্ষে বিধবাদির বিবাহ পক্ষে

(৪৫) ৪৯ পৃষ্ঠা দেখ।

নহে ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। যথা

অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্‌॥
মাতা চৈব পিতা চৈব জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা তথৈব চ।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দৃষ্ট্বা কন্যাং রজস্বলাম্‌॥
যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞানমোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ঃ স জ্ঞেয়ো বৃষলীপতিঃ॥
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বৃষলীসেবনং দ্বিজঃ।
স ভৈক্ষ্যভুগ্‌ জপন্নিত্যং ত্রিভির্ব্বর্ষৈর্ব্বিশুদ্ধ্যতি॥

অষ্টবর্ষা কন্যাকে গৌরী বলে নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী দশবর্ষীয়া কন্যাকে কন্যা বলে তৎপরে অর্থাৎ একাদশাদি বর্ষে কন্যাকে রজস্বলা বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে যে কন্যাদান না করে তাহার পিতৃলোকেরা মাসে মাসে সেই কন্যার ঋতুকালীন শোণিত পান করেন। কন্যাকে রজস্বলা দেখিলে মাতা পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিন জন নরকে যান। যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানান্ধ হইয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করে সে অসম্ভাষ্য অপাঙ্‌ক্তেয় ও বৃষলীপতি অর্থাৎ তাহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতে নাই এবং তাহার সেই স্ত্রী বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রা যে দ্বিজ এক রাত্রি বৃষলী সেবন করে সে তিন বৎসর প্রতি দিন ভিক্ষায় ভক্ষণ ও জপ করিয়া শুদ্ধ হয়।

অষ্টম নবম দশম বর্ষে কন্যা দান করিবেক দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কন্যাদান না করিলে পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নরক হয় এবং যে সেই কন্যাকে বিবাহ করে সে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এ কথা যে কেবল প্রথম বিবাহ পক্ষে তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। প্রতিবাদী মহাশয় এই প্রকরণের পাঁচ বচনের মধ্যে শেষ দুই বচন মাত্র স্বাপন অভিপ্রেত বিষয়ের পোষক দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিধবার বিবাহ পক্ষেও ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কোন প্রকরণের দুই বচন এক বচন অথবা বচনার্দ্ধ চেষ্টা করিলে সকল বিষয়েই ঘটাইতে পারা যায় কিন্তু প্রকরণ পর্য্যালোচনা করিলে সেই রূপ ঘটনা নিতান্ত অঘটন ঘটনা হইয়া উঠে। আর পূর্ব্বদর্শিত নারদসংহিতাতে যখন সন্তান হইলেও স্ত্রীলোকের বিবাহের বিধি আছে এবং

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি অক্ষতযোনি কি ক্ষতযোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহ সংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

এই যাজ্ঞবল্ক্য বচনে যখন ক্ষতযোনিরও বিবাহ সংস্কারের অনুজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে তখন বিবাহের পুর্ব্বে কন্যার ঋতু দর্শন হইলে পিতৃপক্ষে ও পতিপক্ষে যে সকল দোষ কীর্ত্তন আছে সেই সমস্ত দোষ ঘটাইবার বৃথা চেষ্টা পাইয়া বিধবাবিবাহকে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হওয়া কোন ফলদায়ক হইতে পারে না।

৮—দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে।

কেহ কহিয়াছেন (৪৬) অপরঞ্চ পঞ্চম বেদ মহাভারতের আদিপর্ব্বেতে ইহলোকে স্ত্রীলোকের এক পতি মাত্র নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। যথা।

> দীর্ঘতমা উবাচ।
> অদ্যপ্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
> এক এব পতির্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্ ॥ ৩১ ॥
> মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
> অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি দীর্ঘতমা কহিয়াছেন। আমি অদ্যাবধি লোকেতে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম। নারীর কেবল এক পতি হইবে যাবজ্জীবন তাহাকে আশ্রয় করিবে। সেই পতি মরিলে কিম্বা জীবিত থাকিলে নারী অন্য নরকে প্রাপ্তা হইবে না। নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে।

ইহা কহিবার তাৎপর্য্য এই যে যখন মহাভারতে স্ত্রীলোকের পক্ষে যাবজ্জীবন এক মাত্র পতিকে অবলম্বন করিয়া কালক্ষেপণ করিবার নিয়ম ও তদতিক্রমে নরক গমনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে তখন স্ত্রী পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে এরূপ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে।

প্রতিবাদী মহাশয় দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপন দৃষ্টে স্ত্রীদিগের যথা-বিধানে পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ বোধ করিলেন কেন বলিতে পারি না। দীর্ঘতমার বাক্যের যথার্থ অর্থ এই যে আজি অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক অর্থাৎ স্ত্রী পতিপরায়ণা হইয়াই জীবন কাল ক্ষেপণ করিবেক। স্বামী মরিলে অথবা জীবিত থাকিতে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপ-গতা হইবে না অন্য পুরুষে উপগতা হইলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবে। এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে স্ত্রী কেবল পতিকে অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবেক স্বামীর জীবদ্দশায় অথবা মরণানন্তর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে পতিতা হইবেক।

(৪৬) বহু। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদগণও এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

পূর্ব্বকালে ব্যভিচার দোষ দোষ বলিয়া গণ্য ছিল না ইহা মহাভারতের স্থলান্তরে লক্ষিত হইতেছে। যথা

> ঋতাবৃতৌ রাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্ত্তা পতিব্রতে।
> নাতিবর্ত্তব্য ইত্যেবং ধর্ম্মং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥
> শেষেষ্বন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলার্হতি।
> ধর্ম্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে॥ [৪৭]

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন হে পতিব্রতে রাজপুত্রি ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবেক না অবশিষ্ট অন্য অন্য সময়ে স্ত্রী সচ্ছন্দচারিণী হইতে পাবে সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ ঋতুকালে স্ত্রী সন্তানশুদ্ধির নিমিত্ত স্বামীরই সেবা করিবেক অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না ঋতুকালভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রী সচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারে। এইরূপ ব্যবহার পূর্ব্ব কালে সাধুসমাজে ধর্ম্ম বলিয়াও পরিগৃহীত ছিল। স্ত্রীজাতির এই সচ্ছন্দ বিহারের যে প্রথা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল দীর্ঘতমা সেই প্রথা রহিত করিবার নিমিত্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। দীর্ঘতমা স্পষ্ট কহিতেছেন স্বামী জীবিত থাকিতে অথবা স্বামী মরিলে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না অন্য পুরুষে উপগতা হইলে পতিতা হইবেক। ইহা দ্বারা স্ত্রীর অন্যপুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবার নিবারণই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। নতুবা শাস্ত্রের বিধানানুসারে পুরুষান্তরকে আশ্রয় করিতে পারিবেক না এমত তাৎপর্য্য নহে।

আর ঐ প্রকরণের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে চিরপ্রচলিত ব্যভিচার ধর্ম্মের নিষেধ ভিন্ন যথাবিধানে পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অথবা পত্যন্তর গ্রহণের নিষেধ বোধ হয় না। যথা

> পুত্রলাভাচ্চ সা পত্নী ন তুতোষ পতিং তদা।
> প্রদ্বিষন্তীং পতিং ভার্য্যাং কিং মাং দ্বেক্ষি চাব্রবীৎ।
> প্রদ্বেষ্ট্র্যুবাচ।
> ভার্য্যায়া ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।
> অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং সসুতং সদা।
> নিত্যকালং শ্রমেণার্ত্তা ন ভরেয়ং মহাতপঃ॥
> তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ঋষিঃ কোপসমন্বিতঃ।

[৪৭] মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

প্রত্যুবাচ ততঃ পত্নীং প্রদ্বেষীং সম্মুতাং তদা॥
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলং ধনার্থঞ্চ ভবিষ্যতি॥
প্রদ্বেষ্যুবাচ।
ত্বয়া দত্তং ধনং বিপ্র নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্।
যথেষ্টং কুরু বিপ্রেন্দ্র ন ভরেয়ং যথা পুরা॥
দীর্ঘতমা উবাচ।
অদ্য প্রভৃতি মর্য্যাদা ময়া লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
এক এব পতি র্নার্য্যা যাবজ্জীবং পরায়ণম্॥
মৃতে জীবতি বা তস্মিন্নাপরং প্রাপ্নুয়ান্নরম্।
অভিগম্য পরং নারী পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
অপতীনান্তু নারীণামদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
যদ্যস্তি চেদ্ধনং সর্ব্বং বৃথাভোগা ভবন্তু তাঃ।
অকীর্ত্তিঃ পরিবাদাশ্চ নিত্যং তাসাং ভবন্তু বৈ॥
ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী ভৃশকোপিতা।
গঙ্গায়াং নীয়তামেষ পুত্রা ইত্যেবমব্রবীৎ॥
লোভমোহাভিভূতাস্তে পুত্রাস্তং গৌতমাদয়ঃ।
বদ্ধোড়ুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গায়াং সমবাসৃজন্॥
কস্মাদন্ধশ্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্ত্তব্যোঽয়মিতি স্ম হ।
চিন্তয়িত্বা ততঃ ক্রূরাঃ প্রতিজগ্মুরথো গৃহান্॥ [৪৮]

দীর্ঘতমার পত্নী পুত্রলাভ হেতু আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। তখন দীর্ঘতমা পত্নীকে দ্বেষ করিতে দেখিয়া কহিলেন কেন তুমি আমাকে দ্বেষ কর। প্রদ্বেষী কহিলেন স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলে এবং পালন করেন এই নিমিত্ত পতি বলে। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ আমি তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া সতত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নী প্রদ্বেষী ও পুত্রগণকে কহিলেন আমাকে রাজকুলে লইয়া চল তাহা হইলেই ধন লাভ হইবেক। প্রদ্বেষী কহিলেন আমি তোমার উপার্জিত ধন চাহি না তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর আমি পূর্ব্বের মত ভরণ পোষণ করিব না। দীর্ঘতমা কহিলেন আজি অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক। স্বামী মরিলে অথবা জীবিত থাকিতে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক না অন্য পুরুষে উপগতা হইলে নিঃসন্দেহ পতিতা হইবেক। আজি অবধি যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইবেক তাহাদের পাতক হই-বেক সমস্ত ধন থাকিতেও তাহারা ভোগ করিতে পাইবে না এবং নিয়ত তাহাদের অযশ ও অপবাদ হইবেক। ব্রাহ্মণী দীর্ঘতমার এই বাক্য শ্রবণ

[৪৮] মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

করিয়া অত্যন্ত কুপিতা হইয়া পুত্রদিগকে কহিলেন ইহাকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দাও। গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরাও লোভে ও মোহে অভিভূত হইয়া পিতাকে ভেলায় বাঁধিয়া এবং অন্ধ ও বৃদ্ধকে কেন ভরণ পোষণ করিব এই বিবেচনা করিয়া গঙ্গায় ক্ষেপণ করিল এবং তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, দীর্ঘতমার ব্রাহ্মণী জন্মান্ধ পতির ভরণ পোষণ করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অতঃপর তাঁহার ভরণ পোষণ করিতে অসম্মতা হইলেন। তদ্দর্শনে দীর্ঘতমা কুপিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে কেবল পতিই স্ত্রী লোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক। স্ত্রী পতির প্রতি অনাদর করিয়া অন্য পুরুষে উপগতা হইলে পতিতা হইবেক। তিনি আপনার প্রতি স্বস্ত্রীর অনাদর দেখিয়া মনে ভাবিয়াছিলেন যে এ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষান্তর অবলম্বন পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সম্ভোগসুখে কাল হরণ করিবার পথ দেখিতেছে। এই কারণে কুপিত হইয়া স্ত্রীদিগের চিরপ্রচলিত স্বেচ্ছাবিহার রহিত করিবার নিমিত্ত এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। পূর্ব্বকালে স্ত্রীজাতির স্বেচ্ছাবিহার সাধুসমাজে সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল কেহ উহাতে দোষ দর্শন করিতেন না। তদনুসারে দীর্ঘতমার পত্নী সেই সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে সাধুসমাজে নিন্দনীয় ও অধর্ম্মগ্রস্ত হইতেন না। এই নিমিত্ত দীর্ঘতমা নিয়ম করিলেন যে অতঃপর যে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবেক সে পতিতা ও অপবাদগ্রস্তা হইবেক। যদি দীর্ঘতমার নিয়ম স্থাপনের এরূপ তাৎপর্য্য বল যে স্ত্রী কোন মতেই অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধানানুসারেও পুরুষান্তরাশ্রয়ণ অথবা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবেক না তাহা হইলে যে দীর্ঘতমা এই নিয়ম স্থাপন করিলেন তিনিই স্বয়ং এই নিয়ম স্থাপনের অব্যবহিত পরে কিরূপে বলি রাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ব্ভে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের ভার গ্রহণ করিলেন। যথা

সোঽনুস্রোতস্তদা বিপ্রঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
জগাম সুবহূন্ দেশানন্ধস্তেনোডুপেন হ॥
তন্তু রাজা বলির্নাম সর্ব্বধর্ম্মবিদাং বরঃ।
অপশ্যন্মজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাসমাগতম্॥

জগ্রাহ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ।
জ্ঞাত্বৈবং স চ বব্রেহথ পুত্রার্থে ভরতর্ষভ ॥
সন্তানার্থং মহাভাগ ভার্য্যাসু মম মানদ।
পুত্রান্ ধর্ম্মার্থকুশলানুৎপাদয়িতুমর্হসি ॥
এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানৃষিঃ।
তস্মৈ স রাজা স্বাং ভার্য্যাং সুদেষ্ণাং প্রাহিণোত্তদা ॥ (৪৮)

সেই অন্ধ ব্রাহ্মণ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানা দেশ অতিক্রম করিলেন। সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজা বলি সেই কালে গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন তিনি স্রোত দ্বারা নিকটাগত সেই ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া সবিশেষ অবগত হইয়া পুত্রের নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিলেন হে মহাভাগ আপনি আমার ভার্য্যাতে ধর্ম্মপরায়ণ কার্য্যদক্ষ পুত্র উৎপাদন করুন। তেজস্বী দীর্ঘতমা এইরূপে প্রার্থিত হইয়া অঙ্গীকার করিলেন। তখন রাজা স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

অতএব দেখ যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের এরূপ অভিপ্রায় হইত যে শাস্ত্রের বিধানানুসারেও স্ত্রীর পুরুষান্তরসেবন পাতিত্যজনক হইবেক তাহা হইলে তিনি স্বয়ং নিয়মকর্ত্তা হইয়া কখনই বলিরাজার ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে সম্মত হইতেন না অবশ্যই পুত্রপ্রার্থী বলিরাজাকে পুত্রোৎপাদনার্থে স্বস্ত্রীর পরপুরুষে নিয়োগ নিবারণ করিতেন। আর মহাভারতেরই স্থলান্তরে দৃষ্ট হইতেছে (৪৯) যে অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বিধবাদি স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহের নিষেধ দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে ঐ নিয়মস্থাপনের পর নাগরাজ ঐরাবত অর্জ্জুনকে বিধবা কন্যা দান করিতেন না এবং অর্জ্জুনও নাগরাজের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন না। বস্তুতঃ পুত্রাভাবে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন ও পতিবিয়োগে স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ শাস্ত্রবিহিত সুতরাং দীর্ঘতমার লোকব্যবহারমূলক অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার ধর্ম্ম নিবারক নিয়মস্থাপনের উক্ত উভয় বিষয়ের সহিত কোন সংস্রব ঘটিতে পারে না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে দীর্ঘতমা পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত ব্যভিচার দোষের নিবারণার্থেই নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন।

(৪৮) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১০৪ অধ্যায়।

(৪৯) ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতুও ব্যভিচারধর্ম্মের নিবারণার্থে এই রূপ নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন। যথা

অনাবৃতাঃ কিল পুরা স্ত্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্ত্রাশ্চারুহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ সুভগে পতীন্।
নাধর্ম্মোঽভূদ্বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোঽয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ।
উত্তরেষু চ রম্ভোরু কুরুষ্বদ্যাপি পূজ্যতে॥
স্ত্রীণামনুগ্রহকরঃ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
*অস্মিংস্তু লোকে ন চিরান্মর্য্যাদেয়ং শুচিস্মিতে।
স্থাপিতা যেন যস্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু॥
বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্।
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তস্যাভবন্মুনিঃ॥
মর্য্যাদেয়ং কৃতা তেন ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা।
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধ মে॥
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ।
জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥
ঋষিপুত্রস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ।
মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা নীয়মানাং বলাদিব॥
ক্রুদ্ধং তন্তু পিতা দৃষ্ট্বা শ্বেতকেতুমুবাচ হ।
মা তাত কোপং কার্ষীস্ত্বমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥
অনাবৃতা হি সর্ব্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভুবি।
যথা গাবঃ স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ॥
ঋষিপুত্রোঽথ তং ধর্ম্মং শ্বেতকেতুর্ন চক্ষমে।
চকার চৈব মর্য্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োর্ভুবি॥
মানুষেষু মহাভাগে নত্বেবান্যেষু জন্তুষু।
তদাপ্রভৃতি মর্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্॥
ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্যপ্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
* পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি॥
পত্যা নিযুক্তা যা চৈব পত্নী পুত্রার্থমেব চ।
ন করিষ্যতি তস্যাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি॥
ইতি তেন পুরা ভীরু মর্য্যাদা স্থাপিতা বলাৎ।
উদ্দালকস্য পুত্রেণ ধর্ম্ম্যা বৈ শ্বেতকেতুনা॥ [৫০]

(৫০) মহাভারত। আদিপর্ব্ব। ১২২ অধ্যায়।

পাণ্ডু কুন্তীকে কহিতেছেন যে সুমুখি [illegible] পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা অরক্ষ স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে অতিক্রম করিয়া পুরুষান্তরে উপগতা হইলে তাহাদের অধর্ম হইত না। পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্ম ছিল। ইহা প্রামাণিক ধর্ম্ম ঋষিরা এই ধর্ম্ম মান্য করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুদেশে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম মান্য ও প্রচলিত আছে। এই সনাতন ধর্ম্ম স্ত্রীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। যে ব্যক্তি যে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা বিস্তারিত কহিতেছি শুন। শুনিয়াছি উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। সেই শ্বেতকেতু যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন তাহা শুন। একদা উদ্দালক শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন এবং এস যাই বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র এইরূপে জননীকে নীয়মানা দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন বৎস কোপ করিও না এ সনাতন ধর্ম্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই স্ত্রী অরক্ষিতা। গোজাতি যেমন স্বচ্ছন্দ বিহার করে মনুষ্যেরাও সেইরূপ স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দ বিহার করে। ঋষিপুত্র শ্বেতকেতু সেই ধর্ম্ম সহ্য করিতে না পারিয়া পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। হে মহাভাগে আমরা শুনিয়াছি তদবধি এই নিয়ম মনুষ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে কিন্তু অন্য অন্য জন্তুদিগের মধ্যে নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক তাহার ভ্রূণহত্যা সমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে পুরুষ বাল্যাবধিসাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক। এবং যে স্ত্রী পতি কর্ত্তৃক পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবেক তাহারও সেই পাতক হইবেক। হে ভরুশীলে সেই উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু বলপূর্ব্বক পূর্ব্বকালে এই ধর্ম্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।

বৃহৎপরাশরসংহিতা
বিধবাবিবাহের
নিষেধিকা নহে।

কেহ কহিয়াছেন (৫১) পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ বচনে পুনর্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন ইহাতে পরাশর মতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণা মাত্র।

অন্যদত্তা তু যা নারী পুনরন্যায় দীয়তে।
তস্যা অপি ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ কীর্ত্তিতা হি সা॥
উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥ ইত্যাদি

যে স্ত্রী অন্যকে দত্তা হইয়াছে তাহাকে পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিলে তাহার অন্ন অভক্ষণীয় যেহেতু সে পুনর্ভূঃ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিবাহিতা কথিতা হইয়াছে।

যে উপপতির পুত্রঃ এবং যে দুই বার বিবাহিত স্ত্রীর পতিঃ এবং তাহার ঔরসজাত সন্তান ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্বিবাহিতা বিধবার দোষকীর্ত্তন আছে অতএব পরাশরমতে বিধবাবিবাহের বিধিকল্পনা প্রতারণা মাত্র এই কথা বিশেষ অনুধাবন না করিয়াই বলা হইয়াছে। কারণ যদি কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধি না থাকিত তাহা হইলে কলিযুগে বিধবাবিবাহের সম্ভাবনাই থাকিত না। যখন বৃহৎপরাশর সংহিতাতে পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে তখন বিধবাবিবাহ কলিযুগের ধর্ম্ম বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কারণ যদি কলিযুগে বিধবাবিবাহের প্রসক্তিই না থাকিত তাহা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধও থাকিত না। সম্ভাবনা না থাকিলে নিষেধের আবশ্যকতা থাকে না। অতএব বৃহৎপরাশরসংহিতার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দ্বারা বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া বোধ না জন্মিয়া বরং বিহিত বলিয়াই নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মে। পরাশরসংহিতার নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে এই বচনে পাঁচ স্থলে বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহের যে

(৫১) বহু।
(৫২) চতুর্থ অধ্যায়।

বিধি দৃষ্ট হইতেছে তাহা যথার্থ বিবাহের বিধি কি না এ বিষয়ে যাঁহাদের সংশয় আছে বৃহৎপরাশসংহিতার অন্যদত্তা তু যা নারী এই বচনে বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দর্শন দ্বারা তাঁহাদের সেই সংশয়ের নিরাকরণ হইতে পারিবেক। ফলতঃ প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতার বচনদ্বারা বিধবাবিবাহব্যবস্থার খণ্ডনে উদ্যত হইয়া বিলক্ষণ পোষকতাই করিয়াছেন।

যদি বল যখন বিধবা স্ত্রী বিবাহ করিলে তাহার অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন বিধবার বিবাহ কোন ক্রমেই বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। যদি অষ্টবর্ষীয়া কন্যা বিধবা হয় এবং সে পুনরায় বিবাহ না করিয়া যাবজ্জীবন প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কালযাপন করে তাহারও অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ হইতেছে। যথা

অবীরায়াস্ত যো ভুঙ্ক্তে স ভুঙ্ক্তে পৃথিবীমলম্। (৫৩)

যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে।

দেখ অন্নভক্ষণ নিষেধ কল্পে বিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী উভয়বিধ বিধবারই তুল্যতা দৃষ্ট হইতেছে। সুতরাং পুনর্ব্বার বিবাহিতা বিধবাকে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা অধিক হেয় জ্ঞান করিবার এবং বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধকে বিধবাবিবাহের নিষেধসূচক বলিবার কোন বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না।

কিঞ্চ

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্জ্জাতা বর্জ্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ॥

যে উপপতির পুত্র এবং যে দুইবার বিবাহিত স্ত্রীর পতি এবং তাহার ঔরসজাত সন্তান ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

প্রতিবাদী মহাশয় এই বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং যেরূপ অর্থ করিয়াছেন উভয়েরই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি পরপূর্ব্বাপতির্জ্জাতাঃ এই যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা কোন মতে সংলগ্ন হইতে পারে না। কারণ পরপূর্ব্বাপতিঃ এবং জাতাঃ উভয়ই প্রথমান্ত পদ আছে। বিশেষ্য বিশেষণ ভিন্ন স্থলে দুই প্রথমান্ত পদের অন্বয় হয়

(৫৩) প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত অঙ্গিরার বচন।

না। কিন্তু এ স্থানে বিশেষ্য বিশেষণ স্থল বলিবার পথ নাই যেহেতু পরপূর্ব্বাপতিঃ পদ একবচনান্ত ও জাতাঃ পদ বহুবচনান্ত আছে। সংখ্যাবাচক ভিন্ন স্থলে একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত পদের বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে অন্বয় হয় না। উদ্দেশ্য বিধেয় অথবা প্রকৃতি বিকৃতি স্থল বলিয়া মীমাংসা করাও সম্ভব নহে। বস্তুতঃ পরপূর্ব্বাপতির্জাতাঃ এরূপ পাঠ নহে পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ এই পাঠই সংলগ্ন ও প্রকরণানুযায়ী বোধ হয়। মনুসংহিতাতে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই উভয়ের উল্লেখ আছে। যথা

> উরভ্রিকো মাহিষিকঃ পরপূর্ব্বাপতিস্তথা।
> প্রেতনির্হারকশ্চৈব বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ ॥ ৩। ১৬৬ ॥

মেষব্যবসায়ী মহিষব্যবসায়ী পরপূর্ব্বাপতি এবং প্রেতনির্হারক অর্থাৎ ধন গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যের শবদাহাদিকারী ইহারা দৈব পৈত্র্য কার্য্যে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এস্থলে মনু পরপূর্ব্বাপতিকেই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জনীয় কহিয়াছেন পরপূর্ব্বাপতির ঔরস জাত পুত্রের কথা কহিতেছেন না। আর

> ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্য্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
> ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জ্ঞেয়ো দিধিষূপতিঃ ॥ ৩। ১৭৩ ॥

যে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার নিয়োগধর্ম্মানুসারে নিযুক্তা ভার্য্যাতে বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে অনুরক্ত হয় তাহাকে দিধিষূপতি বলে।

মনু দৈব পৈত্র্য কার্য্যে বর্জনীয় দিধিষূপতির যেরূপ পরিভাষা করিয়াছেন তদনুসারে দিধিষূপতি শব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি এ অর্থ বুঝায় না। যে ব্যক্তি নিয়োগধর্ম্মানুসারে মৃত ভ্রাতার ভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া বিধিলঙ্ঘনপূর্ব্বক সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় তাহাকেই দিধিষূপতি বলে এবং সেই দিধিষূপতিই দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্নপূর্ব্বক বর্জনীয়। আর পরপূর্ব্বাপতি শব্দেও এস্থলে দ্বিতীয়বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি বুঝাইবেক না। যে নারী অপকৃষ্ট স্বামী পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে সেই পরপূর্ব্বার যে পতি তাহার নাম পরপূর্ব্বাপতি। যথা

> পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।

নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ॥ মনু । ৫ । ১৬৩ ॥

যে নারী স্বীয় অপকৃষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় করে সে লোকে নিন্দনীয়া হয় এবং তাহাকে পরপূর্ব্বা বলে।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ এই

উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈব দিধিষূপতিঃ।
পরপূর্ব্বাপতির্যশ্চ বর্জ্যাঃ সর্ব্বে প্রযত্নতঃ ॥

যে ব্যক্তি উপপতির সন্তান অর্থাৎ উপপতি দ্বারা উৎপাদিত হয় যে ব্যক্তি দিধিষূপতি অর্থাৎ নিয়োগধর্ম্মানুসারে ভ্রাতৃভার্য্যায় পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া বিধিলঙ্ঘন পূর্ব্বক সম্ভোগে প্রবৃত্ত হয় আর যে ব্যক্তি পরপূর্ব্বাপতি অর্থাৎ স্ত্রী অপকৃষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট বোধে যে পুরুষকে আশ্রয় করে ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে যত্ন পূর্ব্বক বর্জনীয়।

এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ সর্ব্বপ্রকারে সংলগ্ন হয়। কারণ উপপতিসন্তান দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি ইহারা সকলেই অত্যন্ত নিন্দনীয় এজন্য যত্নপূর্ব্বক বর্জনীয় বলিয়াছেন। আর যদি দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই দুয়ের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি উভয় শব্দেরই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এই অর্থ বল তাহা হইলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই উভয় শব্দ ধরিয়া বর্জন করিবার প্রয়োজন কি দিধিষূপতি অথবা পরপূর্ব্বাপতি এই উভয়ের এক শব্দ ধরিয়া বর্জন করিলেই দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতির বর্জন হইতে পারিত। যখন দুই শব্দ ধরিয়া বর্জন করা হইয়াছে তখন এ স্থলে দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবেক। বৃহৎপরাশরসংহিতার দৈব পৈত্র্য কর্ম্মে বর্জনীয় প্রকরণের আরম্ভে লিখিত আছে যে সংশয় উপস্থিত হইলে মনুবাক্য অবলম্বন করিয়া অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। যথা

দার্ঢ্যার্থং দৃশ্যতে রূঢ়ের্মনবং লিঙ্গমেব চ।

রূঢ় শব্দের অর্থের দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে মনুবাক্যই অবলম্বনীয় দৃষ্ট হইতেছে।

অতএব এ স্থলে দিধিষূপতি ও পরপূর্ব্বাপতি এই দুই শব্দের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই যে গ্রহণ করিতে হইবেক সে বিষয়ে কোন সংশয় করা যাইতে পারে না।

অতএব প্রতিবাদী মহাশয় পরপূর্ব্বাপতিজাতাঃ এই যে পাঠ ধরিয়াছেন এবং দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি ও তাহার ঔরসজাত সন্তান এই যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহা কোন ক্রমেই সংলগ্ন ও প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয় কহিয়াছেন যে পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন। অতএব এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের প্রণীত কি না সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। পরাশরসংহিতা ও বৃহৎপরাশরসংহিতা এই উভয় গ্রন্থের বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে বিশিষ্ট রূপ আলোচনা করিয়া দেখিলে বৃহৎপরাশরসংহিতা যে পরাশরের প্রণীত ইহা কোন মতেই প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। পরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে যে

> ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
> ধর্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ সূক্ষ্মং স্থূলঞ্চ বিস্তরাৎ॥

ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর বিস্তারিত রূপে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

এই রূপে পরাশর ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন।

> শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়স্তথা।

হে পুত্র আমি ধর্ম্ম বলিব শ্রবণ কর এবং মুনিরাও শ্রবণ করুন।

ইহা দ্বারা পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে যে

> পরাশরো ব্যাসবচোঽবগম্য যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমাণাম্।
> যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণহিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ॥

পরাশর ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া চারি আশ্রমের নিমিত্ত এবং চারি বর্ণের হিতের নিমিত্ত বর্ত্তমান কলিযুগের উপযুক্ত যে শাস্ত্র কহিয়াছিলেন এক্ষণে সুব্রত তাহা কহিবেন।

> শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্।
> চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ।

পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া তপস্বী সুব্রত চাতুর্বর্ণ্য আশ্রমের হিতকর এই শাস্ত্র কহিয়াছেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃহৎপরাশরসংহিতা পরাশরের স্বয়ং প্রণীত নহে পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন সুব্রতনামা এক ব্যক্তি পরাশরের অনুজ্ঞা পাইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা দুই সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি এক সংহিতা পরাশরের স্বয়ং প্রণীত বলিয়া পরিগৃহীত অপর সংহিতা পরাশরের অনুমত্যনুসারে সুব্রতনামক এক ব্যক্তির সঙ্কলিত বলিয়া উল্লিখিত। পরাশরসংহিতা যে পরাশরের স্বয়ং প্রণীত তাহার প্রমাণ পরাশরসংহিতার আরম্ভ দেখিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং বিজ্ঞানেশ্বর বাচস্পতিমিশ্র কুবের শূলপাণি রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তারাও তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই পরাশরের নাম দিয়া যে সমস্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং মাধবাচার্য্যও পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যে সমস্ত কারণ থাকিলে গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতাতে সে সমস্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে। কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতার বিষয়ে সেরূপ কোন কারণ উপলব্ধ হইতেছে না। বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থের কোন স্থলেই বৃহৎপরাশরসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং কেহ ভাষ্য লিখিয়াও যান নাই। আর বৃহৎপরাশরসংহিতার বিষয়ে প্রামাণ্যব্যবস্থাপক কোন হেতু উপলব্ধ হয় না এই মাত্র নহে বরং যদ্দ্বারা প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় জন্মিতে পারে এরূপ হেতুও উপলব্ধ হইতেছে।

প্রথমতঃ সুব্রত কহিয়াছেন যে পরাশর ব্যাসদেবকে যে সমস্ত ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন আমি লোকহিতার্থে সেই সমস্ত ধর্ম্ম কহিতেছি। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু উভয় সংহিতার আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়া দেখিলে পরস্পর বিস্তর বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

পরাশর স্বয়ং যাহা কহিয়াছিলেন তাহা পরাশরসংহিতাতে সঙ্কলিত আছে কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে তদতিরিক্ত অনেক কথা দৃষ্ট হইতেছে। বৃহৎপরাশরসংহিতাতে শ্রাদ্ধ শান্তি ধ্যানযোগ দানধর্ম্ম রাজধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ নিরূপণ আছে কিন্তু এসমস্ত কথা পরাশরসংহিতাতে নাই। যদি সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে কেবল পরাশরোক্ত ধর্ম্মমাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন তাহা হইলে বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত কথা থাকা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। আর যদিও অতিরিক্ত কথা থাকা কথঞ্চিৎ সম্ভব বল কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিরুদ্ধ কথা থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার বিপরীত ব্যবস্থা অনেক আছে। যথা

পরাশরসংহিতা।

জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রশ্চ দশাহং সূতকী ভবেৎ॥ ৩ অ।

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারহীন সন্ধ্যোপাসনাশূন্য নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

সন্ধ্যাচারবিহীনে তু সূতকে ব্রাহ্মণে ধ্রুবম্।
অশৌচং দ্বাদশাহং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ॥ ৬ অ।

পরাশর কহিয়াছেন সন্ধ্যোপাসনা ও সদাচার হীন ব্রাহ্মণের দ্বাদশাহ অশৌচ হইবেক।

পরাশরসংহিতা।

দশরাত্রেষ্বতীতেষু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।
ততঃ সংবৎসরাদূর্দ্ধং সচেলঃ স্নানমাচরেৎ॥ ৩ অ।

দশ রাত্র অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে বিদেশস্থ ব্যক্তি ত্রিরাত্রে শুদ্ধ হইবেক সংবৎসরের পর সদ্যঃ শৌচ।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

দেশান্তরগতে জাতে মৃতে বাপি সগোত্রিণি।
শ্রুত্বাপি দশাহাদর্ব্বাক্ সদ্যঃশৌচমতঃ পরম্॥ ৬ অ।

বিদেশস্থ ব্যক্তি দশাহের মধ্যে জননাশৌচ ও মরণাশৌচের কথা শ্রবণ করিলে অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবেক। দশাহের পর সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতা।

ব্রাহ্মণার্থে বিপন্নানাং গোবন্দীগ্রহণে তথা।
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রন্তু সূতকম্॥ ৩ অ॥

ব্রাহ্মণার্থে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে এক রাত্র অশৌচ হইবেক।

বৃহৎপরাশরসংহিতা।

গোদ্বিজার্থে বিপন্না যে আহবেষু তথৈবচ।
তে যোগিভিঃ সমা জ্ঞেয়াঃ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে॥ ৬ অ।

যাহারা গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক তাহারা যোগীর তুল্য তাহাদের মরণে সদ্যঃশৌচ।

পরাশরসংহিতাতে নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ বৃহৎপরাশরসংহিতাতে দ্বাদশাহ অশৌচ বিধান আছে। পরাশরসংহিতাতে দশরাত্র অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে বিদেশস্থ ব্যক্তির ত্রিরাত্রাশৌচ বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। গোব্রাহ্মণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে পরাশরসংহিতাতে একরাত্রাশৌচ বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সদ্যঃশৌচ বিহিত আছে। এই সকল ব্যবস্থা যে পরস্পর বিপরীত বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। দুই সংহিতাতে এইরূপ পরস্পর বিপরীত ব্যবস্থা বিস্তর আছে অনাবশ্যক বিবেচনায় এস্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইল না। যদি সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম মাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন তাহা হইলে উভয়সংহিতার ব্যবস্থা পরস্পর এত বিপরীত হইল কেন। ফলতঃ এই দুই সংহিতা একজনের প্রণীত অথবা এক জনের উক্ত ধর্ম্মের সংগ্রহ কদাচ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ পরাশরভাষ্যের লিখনদ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে মাধবাচার্য্যের সময় বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত ছিল না। দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন

যদ্যপি স্মৃত্যন্তরেষ্বিব অত্রাপি বর্ণধর্ম্মানন্তরমাশ্রমধর্ম্মা বক্তুমুচিতা

তথাপি ব্যাসেনাপৃষ্টত্বাদাচার্য্যেণোপেক্ষিতাঃ। অস্মাভিস্তু শ্রোতৃহিতার্থায় তেঽপি বর্ণ্যন্তে।

যদিও অন্যান্য সংহিতার ন্যায় পরাশরসংহিতাতেও বর্ণধর্ম্মনিরূপণের পর আশ্রমধর্ম্ম নিরূপণ করা উচিত ছিল কিন্তু ব্যাসদেব আশ্রমধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই এই নিমিত্ত আচার্য্য (পরাশর) তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শ্রোতৃবর্গের হিতার্থে সে সমুদায় বর্ণন করিতেছি।

পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া ভাষ্যকার অন্যান্য ঋষির সংহিতা হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক আশ্রমধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু বৃহৎ-পরাশরসংহিতাতে বিস্তারিতরূপে আশ্রমধর্ম্মের বর্ণন আছে। যদি মাধবাচার্য্যের সময় বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে তিনি ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করেন নাই এই নিমিত্ত পরাশর আশ্রমধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন নাই এরূপ কথা কহিতেন না এবং অন্যান্য ঋষির সং-হিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া পরাশরের ন্যূনতা পরিহার করিতেন না। পরাশরোক্ত আশ্রমধর্ম্ম সংহিতান্তরে সঙ্কলিত সত্ত্বে ভাষ্যকারের এরূপ নির্দ্দেশ করা ও অন্যান্য মুনির সংহিতা হইতে সঙ্কলন করিয়া পরাশরের ন্যূনতা পরিহারের যত্ন করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে যে মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতা নামে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল না।•

অতএব দেখ যখন বিজ্ঞানেশ্বর বাচস্পতিমিশ্র চণ্ডেশ্বর শূলপাণি কুবের হেমাদ্রি রঘুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থে বৃহৎ-পরাশরসংহিতার নামগন্ধও পাওয়া যায় না যখন মাধবাচার্য্যের সময়ে বৃহৎপরাশরসংহিতানামক গ্রন্থের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না এবং যখন বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সর্ব্বসম্মত পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত ও বিপরীত কথা অনেক লক্ষিত হইতেছে তখন বৃহৎপরা-শরসংহিতাকে পরাশরপ্রণীত অথবা পরাশরোক্তধর্ম্মসংগ্রহ বলিয়া কোন মতেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। এই নিমিত্তই বৃহৎপরা-শরসংহিতা অমূলক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া চিরন্তন প্রবাদ আছে। অতএব প্রতিবাদী মহাশয় পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পুন-র্ব্বিবাহিতা বিধবাদির দোষাবধারণ করিয়াছেন এই যে নির্দ্দেশ করিয়া-

ছেন তাহা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতার যে দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধসাধনে উদ্যত হইয়াছেন ঐ দুই বচনের প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে তদ্দ্বারা কলিযুগে বিধবাবিবাহ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। আর যদিই ঐ দুই বচন দ্বারা কথঞ্চিৎ বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইত তাহা হইলেও কোন ক্ষতি হইতে পারিত না। কারণ অমূলক অপ্রামাণিক সংহিতা অবলম্বন করিয়া সর্ব্বসম্মত প্রামাণিক সংহিতার ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করা কোন ক্রমেই বিচারসিদ্ধ ও গ্রাহ্য হইতে পারে না।

১০—পরাশরসংহিতা

কেবল কলিধর্ম্মনির্ণায়ক

অন্যান্য যুগের ধর্ম্মনির্ণায়ক নহে।

কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন পরাশরসংহিতাতে যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে এমত নহে অন্যান্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপিত আছে (৫৪)। এ আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে যদি ইহা স্থির হয় পরাশরসংহিতাতে অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত আছে তাহা হইলে পরাশর বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন তাহাও কলিযুগের ধর্ম্ম না হইয়া অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম হইবেক। তাহা হইলে আর বিধবাবিবাহ কলিযুগের শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম হইল না। পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধ শূদ্রজাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভক্ষণ চরিত্র ও বেদাধ্যয়নাদি কারণে ব্রাহ্মণাদির অশৌচ সঙ্কোচ প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের বিধি আছে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই সমস্ত সত্যাদি যুগত্রয়ের ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম নহে এই নিশ্চয় করিয়া এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বে (৫৫) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে তদনুসারে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। সুতরাং পরাশরসংহিতাতে যে কলিভিন্ন অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপিত হইবেক তাহা কোন মতেই সম্ভব নহে। সুতরাং সংহিতার অভিপ্রায় দ্বারা অশ্বমেধাদি যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। তবে আদিপুরাণ বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণে অশ্বমেধাদি কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া যে উল্লেখ আছে তাহা দেখিয়াই প্রতিবাদী মহাশয়েরা অশ্বমেধাদিকে যুগান্তরের ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয়

(৫৪) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।
শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাসদগণ।
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত রামনিধি বিদ্যাবাগীশ।
বারাণসীনিবাসী শ্রীযুত ঠাকুরদাস শর্ম্মা।
শ্রীযুত শশিজীবন তর্করত্ন। শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্ন।

(৫৫) ১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

করিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অশ্বমেধাদি ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রে অশ্বমেধাদি কলিযুগে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে সুতরাং সে সমুদায় কলিযুগের ধর্ম্ম হইতে পারে না। যখন পরাশরসংহিতাতে সেই অশ্বমেধাদি ধর্ম্মের বিধি আছে তখন পরাশরসংহিতাতে কলি ভিন্ন অন্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে তাহা সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে।

এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে অগ্রে ইহাই নিরূপণ করা আবশ্যক যে আদিপুরাণে বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে যে সকল নিষেধ আছে সে সমুদায় কলিযুগে নিষেধ বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে কি না। আমাদের দেশে আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস গ্রন্থ নাই সুতরাং এবিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় তদনুসারে ইহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে আদিপুরাণ বৃহন্নারদীয়পুরাণ ও আদিত্যপুরাণের ঐ সমস্ত নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। ঐ তিন গ্রন্থে যে সকল ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ আছে কলিযুগে সে সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যখন নিষেধ সত্ত্বেও সেই সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে তখন ঐ সকল নিষেধ প্রকৃত রূপে প্রতিপালিত হইয়াছে ইহা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে। বিবাহিতার বিবাহ জ্যেষ্ঠাংশ সমুদ্রযাত্রা কমণ্ডলুধারণ দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয়স্ত্রীবিবাহ দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন মধুপর্কে পশুবধ শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন বানপ্রস্থ ধর্ম্ম একজনকে কন্যাদান করিয়া সেই কন্যার পুনরায় অন্য বরে দান দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য গোমেধ নরমেধ অশ্বমেধ মহাপ্রস্থানগমন অগ্নিপ্রবেশ ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন অনুসারে অশৌচসংকোচ শূদ্রজাতিমধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভক্ষণ ইত্যাদি কতকগুলি ধর্ম্ম কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদিপুরাণে বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে কলিযুগে অশ্বমেধ অগ্নিপ্রবেশ কমণ্ডলুধারণ অর্থাৎ যতিধর্ম্ম দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য সমুদ্রযাত্রা মহাপ্রস্থান

গমন ও বিবাহিতার বিবাহ এই কয়েক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে পাণ্ডবেরা ভূমণ্ডলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (৫৬)। কিন্তু তাঁহারা যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান গমন করিয়াছিলেন তাহা সকলে এরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে প্রমাণ প্রদর্শন অনাবশ্যক। আর পূর্ব্বে (৫৭) দর্শিত হইয়াছে যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নাগরাজ ঐরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে শূদ্রক নামে এক রাজা ছিলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

> ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
> জ্ঞাত্বা শর্ব্বপ্রসাদাদ্ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।
> রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
> লব্ধ্বা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ। (৫৮)

শূদ্রক ঋগ্বেদ সামবেদ গণিতশাস্ত্র চতুঃষষ্টি কলা ও হস্তিশিক্ষা বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া মহাদেবের প্রসাদে নির্ম্মল জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া এবং এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ু লাভ করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন। (৫৯)

(৫৬) শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥

কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

(৫৭) ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ।

(৫৮) মৃচ্ছকটিক। প্রস্তাবনা।

(৫৯) স্কন্দপুরাণে ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তে এই শূদ্রকের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। যথা

> ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলের্যাতেষু পার্থিব।
> ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাং ভুবি ভবিষ্যতি।
> শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তম।
> নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি।
> চর্চ্চিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ॥
> ততস্ত্রিষু সহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে।
> ভবিষ্যং নন্দরাজ্যং চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি।

রাজা প্রবরসেন চারি বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তিনি দেবশর্ম্মাচার্য্যনামক ব্রাহ্মণকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন সেই দানের শাসনপত্রে তাঁহার চারি বার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (৬০) যথা

চতুরশ্বমেধযাজিনঃ বিষ্ণুরুদ্রসগোত্রস্য সম্রাজঃ কাটকানাং মহারাজ শ্রীপ্রবরসেনস্য ইত্যাদি।

অশ্বমেধচতুষ্টয়কারী বিষ্ণুরুদ্রবাজার বংশোদ্ভব কাটকদেশের অধীশ্বর মহারাজ শ্রীপ্রবরসেন ইত্যাদি।

প্রবরসেনের পূর্ব্ব পুরুষেরা দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন তাহাও ঐ শাসন পত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা

দশাশ্বমেধাবভৃথস্নাতানাম্।

দশবার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মিহিরকুল অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

স বর্ষসপ্ততিং ভুক্ত্বা ভুবং ভূলোকভৈরবঃ।
ভূরিরোগার্দ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জাতবেদসম্॥ ৩১৪॥ (৬১)

উগ্রস্বভাব রাজা মিহিরকুল ৭০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া অগ্নি প্রবেশ করিলেন।

রাজা মিহিরকুল সসৈন্য সিংহলে গিয়া সিংহলেশ্বরকে রাজ্যভ্রষ্ট

শুক্রতীর্থে সর্ব্বপাপনির্ম্মুক্তিং যোহভিলপস্যতে॥
ততস্ত্রিষু সহস্রেষু সপ্তস্বাভ্যধিকেষু চ।
ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহত্র প্রলপস্যতে॥

কলিযুগের ৩২৯০ বৎসর গত হইলে এই পৃথিবীতে শূদ্রক রাজা হইবেন। তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান সিদ্ধ পুরুষ হইবেন। তিনি পাপিষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ সমস্ত রাজাদিগের বধ করিবেন এবং চর্চ্চিকাতে আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইবেন। তৎপরে বিংশতি বৎসর অতীত হইলে নন্দবংশীয়েরা রাজা হইবেন। চাণক্য এই নন্দবংশ নিপাত করিবেন এবং শুক্রতীর্থে আরাধনা করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। তৎপরে ৬৯০ বৎসর গত হইলে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন। কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়।

(৬০) এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৩৬ সালের নবম্বর মাসের পুস্তকের ৭২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬১) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।

করিয়াছিলেন ইহাতেও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে তৎকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। যথা

স জাতু দেবীং সংবীতসিংহলাংশুককঞ্চুকাম্।
হেমপাদাঙ্কিতকুচাং দৃষ্ট্বা জজ্বাল মন্যুনা ॥ ২৯৬॥
সিংহলেষু নরেন্দ্রাঙ্ঘ্রিমুদ্রাঙ্কঃ ক্রিয়তে পটঃ।
ইতি কঞ্চুকিনা পৃষ্টেনোক্তো যাত্রাং ব্যধাত্ততঃ ॥ ২৯৭ ॥
তৎসেনাকুম্ভিদানাম্ভোনিম্নগাকৃতসঙ্গমঃ।
যমুনালিঙ্গনপ্রীতিং প্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ ॥ ২৯৮ ॥
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সংবস্ত্রাদুদপাটয়ৎ।
চিরেণ চরণস্পৃষ্টপ্রিয়ালোকনজাং রুষম্ ॥ ২৯৯ ॥ (৬২)

রাজমহিষী সিংহলদেশীয়বস্ত্রনির্ম্মিত কাঁচুলী পরিয়াছিলেন তাঁহার স্তনোপরি স্বর্ণময় পদচিহ্ন দেখিয়া রাজা মিহিরকুল কোপানলে জ্বলিত হইলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল সিংহলদেশের বস্ত্রে সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে। ইহা শুনিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাসংক্রান্ত হস্তিগণের গণ্ডস্থল নিঃসৃত মদজল নদীপ্রবাহের ন্যায় অনবরত পতিত হওয়াতে দক্ষিণ সমুদ্র যমুনার আলিঙ্গন প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। রাজা মিহিরকুল সিংহলেশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিয়া মহিষীর স্তনমণ্ডলে তদীয় চরণস্পর্শ জন্য কোপ শান্তি করিলেন।

রাজা জয়াপীড়ের দূত লঙ্কায় গিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে সুতরাং ইহাও সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত থাকিবার অপর এক প্রমাণ হইতেছে। যথা

সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোঽথ গচ্ছন্ পোতচ্যুতোঽম্বুধৌ।
প্রাপ পারং তিমিগ্রাসাত্তিমিমুৎপাট্য নির্গতঃ ॥ ৫০৩ ॥ (৬৩)

সেই রাজদূত গমনকালে নৌকা হইতে সমুদ্রে পতিত হন। এক তিমি তাঁহাকে গ্রাস করে পরে তিনি তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইয়া সমুদ্র পার হন।

কাশ্মীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

অথ বারাণসীং গত্বা কৃতকাষায়সংগ্রহঃ।
সর্ব্বং সন্ন্যস্য সুকৃতী মাতৃগুপ্তোঽভবদ্যতিঃ ॥ ৩২২ ॥ (৬৪)

(৬২) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ।
(৬৩) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। চতুর্থ তরঙ্গ
(৬৪) কহ্লণরাজতরঙ্গিণী। তৃতীয় তরঙ্গ।

অনন্তর পুণ্যবান্ মাতৃগুপ্ত সমুদায় সাংসারিক বিষয় ত্যাগ করিয়া বারাণসী গমন করিয়া কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া যতিধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। [৬৫]

রাজা সুবন্ধু ১০১৮ সংবতে হর্ষদেব নামক শিবের এক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ঐ অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রশস্তি পত্রে রাজা যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যথা

আজন্মব্রহ্মচারী দিগমলবসনঃ সংযতাত্মা তপস্বী
শ্রীহর্ষারাধনৈকব্যসনশুভমতিস্ত্যক্তসংসারমোহঃ।
আসীদ্যো লব্ধজন্মা নবতরবপুষাং সত্তমঃ শ্রীসুবন্ধু
স্তেনেদং ধর্ম্মবিত্তেঃ সুঘটিতবিকটং কারিতং হর্ষহর্ম্ম্যম্॥ [৬৬]

যে সুবন্ধু যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী দিগম্বর সংযত তপস্বী হর্ষদেবের আরাধনে একান্তরত সংসারমায়াশূন্য সার্থজন্মা ও সুপুরুষ ছিলেন তিনি ধর্ম্মার্থে হর্ষদেবের সুগঠন প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

আসীন্নৈষ্ঠিকরূপো যো দীপ্তপাশুপতব্রতঃ।
যিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ও পরম শৈব ছিলেন।

এইরূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে কলিযুগে অশ্বমেধ মহাপ্রস্থানগমন অগ্নিপ্রবেশ যতিধর্ম্ম সমুদ্রযাত্রা দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহিতার বিবাহ এই কয়েক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া আসিয়াছে। কলিযুগের ইদানীন্তন কালের লোক অপেক্ষা পূর্ব্বতন কালের লোকেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন ও অধিক শাস্ত্র মানিতেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ না মানিয়া অশ্বমেধ অগ্নিপ্রবেশাদি করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে তৎকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধের অনুরোধে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইতেন না।

আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে

এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥

[৬৫] বর্ত্তমান কালেও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশেই যতিধর্ম্ম সচরাচর প্রচলিত আছে।

[৬৬] এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৩৫ সালের জুলাই মাসের পুস্তকের ৩৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

মহাত্মা পণ্ডিতেরা লোকরক্ষার নিমিত্তে কলির আদিতে ব্যবস্থা করিয়া অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম্ম রহিত করিয়াছেন।

মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে পরিশেষে লিখিত আছে

সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।

সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়।

এরূপ শাসন সত্ত্বেও যখন পূর্ব্বকালীন লোকেরা পুরাণের নিষেধে অনাদর করিয়া অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন তখন ঐ সকল নিষেধ নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না তাহার কোন সংশয় নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত আদিত্যপুরাণে দত্তক ও ঔরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে। কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা অদ্যাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন। এই নিমিত্তেই নন্দপণ্ডিত দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে ব্যবস্থা করিয়াছেন যে

দত্তৌরসেতরেষাং পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ এবমঃ কেবলং দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ॥

অর্থাৎ যদিও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে কলিযুগে দত্তক ও ঔরস এই দুই মাত্র পুত্রের বিধান থাকিতেছে। কিন্তু যখন পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন তখন কলিযুগে কৃত্রিম পুত্রও বিধেয়।

অতিদূর তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে কিন্তু ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে অদ্যাপি বহুব্যক্তি অতিদূরতীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন। আর ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নিষেধও নিষেধমাত্র লক্ষিত হইতেছে যেহেতু সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য যিনি বৌদ্ধদল পরাজয় পূর্ব্বক বৈদিকধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন তিনি তুষানলে প্রাণত্যাগ করেন। আর অতি অল্প দিন হইল বারাণসীধামে এক প্রধান ব্যক্তি (৬৭) পাপক্ষয় কামনায় প্রায়োপবেশন নামক অনাহারে প্রাণত্যাগরূপ মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

অতএব যখন পরাশর কলিযুগের পক্ষে অশ্বমেধের বিধি দিয়াছেন এবং কলিযুগে সময়ে সময়ে রাজারা অশ্বমেধ করিয়া গিয়াছেন তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন অশ্বমেধ সত্যাদি তিন যুগের

[৬৭] ৺ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ন্যায় কলিযুগেরও ধর্ম্ম হইতেছে। সেইরূপ অশৌচসঙ্কোচ ও যখন পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তখন তাহাও কলিযুগের ধর্ম্ম তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে একালে ব্রাহ্মণদিগকে অশৌচসঙ্কোচ করিতে দেখা যায় না তাহার কারণ এইযে যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও নিত্য বেদাধ্যয়ন করেন পরাশর তাঁহার পক্ষেই অশৌচসঙ্কোচের বিধি দিয়াছেন। যথা

একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ॥

যে ব্রাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন তিনি এক দিনে শুদ্ধ হইবেন যিনি কেবল বেদাধ্যয়ন করেন তিনি তিন দিনে। আর যিনি উভয়হীন তিনি দশ দিনে শুদ্ধ হইবেন।

ইদনীন্তন কালে যখন অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়নের প্রথা নাই তখন সুতরাং তন্নিবন্ধন অশৌচসঙ্কোচের প্রথাও নাই। আর শূদ্রজাতির মধ্যে দাস নাপিত গোপালাদির অন্নভোজন যখন কলিধর্ম্ম বলিয়া পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত আছে তখন তাহাও যে কলিযুগের ধর্ম্ম তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদি বল দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্নভোজন যদি পরাশরের মতানুসারে কলিযুগে বিধেয় হয় তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণ কি ঐ সকল শূদ্রজাতির অন্নভক্ষণ করিতে পারিবেন। আমার বোধ হয় অবশ্য পারিবেন এবং সচরাচর সকলে করিয়াও থাকেন এবং পরাশরের দাস গোপালাদির অন্নগ্রহণবিধায়ক বচন এবং এতৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দুই বচনের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখিলে প্রতিবাদী মহাশয়েরাও সম্মত হইবেন তাহায় কোন সন্দেহ নাই। যথা

শুষ্কান্নং গোরসং স্নেহং শূদ্রবেশ্মন আগতম্।
পক্বং বিপ্রগৃহে পূতং ভোজ্যংতন্মনুরব্রবীৎ॥

শুষ্ক অন্ন অর্থাৎ অপক্কতণ্ডুলাদি গোরস অর্থাৎ দুগ্ধাদি এবং স্নেহ অর্থাৎ তৈলাদি শূদ্রগৃহ হইতে আনীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে পক্ক হইলে পবিত্র হয় মনু সেই অন্ন ভোজনীয় কহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের দত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদি গৃহে আনিয়া পাক করিয়া ভোজন করিতে পারেন ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে সুতরাং শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করিলে দোষ আছে তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

আপৎকালে তু বিপ্রেণ ভুক্তং শূদ্রগৃহে যদি।
মনস্তাপেন শুধ্যেত দ্রুপদাং বা শতং জপেৎ॥

আপৎকালে ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রগৃহে ভোজন করেন তাহা হইলে মনস্তাপ অথবা দ্রুপদমন্ত্রের শত বার জপ দ্বারা শুদ্ধ হন।

আপৎ কালে শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন করা বিশেষ দোষাবহ নহে ইহা এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং আপদ ভিন্ন কালে শূদ্র গৃহে পাক করিয়া ভোজন করা দোষাবহ তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে।

দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রের মধ্যে দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্র অর্দ্ধসীরী ও শরণাগত ইহারা ভোজ্যান্ন অর্থাৎ ইহাদের দত্ত তণ্ডুলাদি ইহাদের গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিতে পারা যায়।

এই তিন বচন দ্বারা এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রদত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদি শূদ্র গৃহে পাক করিয়া ভোজন করিলে শূদ্রান্ন ভোজন করা হয়। শূদ্রদত্ত অপক্ব তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আনিয়া পাক করিলে তাহা শূদ্রান্ন হয় না। আপৎকালে কথঞ্চিৎ শূদ্রগৃহে শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে। কিন্তু কি আপৎ কি অনাপৎ সকল সময়েই দাস নাপিত গোপালাদির গৃহে তদ্দত্ত তণ্ডুলাদি পাক করিয়া ভোজন করা দূষণাবহ নহে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন কলিযুগে এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণের বাধা কি। কেহই এরূপ শূদ্রান্ন গ্রহণে দোষ গ্রহণ করিবেন না। কেহ কেহ শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাককরা অন্ন এই অর্থ বুঝিয়াছেন কিন্তু এস্থলের শূদ্রান্ন শব্দে শূদ্রের পাক করা অন্ন অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে আদিত্যপুরাণে প্রথমতঃ দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্ন ভোজন নিষেধ করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই পুনরায় শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের অন্ন পাকাদি নিষেধ করা হইত না (৬৮)। অব্যবহিত পরেই যখন শূ-

(৬৮) শূদ্রেষু দাসগোপালকুলমিত্রার্দ্ধসীরিণাম্।
ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতি দূরতঃ॥
ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণাদির শূদ্রজাতিমধ্যে দাস গোপাল কুলমিত্র ও অর্দ্ধসীরীর ভোজ্যান্নতা অতিদূর তীর্থযাত্রা শূদ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের অন্ন পাকাদি ব্যবহার।

দ্রের পক্ক অন্ন নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে তখন পূর্ব্বনিষেধ অগত্যা অপক্ক তণ্ডুলাদিরূপ অন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। আর ইহাও অনুধাবন করা আবশ্যক যে শাস্ত্রে শূদ্রের অপক্ক তণ্ডুলাদিকেই শূদ্রান্ন বলে। যথা

আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে। (৬৯)

শূদ্রের অপক্ক অন্নকে পক্ক অন্ন ও পক্ক অন্নকে উচ্ছিষ্ট অন্ন বলে।

শূদ্রান্ন শব্দের যেরূপ অর্থ ও তাৎপর্য্য ব্যখ্যাত হইল স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের শূদ্রান্নবিচার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা

আমমন্নং দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহাবস্থিতং শূদ্রান্নম্।
তথাচাঙ্গিরাঃ

শূদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং বা যদি বা দধি।
নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রান্নং তদপি স্মৃতম্॥

নিবৃত্তেন শূদ্রান্নান্নিবৃত্তেন। অপি শব্দাৎ সাক্ষাৎ ঘৃততণ্ডুলাদি।
স্বগৃহাগতে পুনরাঙ্গিরাঃ

যথা যতস্ততো হ্যাপঃ শুদ্ধিং যান্তি নদীং গতাঃ।
শূদ্রাদ্বিপ্রগৃহেষ্বন্নং প্রবিষ্টন্তু সদা শুচি॥

প্রবিষ্টেঽপি স্বীকারাপেক্ষামাহ পরাশরঃ

তাবদ্ভবতি শূদ্রান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ।
দ্বিজাতিকরসংস্পৃষ্টং সর্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে॥

স্পৃশতি গৃহ্নাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সম্প্রোক্ষ্য গ্রাহ্যমাহ বিষ্ণুপুরাণম্
সম্প্রোক্ষয়িত্বা গৃহ্নীয়াৎ শূদ্রান্নং গৃহমাগতম্।

তচ্চ পাত্রান্তরেণ গ্রাহ্যমাহাঙ্গিরাঃ

স্বপাত্রে যচ্চ বিন্যস্তং দুগ্ধং যচ্ছতি নিত্যশঃ।
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্যং দুগ্ধং স্বগৃহ আগতম্॥

এতেষু স্বগৃহ আগতস্যৈব শুদ্ধত্বং তদ্গৃহগতস্য শূদ্রান্নদোষভাগিত্বং প্রতীযতে। (৭০)

শূদ্রদত্ত অপক্ক তণ্ডুলাদিও ভোজন কালে শূদ্রগৃহস্থিত হইলে শূদ্রান্ন হয়। যেহেতু অঙ্গিরা কহিয়াছেন শূদ্রান্ননিবৃত্ত ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে দুগ্ধ দধি পর্য্যন্ত ভোজন করিবেন না যেহেতু তাহাও শূদ্রান্ন। স্বগৃহাগত তণ্ডুলাদি বিষয়ে অঙ্গিরা কহিয়াছেন যে যেমন জল যে সে স্থান হইতে আসিবা নদী-

(৬৯) তিথিতত্ত্ব। দুর্গাপূজাতত্ত্ব।
(৭০) আহ্নিকতত্ত্ব।

তে পড়িলেই শুদ্ধ হয় সেইরূপ তণ্ডুলাদি শূদ্রগৃহ হইতে ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেই শুদ্ধ হয়। পরাশর কহিয়াছেন শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্বীকারের অপেক্ষা রাখে। যথা ব্রাহ্মণ যাবৎ না গ্রহণ করেন তাবৎ শূদ্রা- ন্নই থাকে ব্রাহ্মণের হস্তদ্বারা গৃহীত হইলে সমস্ত শুদ্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন শূদ্রান্ন প্রক্ষালন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। যথা শূদ্রান্ন স্বগৃহে আসিলে প্রক্ষালন করিয়া লইবে। অঙ্গিরা কহিয়াছেন শূদ্রান্ন পাত্রান্তর করিয়া লইতে হইবেক। যথা শূদ্র আপন পাত্রস্থ করিয়া যে দুগ্ধ দান করে সেই দুগ্ধ স্বগৃহে আগত হইলে পাত্রান্তর করিয়া গ্রহণ করিবে। এই সকল বচনে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে শূদ্রদত্ত তণ্ডুলাদি স্বগৃহে আসিলেই শুদ্ধ হয় শূদ্রগৃহস্থিত হইলে শূদ্রান্ন দোষ হয়।

অতএব পরাশরসংহিতাতে অশ্বমেধাদির বিধি দেখিয়া এবং ঐ সমস্ত অন্যান্য যুগের ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম নহে ইহা স্থির করিয়া যে পরাশর কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করেন নাই কলিভিন্ন অন্যান্য যুগেরও ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন সুতরাং পরাশরসংহিতা কেবল কলিধর্ম্ম নির্ণায়ক নহে এই মীমাংসা করা কোন ক্রমেই বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

১১—পরাশরসংহিতার

আদ্যোপান্ত কলিধর্ম্ম নির্ণায়ক

কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্ম্মনির্ণায়ক এরূপ নহে।

কেহ কেহ এই মীমাংসা করিয়াছেন যে পরাশর কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া তৃতীয় অবধি গ্রন্থসমাপ্তি পর্য্যন্ত দশ অধ্যায়ে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা এই মীমাংসার হেতু স্বরূপ বিন্যাস করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বারম্বার কলিশব্দের প্রয়োগ আছে দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত কোন অধ্যায়েই কলি শব্দ নাই বরং অশ্বমেধ প্রভৃতি কলিভিন্ন অন্যান্যযুগের ধর্ম্ম নিরূপিত দৃষ্ট হইতেছে তৃতীয়তঃ গ্রন্থ সমাপ্তি কালেও আমি কলিধর্ম্ম কহিলাম বলিয়া উপসংহার করেন নাই বরং দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার করিয়াছেন। (৭১)

পূর্ব্বে (৭২) যেরূপ দর্শিত হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে বলিয়া কলিধর্ম্ম নিরূপণ পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য ইহা আংশিক স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে অনুসন্ধান করা আবশ্যক পূর্ব্ব গ্রন্থকর্ত্তারা পরাশরসংহিতা বিষয়ে কি রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মাধবাচার্য্য কহিয়াছেন

সর্ব্বেষ্বপি কল্পেষু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ।
সকল কল্পেই কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য।

এই স্থলে পরাশরস্মৃতি কলিযুগের শাস্ত্র বলিয়া যেরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে তদ্দ্বারা আদ্যোপান্ত গ্রন্থই কলিধর্ম্মবিষয়ক ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় নতুবা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র কলিযুগের পক্ষে অবশিষ্ট দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগপক্ষে এরূপ বোধ হয় না।

(৭১) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

(৭২) ১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

নন্দপণ্ডিত কহিয়াছেন

দত্তপদং কৃত্রিমস্যাপ্যুপলক্ষণম্ ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্ম্মপ্রস্তাবে পরাশরস্মরণাৎ।

কেবল দত্তকপদ আছে বটে কিন্তু কৃত্রিম পুত্রও বুঝিতে হইবেক যেহেতু পরাশর কলিধর্ম্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রেরও বিধি দিয়াছেন।

পরাশরের এই পুত্রবিষয়ক বচন চতুর্থ অধ্যায়ে আছে, সুতরাং নন্দপণ্ডিতের মতে চতুর্থ অধ্যায়ও কলিধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে হইতেছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত কহিয়াছেন

নচ কলিনিষিদ্ধস্যাপি যুগান্তরীয়ধর্ম্মস্যাত্র নষ্টে মৃতে ইত্যাদি পরাশরবাক্যাৎ প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং কলাবনুষ্ঠেয়ান্ ধর্ম্মানেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থপ্রণয়নাৎ।

নষ্টে মৃতে এই পরাশরের বচন দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্ম্মেরই বিধান হইয়াছে একথা বলা যাইতে পারে না কারণ কেবল কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মই নিরূপণ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পরাশরসংহিতা সঙ্কলন করা হইয়াছে।

ভট্টোজিদীক্ষিত বিবাদাস্পদীভূত বিবাহবিষয়ক বচনের বিচার স্থলেই এরূপ লিখিতেছেন সুতরাং তাঁহার মতে আদ্যোপান্ত কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে।

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহত্যাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি।

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবাভিপ্রায়েণ সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ।

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর সংসর্গ করিয়া স্বয়ং পতিত হয় মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন

যে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে। সে সংসর্গদোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর) কলিযুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্রায়ে সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই।

কলিযুগে সংসর্গ দোষ নাই এই নিমিত্ত পরাশর সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই ভাষ্যকারের এই লিপিদ্বারা আদ্যোপান্ত কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য ইহা সুস্পষ্ট

প্রতিপন্ন হইতেছে। পরাশরসংহিতার শেষ নয় অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ আছে সুতরাং কেবল প্রথম দুই অধ্যায় মাত্র কলিধর্ম্মবিষয়ক না হইয়া সমুদায় গ্রন্থই কলিধর্ম্মনির্ণায়ক তাহা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে।

এইরূপে কলিযুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অতএব কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র কলিধর্ম্ম বিষয়ক তদ্ভিন্ন দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম বিষয়ক ইহা কেবল অপ্রামাণিক অকিঞ্চিৎকর কল্পনা মাত্র।

পরাশরসংহিতার প্রথম অধ্যায় গ্রন্থের উপক্রমণিকা স্বরূপ সুতরাং তাহাতে কলি ও কলিধর্ম্ম নিরূপণের কথা বারম্বার আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরম্ভেও অতঃপর কলিযুগের কর্ম্ম ও আচার বর্ণন করিব বলিয়া একবার মাত্র কলিশব্দের প্রয়োগ আছে তৎপরে আর কলিশব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই এই নিমিত্তই তদনন্তর আর কোন স্থলেই কলিশব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং তৃতীয় অবধি নয় অধ্যায়ে কলিশব্দ নাই বলিয়া কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে কলিধর্ম্ম বিষয়ক ও তদ্ভিন্ন সমুদায় গ্রন্থ সর্ব্বযুগসাধারণ বিষয় বলিয়া মীসাংসা করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে। আর তৃতীয় অধ্যায়ে যে অশৌচসঙ্কোচ ও অগ্নিপ্রবেশের বিধি আছে এবং একাদশ অধ্যায়ে যে দাস গোপালাদি শূদ্রের অন্ন ভোজনের এবং দ্বাদশে যে অশ্বমেধের বিধি আছে সেই সমুদায় যুগান্তরীয় ধর্ম্ম কলিযুগের ধর্ম্ম নহে এই নিশ্চয় করিয়া তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পর্য্যন্ত গ্রন্থ কেবল কলিধর্ম্ম বিষয়ে নহে এই ব্যবস্থা যে সঙ্গত হইতে পারে না তাহা পূর্ব্বে (৭৩) প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর গ্রন্থ সমাপ্তিকালে কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া উপসংহার নাই যথার্থ বটে কিন্তু যখন কলিধর্ম্ম বলিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে তখন গ্রন্থ সমাপ্তি কালে কলিধর্ম্ম বলিলাম বলিয়া নির্দ্দেশ না থাকিলে কি ক্ষতি হইতেছে। উপক্রমে যখন কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা আছে তখন উপসংহারে কলিধর্ম্ম সমাপ্তির কোন উল্লেখ না থাকিলেও কলিধর্ম্ম বলা হইল ব্যতিরিক্ত আর কি বুঝাইতে পারে। আর যেমন গ্রন্থসমাপ্তি কালে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই সেইরূপ সকলযুগের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াও

(৭৩) ৮৭ পৃষ্ঠা দেখ।

উপসংহার নাই। যদি কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার নাই বলিয়া সমুদায় গ্রন্থ কলিধর্ম্ম নির্ণায়ক না বলা যায় তবে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের উপসংহার না থাকিলে সর্ব্বযুগধর্ম্ম নির্ণায়ক বলিয়া কিরূপে বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গ্রন্থের আরম্ভে যেরূপ কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে সেইরূপ তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে সর্ব্বযুগসাধারণ ধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা দৃষ্ট হইতেছে না। অতএব যখন উপক্রমে ও উপসংহারে সর্ব্বযুগ সাধারণ ধর্ম্ম কথনের কোন নিদর্শন নাই তখন শেষ দশ অধ্যায় সর্ব্বযুগধর্ম্মনির্ণায়ক এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক ও নিতান্ত অযৌক্তিক।

এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার দেখাইবার নিমিত্ত যে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা সঙ্গত হইতে পারে কি না। তাঁহাদিগের লিখন অবিকল নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা।

এই উপক্রম অর্থাৎ গ্রন্থের আরম্ভে কলিধর্ম্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত করণ সময়ে অধ্যায়ের শেষভাগে কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়াছেন। যথা।

ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তেবৈ পতন্তি নরকেঽশুচৌ।
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥

ইতি পারাশর ২ অ।

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সম্পাদনে লোক সকল অল্পায়ু হইবেক। এবং অবিরত পাপ কর্ম্মের আচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবে। অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে।

পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে এই শ্লোক কলিধর্ম্ম কথন রূপ প্রকরণের উপসংহার কি না।

এস্থলে বক্তব্য এই যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ঐ বচনের ঐ ব্যাখ্যা যথার্থ ব্যাখ্যা হইলে কলিধর্ম্মের উপসংহার হইল বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উহা নিতান্ত বিপরীত ব্যাখ্যা প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে। তাঁহারা দুই বচনার্দ্ধকে

এক বচন রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে পরবচনার্দ্ধের সহিত পূর্ব্ব বচনার্দ্ধের কোন মতেই কোন সংস্রব ঘটিতে পারে না। যে বচনের অর্দ্ধ লইয়া পরবচনের সহিত যোজনা করিয়া বিপরীত ব্যাখ্যা করত প্রতিবাদী মহাশয়েরা কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার স্থির করিয়াছেন সে বচন এই

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ॥ (৭৪)

শূদ্রেরা যদি দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি রূপ কর্ম্ম অবলম্বন করে তাহা হইলে তাহারা অল্পায়ু হয় এবং নরকে পতিত হয়।

অবশিষ্ট অর্দ্ধ বচন ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহিত উদ্ধৃত হইতেছে। যথা

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

এইরূপে চারি বর্ণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম কহিয়া সমন্বয় করিতেছেন

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।
অতীতেষ্বপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকর্ম্মাসীদিতি
সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

যত বার কলিযুগ অতীত হইয়াছে সকল বারেই ব্রাহ্মণাদির কৃষিপ্রভৃতি আছে ইহা জানাইবার নিমিত্ত সনাতন এই শব্দ দিয়াছেন।

এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পরাশর চারিবর্ণের জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী কৃষি বাণিজ্য শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বলিয়া জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণের প্রকরণ সমাপ্ত করিলেন। কলিধর্ম্ম নিরূপণ সমাপ্ত করিলেন ইহা কোন মতেই প্রতিপন্ন হইতেছে না।

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্‌ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ পতন্তি নরকেষু চ॥

(৭৪) পতন্তি নরকেষু চ এই স্থলে নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্ এই পাঠ ভাষ্যসম্মত। দুই পাঠেই অর্থ সমান।

যদি শূদ্রেরা দ্বিজসেবাপরাঙ্মুখ হওনা কৃষি বাণিজ্যাদি করে [illegible] তাহারা অল্পায়ু হন ও নরকে [illegible]।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই বচনে। [illegible] বচনান্তরের সহিত যোজনা করিয়াছেন। যথা

ভবেয়ুঃ স্বল্পায়ুষঃ [illegible]
চতুর্থাশ্রমিণ বর্ণাঃ [illegible]।

তাহারা অল্পায়ু হন ও নরকে পতিত [illegible]।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা [illegible] বচনান্তরের [illegible] এক বচন করিয়া লইয়াছেন [illegible] অর্থ লিখিয়াছেন। যথা

কলিযুগে) অর্থাৎ কলি [illegible] অল্পায়ু হইবেক এবং [illegible] নরকে পতিত হইবেক। [illegible] সর্বই সনাতন। অর্থাৎ [illegible] গ্রহণ করিবে।

তাঁহারা অনেক স্থলেই এই রূপ [illegible] শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া [illegible] স্থানে। পাঠকবর্গের [illegible] বোধার্থেই ভাষায় সংস্কৃত [illegible] ভাষা ব্যাখ্যার উপরই নির্ভর করেন [illegible] সেখানেই সর্বাপেক্ষা উচিত [illegible] লেখা সাধুলোকের উচিত নহে। [illegible] পূর্বোক্ত দুই বচনান্তরে যে ব্যাখ্যা লিখিয়া [illegible] হার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা [illegible] প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে [illegible] স্থলে যে সকল কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন [illegible] ব্যাখ্যা ও কলিযুগে বিধবাবিবাহকে [illegible] করিতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করিব না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যেরূপে কলিবর্জ্য [illegible] অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি প্রতিপন্ন করিতে [illegible] করিয়াছেন [illegible] কোন

ক্রমেই সিদ্ধ হইয়া উঠে নাই তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে তাঁহারা কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে যায় এই যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহাতে অনেকের এই প্রতীতি জন্মিতে পারে যে পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল কলিধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন সে সকল পাপকর্ম্ম তাহাদের অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু হয় ও নরকে যায়। সুতরাং পরাশরোক্ত কলিধর্ম্ম আয়ুঃক্ষয়কর ও নরকসাধন বলিয়া পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুই বচনাৰ্দ্ধের যেরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন তাহার উপর নির্ভর করিলে অনেকেরই এই ভ্রম জন্মিতে পারে এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত নিম্নে ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য্যব্যাখ্যাসহিত উদ্ধৃত হইতেছে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে আমুষ্মিকধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবৃত্তঃ অথস্ত ঐহিক জীবনহেতু ধর্ম্মঃ প্রাধান্যেন প্রবর্ত্ততে। তত্রাদাবধ্যায়প্রতিপাদ্যমর্থং প্রতিজানীতে

অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্ম্মাচারং কলৌ যুগে।
ধর্ম্মং সাধারণং শক্ত্যা চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতম্॥
সম্প্রবক্ষ্যাম্যহং পূর্ব্বং পরাশরবচো যথা।

অতঃপরম্ আমুষ্মিকপ্রধানধর্ম্মকথনাদনন্তরং ষট্‌কর্ম্মাভিরতঃ সন্ধ্যাস্নানমিত্যাদিনা হি আমুষ্মিকফলে ধর্ম্মেঽভিহিতে সতি ঐহিকফলস্য কৃষ্যাদি ধর্ম্মস্য বুদ্ধিস্থত্বাৎ তদভিধানস্য যুক্তোঽবসরঃ। বক্ষ্যমাণস্য কৃষ্যাদিধর্ম্মস্য ব্রহ্মচারিবনস্থযতিষু সম্ভবমভিপ্রেত্য তদ্যোগ্যমাশ্রমিণং দর্শয়তি গৃহস্থস্যেতি। কৃতত্রেতাদ্বাপরেষু বৈশ্যস্যৈব কৃষ্যাদাবধিকারো নত্তু গৃহস্থমাত্রস্য বিপ্রাদেরতো বিশিনষ্টি কলৌ যুগে ইতি। কর্ম্মশব্দো লোকে ব্যাপারমাত্রে প্রযুজ্যতে আচারশব্দশ্চ ধর্ম্মরূপে শাস্ত্রীয়ব্যাপারে কৃষ্যাদেস্তু যুগান্তরেষু কর্ম্মত্বং কলাবাচারত্বমিত্যুভয়রূপত্বমস্তি। কৃষ্যাদেঃ সাধারণধর্ম্মত্ব মুপপাদয়তি চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাগতমিতি। পরাশরশব্দেনাত্র অতীতকল্পোৎপন্নো বিবক্ষিতঃ। এতদেবাভিসন্ধায়িতুং পূর্ব্বমিত্যুক্তং পূর্ব্বকল্পসিদ্ধং পরাশরবাক্যং কলিধর্ম্মে কৃষ্যাদৌ যথা বৃত্তং তথৈবাহং সম্প্রবক্ষ্যামি। অতঃ সম্প্রদায়াগতত্বাৎ কৃষ্যাদেরাচারতায়াং ন বিবাদঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশয়ঃ। শিষ্টাচারং শিক্ষয়িতুং শক্ত্যা সম্প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং নতু কস্মিংশ্চিদ্ধর্ম্মে স্বস্যাশক্তিং দ্যোতয়িতুং কলিধর্ম্মপ্রবীণস্য পরাশরস্য তত্রাশক্ত্যসম্ভবাৎ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে পারলৌকিক ধর্ম্ম প্রাধান্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ঐহিক ধর্ম্ম প্রাধান্যে নির্ণীত হইতেছে। তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে যে বিষয় নির্ণয় করিবেন তাহাই প্রথম প্রতিজ্ঞা করিতেছেন

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ও আচার যথাশক্তি বলিব। যাহা বলিব তাহা চারি বর্ণের ও আশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম।

পূর্ব্ব পরাশরবাক্য অনুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে পরাশর যেরূপ কলি ধর্ম্ম কহিয়াছিলেন তদনুসারে। অতঃপর অর্থাৎ পারলৌকিক যাগকর্ম্ম সন্ধ্যা স্নান প্রভৃতির প্রধান রূপে কথনানন্তর। লক্ষ্যমাণ কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ ও যতিতে সম্ভবে না এই নিমিত্ত গৃহস্থের নামিলা কহিতেছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বৈশ্য জাতিরই কৃষি বাণিজ্যাদি ধর্ম্মে অধিকার ব্রাহ্মণাদি যাবতীয় গৃহস্থের নহে এই নিমিত্ত কলিযুগে বলিলা কহিতেছেন। অর্থাৎ কলিযুগে চারিবর্ণই কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারেন।

প্রতিজ্ঞাতং ধর্ম্মং দর্শয়তি

ষট্‌কর্ম্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্ম চ কারয়েৎ।

ষট্‌কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তানি যাজনাদীনি সন্ধ্যাদীনি চ তৈঃ সহিতো বিপ্রঃ শুশ্রূষকৈঃ শূদ্রৈঃ কৃষিং কারয়েৎ। নচ যাজনাদীনাং জীবনহেতুত্বাৎ কিমনয়া কৃষ্যেতি বাচ্যং কলৌ জীবনপর্য্যাপ্ততয়া যাজনাদীনাং দুর্লভত্বাৎ।

প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্ম কহিতেছেন

ব্রাহ্মণ যজন যাজন প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া সেবক শূদ্র দ্বারা কৃষি কর্ম্ম করাইবেন।

যদি বল ব্রাহ্মণের জীবিকা নির্ব্বাহের যাজন অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ এই তিন উপায় আছে কৃষি কর্ম্মে আবশ্যক কি তাহার উত্তর এই কলিযুগে যাজনাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া দুর্ঘট এই নিমিত্ত পরাশর কৃষিকর্ম্মের বিধান দিয়াছেন।

কৃষৌ বর্জ্জ্যান্ বলীবর্দ্দানাহ

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দ্দং ন যোজয়েৎ।
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ॥

কৃষি কর্ম্মে যেরূপ বৃষকে নিযুক্ত করা উচিত নহে তাহা কহিতেছেন

ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত ক্লান্ত বৃষকে লাঙ্গলে যোজনা করিবেন না। আর অঙ্গহীন রুগ্ন ও ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

কীদৃশস্তর্হি বলীবর্দ্দাঃ কৃষৌ যোজ্যা ইত্যাহ

স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সুনর্দং ষণ্ডবর্জ্জিতম্।
বাহয়েদ্দিবসস্যার্দ্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ॥

তবে কিপ্রকার বৃষ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত করিবে তাহা কহিতেছেন

স্থিরাঙ্গ অর্থাৎ পাদবৈকল্যাদিরহিত সুস্থ ক্ষুধাতৃষ্ণাদিপীড়াশূন্য শ্রম-হীন সমর্থ বৃষকে প্রথম দুই প্রহর লাঙ্গল বহাইবেক পশ্চাৎ স্নান করাই-বেক।

কৃষৌ ফলিতস্য ধান্যস্য বিনিয়োগমাহ

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পাকযজ্ঞাংশ্চ ক্রতুদীক্ষাং চ কারয়েৎ॥

কৃষিকর্ম্মে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক তাহার বিনিয়োগ কহিতেছেন

স্বয়ং কৃষ্ট ক্ষেত্রে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক সেই শস্য দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞ ও অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবেক।

কৃষীবলস্য তিলাদিধান্যসম্পন্নস্য ধনলোভেন প্রসক্তস্তিলাদিবিক্রয়ন্তং নিবারয়তি

তিলা রসা ন বিক্রেয়া বিক্রেয়া ধান্যতৎসমাঃ।
বিপ্রস্যৈবংবিধা বৃত্তিস্তৃণকাষ্ঠাদিবিক্রয়ঃ॥

যদি ধান্যান্তররহিতস্য তিলবিক্রয়মন্তরেণ জীবনং ধর্ম্মো বা ন সিধ্যেৎ তদা তিলা ধান্যান্তরৈর্বিনিমাতব্যা ইত্যভিপ্রেত্য বিক্রেয়া ধান্য তৎসমা ইত্যুক্তং যাবদ্ভিঃ প্রস্থৈস্তিলা দত্তা স্তাবদ্ভিরেব ধান্যান্তরমুৎপাদেয়ং নাধিকমিত্যর্থঃ।

তিল প্রভৃতি শস্যসম্পন্ন কৃষিজীবী ব্যক্তি ধনলোভে তিলাদি বিক্রয় করিলেও করিতে পারে এই নিমিত্ত নিষেধ করিতেছেন

ব্রাহ্মণ তিল ও ঘৃত দধি মধু প্রভৃতি রস বিক্রয় করিবেক না। কিন্তু যদি অন্য শস্য না থাকে তিল বিক্রয় ব্যতিরেকে জীবিকা নির্ব্বাহ অথবা ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পন্ন না হইয়া উঠে তাহা হইলে তিলতুল্য পরিমাণে শস্যান্তর বিনিময় রূপ বিক্রয় করিবেক। এবং তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিবেক।

ইদানীং কৃষ্যাদানুষঙ্গিকস্য পাপ্মনঃ প্রতীকারং বক্তুং প্রথমতস্তং পাপ্মানং দর্শয়তি

ব্রাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং কুর্য্যাত্তন্মহাদোষমাপ্নুয়াৎ।

কৃষৌ হিংসায়া অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ সাবধানস্যাপি কৃষীবলস্য দোষোঽনুষজ্যত ইতি।

ইদানীং কৃষিকর্ম্মে আনুষঙ্গিক যে পাপ আছে তাহার প্রতীকার কহিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ সেই পাপ প্রদর্শন করিতেছেন

ব্রাহ্মণ যদি কৃষি কর্ম্ম করে তাহা হইলে মহাদোষ প্রাপ্ত হয়।

কৃষক যত কেন সাবধান হউক না কৃষিকর্ম্মে অবশ্যই জীবহিংসা ঘটে সুতরাং দোষ আছে।

উক্তস্য দোষস্য মহত্ত্বং বিশদয়তি

সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥

উক্ত দোষের মহত্ত্ব স্পষ্ট করিতেছেন

মৎস্যঘাতী ব্যক্তি সংবৎসরে যে পাপ প্রাপ্ত হয় কৃষক লৌহমুখ কাষ্ঠ অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা এক দিনে সেই পাপ প্রাপ্ত হয়।

উক্তরীত্যা কর্ষকমাত্রস্য পাপপ্রসক্তৌ বারয়িতুং বিশিনষ্টি

পাশকো মৎস্যঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথা।
অদাতা কর্ষকশ্চৈব সর্ব্বে তে সমভাগিনঃ ॥

যথা পাশকাদীনাং পাপং মহৎ এবমদাতুঃ কর্ষকস্যেত্যর্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত দ্বারা কৃষকমাত্রেরই পাপপ্রসক্তি হইয়াছিল তাহা বারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া কহিতেছেন

পাশক মৎস্যঘাতী ব্যাধ শাকুনিক ও অদাতা কৃষক ইহারা সকলে সমান পাপভাগী।

যেমন পাশক প্রভৃতির মহৎ পাপ জন্মে সেইরূপ অদাতা কৃষকের। অর্থাৎ কৃষক দানশীল হইলে তাদৃশ পাপগ্রস্ত হয় না।

যদর্থং কৃষীবলস্য পাপমুক্তং দর্শিতমিদানীং প্রতীকারমাহ

বৃক্ষং ছিত্ত্বা মহীং ভিত্ত্বা হত্বা চ কৃমিকীটকান্।
কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

ছেদন ভেদন হননৈর্যাবন্তি পাপানি নিষ্পদ্যন্তে তেষাং খলেষাং খলে ধান্যদানং প্রতীকারঃ।

যে প্রতীকার কথনের নিমিত্ত পূর্ব্বে কৃষকের পাপ দর্শিত হইয়াছে এক্ষণে সেই প্রতীকারের কথা কহিতেছেন

কৃষক বৃক্ষচ্ছেদ ভূমিভেদ ও কৃমি কীট বধ করিয়া যে সমস্ত পাপে লিপ্ত হয় খলযজ্ঞ দ্বারা সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

ছেদ ভেদ বধ দ্বারা যে সমস্ত পাপ জন্মে খলে অর্থাৎ খামারে ধান্য দান করিলে সেই সমস্ত পাপের প্রতীকার হয়। এই ধান্য দানের নাম খলযজ্ঞ।

খলযজ্ঞাকরণে প্রত্যবায়মাহ

যো ন দদ্যাদ্দ্বিজাতিভ্যো রাশিমূলমুপাগতঃ।
স চোরঃ স চ পাপিষ্ঠো ব্রহ্মঘ্নং তং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

খলযজ্ঞের অকরণে প্রত্যবায় কহিতেছেন

যে কৃষক উপস্থিত থাকিয়া আগত দ্বিজদিগকে খলস্থিত ধান্যরাশির কিয়দংশ দান না করে সে চোর সে পাপিষ্ঠ তাহাকে ব্রহ্মঘ্ন বলে।

দাতব্যস্য ধান্যস্য পরিমাণমাহ

রাজ্ঞে দত্ত্বা তু ষড়্ভাগং দেবানাং চৈকবিংশকম্।
বিপ্রাণাং ত্রিংশকং ভাগং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

দাতব্য শস্যের পরিমাণ কহিতেছেন

রাজাকে ষষ্ঠ ভাগ দেবতাদিগকে একবিংশ ভাগ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ত্রিংশ ভাগ দান করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিপ্রস্য সেতিকর্ত্তব্যাং কৃষিমুক্ত্বা বর্ণান্তরাণামপি অমাহ

ক্ষত্রিয়োঽপি কৃষিং কৃত্বা দেবান্ বিপ্রাংশ্চ পূজয়েৎ।
বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্য্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম্॥

কৃষিবদ্বাণিজ্যশিল্পয়োরপি কলৌ বর্ণচতুষ্টয়সাধারণধর্ম্মত্বং দর্শয়িতুং বাণিজ্যশিল্পকমিত্যুক্তম্।

ব্রাহ্মণের ইতিকর্ত্তব্যতাসহিত কৃষিকর্ম্ম কহিয়া অন্যান্য বর্ণের কৃষিকর্ম্মের বিধান করিতেছেন

ক্ষত্রিয়ও কৃষি কর্ম্ম করিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবেক। এবং বৈশ্য ও শূদ্র কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম করিবেক।

কৃষির ন্যায় বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্মও কলিযুগে চারি বর্ণের সাধারণধর্ম্ম ইহা দেখাইবার নিমিত্ত বচনে বাণিজ্য শিল্পকম্ ইহা কহিয়াছেন।

যদি শূদ্রস্যাপি কৃষ্যাদিকর্ম্মত্বাপগম্যতে তর্হি তেনৈব জীবনসিদ্ধেঃ কলৌ দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাজ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ

বিকর্ম্ম কুর্ব্বতে শূদ্রা দ্বিজশুশ্রূষয়োজ্ঝিতাঃ।
ভবন্ত্যল্পায়ুষস্তে বৈ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্॥

লাভাধিক্যেন বিশিষ্টজীবনহেতুত্বাৎ কৃষ্যাদিকং বিকর্ম্মেত্যুচ্যতে। দ্বিজশুশ্রূষয়া তু জীর্ণবস্ত্রাদিকমেব লভ্যত ইতি ন লাভাধিক্যম্ অতোঽধিকলিপ্সয়া কৃষ্যাদিকমেব কুর্ব্বন্তো যদি দ্বিজশুশ্রূষাং পরিত্যজেয়ুস্তদা তেষামৈহিকমামুষ্মিকঞ্চ হীয়েত।

যদি শূদ্রেরও কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি বিহিত হয় তবে তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ হইলে কলিতে শূদ্র কি দ্বিজশুশ্রূষা পরিত্যাগ করিবেক এই আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন

শূদ্রেরা দ্বিজসেবা পরিত্যাগ করিয়া কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্ম করিলে অল্পায়ু হয় ও নিঃসন্দেহ নরকে যায়।

দ্বিজসেবা দ্বারা কেবল উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বস্ত্রাদি মাত্র লাভ হয় অধিক লাভের প্রত্যাশা নাই এই নিমিত্ত শূদ্রজাতি যদি অধিক লাভ লোভে

কৃষিপ্রভৃতি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া একবারেই দ্বিজেরা পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাদের ঐহিক পারলৌকিক উভয় নষ্ট হয়।

ইত্থং বর্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধর্ম্মং প্রতিপাদ্য নিগময়তি।

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

অতীতেষ্বপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি সূচয়িতুং সনাতন ইত্যুক্তম্।

এইরূপে চারিবর্ণের সাধারণ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়া উপসংহার করিতেছেন

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

অতীত কলিযুগ সকলেও ব্রাহ্মণাদির কৃষিপ্রভৃতি ধর্ম্ম ছিল ইহা কহিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের বিশেষণ সনাতন দিয়াছেন। অর্থাৎ চারিবর্ণের এই সনাতন ধর্ম্ম বলাতে ব্যক্ত হইতেছে সকল কলিযুগেই ব্রাহ্মণাদি জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই যে আপনারা পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিলেন এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন

কলিধর্ম্মে অর্থাৎ কলিযুগানুরূপ ধর্ম্মের সমাচরণে লোক অল্পায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্ম্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে পতিত হইবেক। অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ব্যাখ্যা ও এইরূপ কলিধর্ম্ম কথনের উপসংহার সংলগ্ন ও সঙ্গত হইতে পারে কি না। আর পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি বর্ণের সাধারণ যে ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন তাহার অনুষ্ঠানে লোক অল্পায়ু ও নরক গামী হইবেক কি না। এবং

চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই বচনার্দ্ধের

অতএব কলিকালে চাতুর্ব্বর্ণ্যের এই ধর্ম্মই সনাতন। অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাপকর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ভাবব্যাখ্যাও সঙ্গত হইতে পারে কি না।

১২—পরাশর

কেবল কলিধর্ম্মবক্তা

অন্যযুগধর্ম্ম লিখেন নাই।

কেহ কহিয়াছেন হাঁ গো মহাশয় আপনি কি পরাশরসংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন না কেবল অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট চেষ্টা। শিষ্ট সমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ। পরাশর কেবল কলিধর্ম্মবক্তা এমত স্থির করিবেন না, অন্যযুগধর্ম্মও লিখিয়াছেন।

তজ্জানীহি

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রাম মুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥
কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনে ন চ।
দ্বাপরে অর্থমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেব কলৌ যুগে॥

ইত্যাদি বচন দ্বারাই বোধ হইতেছে পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। (৭৫)

প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত এই তিন বচনে চারি যুগেরই কথা আছে এই নিমিত্ত তাঁহার বোধ হইয়াছে পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর কি অভিপ্রায়ে এই তিন বচনে ও অন্য কতিপয় বচনে চারি যুগের কথা বলিয়াছেন তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাঁহার কদাচ পরাশর অন্যযুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন এরূপ বোধ হইত না।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে যুগে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগরূপানুসারতঃ॥

যুগরূপানুসারে মনুষ্যের সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

(৭৫) শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন।

পরাশর এইরূপে যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন ভিন্ন এই ব্যবস্থা করিয়া যুগে যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসের ও প্রবৃত্তি ভেদের উদাহরণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী কতিপয় বচনে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি যুগের কথা লিখিয়াছেন। যথা

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেব কলৌ যুগে॥

সত্যযুগে প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা ত্রেতাযুগে প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বাপরযুগে প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ কলিযুগে প্রধান ধর্ম্ম দান।

সত্যযুগের লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল এই নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিককষ্টসাধ্য তপস্যা ঐ যুগের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের অপেক্ষাকৃত শক্তি হ্রাস হওয়াতে যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্পকষ্টসাধ্য জ্ঞান যজ্ঞ দান প্রধান ধর্ম্ম হইয়াছে।

কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

মনূক্ত ধর্ম্ম সকল সত্যযুগের ধর্ম্ম গোতমোক্ত ধর্ম্ম সকল ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম শঙ্খলিখিতোক্ত ধর্ম্ম সকল দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম পরাশরোক্ত ধর্ম্ম সকল কলিযুগের ধর্ম্ম।

অর্থাৎ পর পর যুগে উত্তরোত্তর মনুষ্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে মন্বাদি প্রোক্ত অতি কষ্টসাধ্য ধর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান হইয়া উঠা দুষ্কর এই নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত অল্পকষ্টসাধ্যধর্ম্মপ্রতিপাদক এক এক ধর্ম্মশাস্ত্র পর পর যুগের নিমিত্ত ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।
দ্বাপরে কুলমেকন্তু কর্ত্তারন্তু কলৌ যুগে॥

সত্যযুগে দেশত্যাগ করিবে ত্রেতাযুগে গ্রামত্যাগ করিবে দ্বাপরযুগে কুলত্যাগ করিবে কলিযুগে কর্ত্তাকে ত্যাগ করিবে।

অর্থাৎ যে দেশে পতিত বাস করে সত্যযুগে সেই দেশ পরিত্যাগ করে ত্রেতাযুগে যে গ্রামে পতিত থাকে সেই গ্রাম পরিত্যাগ করে দ্বাপরযুগে যে কুলে পতিত থাকে সেই কুল পরিত্যাগ করে অর্থাৎ সেই কুলে আদান প্রদানাদি করে না কলিযুগে কর্ত্তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পতিত

হয় তাহাকেই পরিত্যাগ করে। সত্যযুগের লোকেরা অনায়াসে পতিত-বাসযুক্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইত কিন্তু ত্রেতাযুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না কেবল পতিতবাসযুক্ত গ্রাম মাত্র পরিত্যাগ করিত। দ্বাপরযুগের লোক-দিগের তত ক্ষমতা ছিল না তাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না কেবল যে পরিবারে পতিত থাকিত তাহাই পরিত্যাগ করিত. অর্থাৎ তাহাতে আদান প্রদানাদি করিত না। কিন্তু কলিযুগের লোক-দিগের তত ক্ষমতা নাই সুতরাং তাহারা দেশ ত্যাগ গ্রাম ত্যাগ বা কুল ত্যাগ করিতে পারে না কেবল যে ব্যক্তি পতিত হয় তাহাকেই পরি-ত্যাগ করিয়া থাকে।

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে অন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥

সত্যযুগে সম্ভাষণ মাত্রেই পতিত হয় ত্রেতাযুগে স্পর্শন দ্বারা পতিত হয় দ্বাপরযুগে অন্ন গ্রহণ দ্বারা পতিত হয় কলিযুগে কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

অর্থাৎ সত্যযুগের লোকেরা পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হইত সুতরাং তৎকালীন লোকেরা পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণও করিত না। ত্রেতাযুগের লোকেরা পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে প-তিত হইত না পতিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে পতিত হইত। দ্বাপরযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণে অথবা স্পর্শনে পতিত হইত না কিন্তু প-তিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে পতিত হইত। কলিযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণে স্পর্শনে অথবা অন্নগ্রহণে পতিত হয় না কিন্তু নিজে পাতিত্য-জনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়। অর্থাৎ কলিযুগের লোকেরা পতিতের সম্ভাষণাদি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারে এরূপ ক্ষমতা নাই সুতরাং সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হয় না নিজে পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়।

কৃতে তাৎকালিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দ্দিনৈঃ।
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ সংবৎসরেণ তু॥

সত্যযুগে শাপ দিবামাত্র ফলে ত্রেতাযুগে দশ দিনে শাপ ফলে দ্বাপর যুগে এক মাসে শাপ ফলে কলিযুগে সংবৎসরে শাপ ফলে।

অর্থাৎ সত্যযুগের লোকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে তাহারা শাপ দিবামাত্র ফলিত। কিন্তু পর পর যুগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হওয়াতে যথাক্রমে ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগে দশ দিন এক মাস ও সংবৎসরে ফলে।

অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়া দীয়তে কলৌ॥

সত্যযুগে পাত্রের নিকটে গিয়া দান করিয়া আইসে ত্রেতাযুগে পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া দান করে দ্বাপরযুগে নিকটে আসিয়া যাচ্‌ঞা করিলে দান করে কলিযুগে আনুগত্য করিলে দান করে।

অর্থাৎ সত্যযুগে মনুষ্যের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এমত প্রবল ছিল যে দান করিবার ইচ্ছা হইলে পাত্রের নিকটে গিয়া দান করিয়া আসিত ত্রেতাযুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তত প্রবল ছিল না তাহারা দান করিবার ইচ্ছা হইলে পাত্রের নিকটে না গিয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া দান করিত দ্বাপর যুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তদপেক্ষাও অল্প ছিল তাহারা দান করিবার ইচ্ছা হইলে পাত্রের নিকটে গিয়া অথবা পাত্রকে ডাকাইয়া দান করিত না পাত্র আসিয়া যাচ্‌ঞা করিলে দান করিত আর কলিযুগের লোকদিগের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এত অল্প যে দান যাচ্‌ঞা করিলেই হয় না আনুগত্য না থাকিলে যাচ্‌ঞা করিয়াও দান পায় না।

কৃতে অস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমাশ্রিতাঃ।
দ্বাপরে রুধিরং চৈব কলৌ অন্নাদিষু স্থিতাঃ॥

সত্যযুগে মনুষ্যের প্রাণ অস্থিস্থিত ত্রেতাযুগে মাংসাশ্রিত দ্বাপরযুগে রুধিরস্থিত কলিযুগে অন্নাদিস্থিত।

অর্থাৎ সত্যযুগে তপস্যাদি দ্বারা সর্ব্ব শরীর শুষ্ক হইয়া অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও প্রাণত্যাগ হইত না। ত্রেতাযুগে প্রাণ মাংসাশ্রিত অর্থাৎ অনাহারাদি দ্বারা শরীরের মাংস শুষ্ক হইলেই প্রাণত্যাগ হইত। দ্বাপরযুগে প্রাণ রুধিরস্থিত অর্থাৎ মাংস শোষণের আবশ্যক হইত না শরীরের শোণিত শুষ্ক হইলেই প্রাণত্যাগ হইত। আর কলিযুগে প্রাণ অন্নাদিস্থিত অর্থাৎ শরীরের শোষণাদির আবশ্যকতা নাই আহার বন্ধ হইলেই প্রাণত্যাগের সম্ভাবনা ঘটিয়া উঠে।

এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যাহা দর্শিত হইল তদনুসারে

ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে কি না যে পরাশর যুগানুসারে শক্তি-হ্রাসাদি কারণে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়া সেই শক্তিহ্রাসাদির উদাহরণ প্রদর্শিত করিবার নিমিত্তই উল্লিখিত কয়েক বচনে চারি যুগের কথা কহিয়াছেন নতুবা ঐ সমস্ত বচনে সকল যুগের ধর্ম্ম কহিয়াছেন এরূপ নহে। প্রতিবাদী মহাশয় এই প্রকরণের তিনটী মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া পরাশর অন্য যুগের ধর্ম্মও নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে প্রকরণ পর্য্যালোচনা ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ করি কদাচ তাঁহার তাদৃশ বোধ জন্মিত না।

১৩—পরাশরসংহিতায়

চারিযুগের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান সপ্রমাণ হয় না।

কেহ কেহ কহিয়াছেন

পরাশরসংহিতায় যে চারি যুগের ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে ঐ সংহিতার প্রত্যেক অধ্যায়ের উপক্রম ও উপসংহারে তাহা প্রতীয়মান হয়। যদিস্যাৎ কুতর্কবাদিদিগের ইহাতেও প্রবোধ না জন্মে একারণ ঐ সংহিতা হইতে কোনং বচন উদ্ধৃত করিয়া চারি-যুগের ধর্ম্মোপদেশ প্রদান সপ্রমাণ করি। প্রথম অধ্যায়ে লেখেন।

কৃতে সম্ভাষণাৎ পাপং ত্রেতায়াঞ্চৈব দর্শনাৎ।
দ্বাপরে চান্নমাদায় কলৌ পতন্তি কর্ম্মণা॥

সত্যযুগে পাপির সহিত আলাপ মাত্রে পাপ জন্মে, ত্রেতাযুগে পাপিকে দর্শন করিলে পাপ জন্মে, দ্বাপরযুগে পাপির অন্ন ভোজনে পাপ জন্মে, কলিযুগে পাপ-জনক কর্ম্মাচরণ করিলেই পাপ হয় অর্থাৎ সংসর্গাদি দোষে পাপ আশ্রয় করে না।

পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখেন।

আসনাচ্ছয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসি॥

যেমত বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে সমুদায় জল ব্যাপে তদ্রূপ পাপির সহ উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র গমন, আলাপ, ও একত্র ভোজন করিলে নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্রয় করে।

পারাশর সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়কে যদি কেবল কলিযুগের ধর্ম্ম প্রতিপাদক কহেন তবে উল্লিখিত বচনানুসারে কলিযুগে পাপির সংসর্গে পাপ জন্মে ইহা সুতরাং স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রথমাধ্যায়ে কলি যুগে পাপির সংসর্গে ও তদ্দর্শনাদিতে পাপ হয় না লিখিয়াছেন। অতএব বচন দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, পারাশরসংহিতায় চারি যুগে-

রই ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয় অথবা পরাশর উম্মত্ত প্রলাপ করিয়াছেন বলিতে হয়(৭৬)।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যথার্থ তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়াই প্রথমাধ্যায়ের বচনের সহিত দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের বিরোধ ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রথমাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে সত্যাদি যুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণাদি করিলে পতিত হইত কলিযুগে পতিতসম্ভাষণ প্রভৃতি দ্বারা পতিত হয় না কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মবধাদি পাতিত্যজনক কর্ম্ম করিলেই পতিত হয়। অর্থাৎ কলিযুগে সত্যাদি যুগের ন্যায় সংসর্গদোষে পতিত হয় না। দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য্য এই যে কলিযুগে সংসর্গ দোষে পাতিত্য জন্মে না বটে কিন্তু পতিতের সহিত সংসর্গ করিলে সামান্যতঃ কিছু পাপ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং এই দুই বচনের কিরূপে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে তাহা প্রতিবাদী মহাশয়রাই বলিতে পারেন। তাঁহারা প্রথম বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই উক্ত উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহাদের ধৃত পাঠ ও কৃত ব্যাখ্যা অনুসারে সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয় ত্রেতাযুগে পতিত দর্শন করিলে পতিত হয় দ্বাপরযুগে পতিতের অন্নগ্রহণ করিলে পতিত হয় কলিতে ব্রহ্মবধাদি করিলে পতিত হয়। এস্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য এই যে ত্রেতাযুগে পতিত দর্শনে পতিত হইবে কেন। আমার বোধ হয় কোন যুগেই পতিত দর্শনে পতিত হইতে পারে না। বচনের অভিপ্রায় দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে উত্তরোত্তর গুরুতর সংসর্গেরই পাতিত্যজনকতা আছে। কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ধৃত পাঠ অনুসারে সত্যযুগে পতিত সম্ভাষণে পতিত হয় আর ত্রেতাযুগে পতিত দর্শনে পতিত হয়। এক্ষণে সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন পতিত সম্ভাষণ অপেক্ষা পতিত দর্শনকে গুরুতর সংসর্গ বলা যাইতে পারে কি না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কি বলেন বলিতে পারি না কিন্তু আমার বোধ

(৭৬) শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভাসদগণ।

হয় পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা পতিত দর্শন গুরুতর সংসর্গ নহে। সত্যযুগে যেরূপ সংসর্গে পাতিত্য জন্মে ত্রেতাযুগে তদপেক্ষা গুরুতর সংসর্গ না করিলে পাতিত্য জন্মিতে পারে না। যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এস্থল অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয় নাই। চন্দ্রিকাযন্ত্রের মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ দেখিয়াছেন তাহাই তাঁহারা প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়া লইয়াছেন। ঐ বচনের প্রকৃত পাঠ এই

কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে অন্নমাদায় কলৌ পততি কর্ম্মণা॥ (৭৭)

সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয় ত্রেতাযুগে পতিতকে স্পর্শ করিলে পতিত হয় দ্বাপরযুগে পতিতের অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয় কলিযুগে ব্রহ্মবধাদি কর্ম্ম করিলে পতিত হয়।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে পর পর যুগে গুরুতর সংসর্গের পাতিত্যজনকতা থাকিতেছে কি না। পতিতের সহিত সম্ভাষণ অপেক্ষা পতিতকে স্পর্শকরা গুরুতর সংসর্গ হইতেছে। পতিতকে স্পর্শকরা অপেক্ষা পতিতের অন্নগ্রহণ গুরুতর সংসর্গ হইতেছে। অতএব সকলে বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহাশয়দিগের সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই ঐ বচনের পাঠ ধরা ও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে কি না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা কোন কোন স্থলে পরাশরভাষ্যের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন সুতরাং উত্তর লিখনকালে পরাশরভাষ্য তাঁহাদের নিকটে ছিল তাহার সন্দেহ নাই। যখন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন ঐ দুই স্থলের ভাষ্যে দৃষ্টি করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। তাহা হইলে বচনের প্রকৃত পাঠও জানিতে পারিতেন এবং অকারণে বিরোধ ঘটাইতেও উদ্যত হইতেন না।

(৭৭) এই পাঠ ভাষ্যসম্মত ও সর্ব্ব প্রকারে সংলগ্ন। শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ও স্বীয় পুস্তকে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ন্যায় যথাদৃষ্ট পাঠ না লিখিয়া ভাষ্যসম্মত প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাষ্যকার প্রথমাধ্যায়ের বচনের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন

কৃতাদিযুগবৎ কলৌ পতিতসম্ভাষণাদিনা ন স্বয়ং পততি কিন্তু বধাদিকর্ম্মণা পতিতো ভবতি।

সত্যাদি যুগের ন্যায় কলিযুগে পতিত সম্ভাষণাদি দ্বারা পতিত হয় না কিন্তু বধাদি কর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।

পরে দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের এই আভাস দিয়াছেন

যস্তু পতিতৈর্ব্রহ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা স্বয়মপি পতিতস্তস্য প্রায়শ্চিত্তং মনুরাহ

যো যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ।
স তস্যৈব ব্রতং কুর্য্যাৎ সংসর্গস্য বিশুদ্ধয়ে ইতি।

আচার্য্যস্তু কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গপ্রায়শ্চিত্তং নাভ্যধাৎ। সংসর্গদোষস্য পাতিত্যাপাদকত্বাভাবেঽপি পাপমাত্রাপাদকত্বমস্তীত্যাহ

আসনাৎ শয়নাৎ যানাৎ সম্ভাষাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রামন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর সংসর্গ করিয়া স্বয়ং পতিত হয় মনু তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন

যে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে সে সংসর্গদোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।

কিন্তু আচার্য্য (পরাশর) কলিযুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্রায়ে সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই। সংসর্গদোষের পাতিত্যজনকতা না থাকিলেও সামান্যতঃ পাপজনকতা আছে ইহা কহিতেছেন

পতিতের সহিত উপবেশন শয়ন গমন সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে জলে তৈলবিন্দুর ন্যায় সংসর্গীতে পাপ সংক্রম হয়।

১৪—কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ

এই পরাশরবাক্য

প্রশংসাপর নহে।

কেহ কেহ কহিয়াছেন

পরাশর যে (কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ) কহিয়াছেন সে প্রশংসাপর বাক্য। এমত প্রায়ই গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থের আধিক্য বর্ণনা করিয়া থাকেন। যথা

কৃতে শ্রুত্যুদিতোমার্গস্ত্রেতায়াং স্মৃতিচোদিতঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।
ইত্যাগমবচনম্॥

সত্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত ধর্ম্ম কলিযুগে আগমোক্ত ধর্ম্ম এতৎ বাক্যকে প্রশংসাপর বোধ না করিলে শিব উক্তি জন্য কলিকালে আগম ভিন্ন কোন স্মৃতিই গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি কূটযুক্তিদ্বারা ঐ বচনকে কলিমাত্র ধর্ম্ম প্রমাণ কর তবে আগমবাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে তৎপ্রতিপক্ষেরা কেন অশক্ত হইবেন অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য কলিতে স্মৃতিবাক্যের গ্রাহ্যতা নাই। (৭৮)

প্রতিবাদী মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্যে আগমশাস্ত্রের প্রশংসাপর স্থির করিয়াছেন এবং এই আগমবাক্য যেমন প্রশংসাপর সেইরূপ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই পরাশরবাক্যকেও প্রশংসাপর বলিয়া মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু আগমশাস্ত্রের উদ্দেশ্য কি তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ আগমবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া ব্যখ্যা করিতেন না। আগমশাস্ত্র মোহশাস্ত্র লোকমোহনের নিমিত্ত শিব ও বিষ্ণু আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা

(৭৮) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ। মুরশিদাবাদনিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণপ্রভৃতিও এই আপত্তি করিয়াছেন।

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবঃ শশিরস্তথা।
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্।
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি সহস্রশঃ॥ (৭৯)

বিষ্ণু ও শিব কাপাল নাকুল বাম পূর্ব্বভৈরব পশ্চিমভৈরব পাঞ্চরাত্র পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র করিয়াছেন।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্রমম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।
প্রথমং হি মযৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্॥ (৮০)

দেবি শ্রবণ কর যথাক্রমে মোহশাস্ত্রসকল বলিব। যে মোহশাস্ত্রের শ্রবণমাত্রে জ্ঞানীরাও পতিত হয়। শৈব পাশুপত প্রভৃতি মোহশাস্ত্র আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি।

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠা তু তামসী।
করালভৈরবং চাপি যামলং বামমেব চ।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি তু।
ময়া সৃষ্টানি চান্যানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে॥ (৮১)

এইলোকে বেদবিরুদ্ধ ও স্মৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় সে সমুদায়ের তামসী গতি অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে অন্তে অধোগতি হয়। করালভৈরব যামল বাম ও এইরূপ অন্যান্য মোহশাস্ত্র সকল ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত আমি সৃষ্টি করিয়াছি।

এইরূপে আগমশাস্ত্রকে শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ মোহশাস্ত্র স্থির করিয়া অধিকারিভেদে কোন কোন অংশ গ্রাহ্য কহিয়াছেন। যথা

তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে।
সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্॥ (৮২)

তথাপি অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ হইলেও আগমোক্ত [illegible]র যে অংশ বেদবিরুদ্ধ না হয় কোন কোন অধিকারীর পক্ষে সেই অংশ প্রমাণ।

আগমশাস্ত্রের অধিকারী কে তাহাও নিরূপিত হইয়াছে। যথা

শ্রুতিভ্রষ্টঃ স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।
ক্রমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যর্থং ব্রাহ্মণস্তন্ত্রমাশ্রয়েৎ।

[৭৯] নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত কূর্ম্মপুরাণ।
[৮০] নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত পদ্মপুরাণ।
[৮১] মলমাসতত্ত্বধৃত কূর্ম্মপুরাণ।
[৮২] নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত সূতসংহিতা।

পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্রং বৈখানসাভিধম্ ।
বেদভ্রষ্টান্ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্তবান্ ॥ (৮৩)

বেদভ্রষ্ট এবং স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিত্তপরাঙমুখ ব্রাহ্মণ ক্রমে বেদ সিদ্ধির নিমিত্তে তন্ত্রশাস্ত্র আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু বেদভ্রষ্টদিগের নিমিত্তে পাঞ্চরাত্র ভাগবত বৈখানসমন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র করিয়াছেন।

এইরূপ মোহশাস্ত্র সৃষ্টি করিবার তাৎপর্য্যও পদ্মপুরাণে ব্যখ্যাত হইয়াছে। যথা

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু ।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা । (৮৪)

বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন

তোমার কল্পিত আগমশাস্ত্রসমূহ দ্বারা লোককে আমাতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর তাহা হইলে এই সৃষ্টিপ্রবাহ উত্তোরোত্তর চলিবেক।

অতএব দেখ যখন বিষ্ণু ও শিব উভয়ে পরামর্শ করিয়া লোকমোহনের নিমিত্ত আগমশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং লোকদিগের অনায়াসে মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের শাস্ত্র স্থির করিয়া দিয়া কলিযুগের লোকদিগকে কেবল আগমশাস্ত্র অনুসারে চলিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন তখন কলাবাগমসম্ভবঃ এই আগমবাক্য কোন মতেই প্রশংসাপর হইতে পারে না। কলিযুগে কেবল আগম শাস্ত্র অনুসারেই চলিতে হইবেক ইহাই ঐ মোহজনক আগম বাক্যের অর্থ ও তাৎপর্য্য। আর যখন আগমশাস্ত্র কেবল লোকমোহনের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছে তখন পূর্ব্বোক্ত আগমবাক্য অবলম্বন করিয়া কলিকালে স্মৃতিশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রতিপন্ন করিবার সম্ভাবনাও নাই আগম বেদবিরুদ্ধ মোহনশাস্ত্র স্মৃতি বেদানুযায়ী ধর্ম্মশাস্ত্র। অতএব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আগমবাক্যকে প্রশংসাপর স্থির ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য করিয়া কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই পরাশরবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়া মীমাংসা করা কোনমতেই বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

(৮৩) নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত শাম্বপুরাণ।

(৮৪) নাগোজীভট্টকৃত সপ্তশতী ব্যাখ্যাধৃত।

১৫—মনুসংহিতাতে

চারিযুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম
নিরূপণ করা নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্র কাহাকে বলে যাজ্ঞবল্ক্যবচনানুসারে তাহার নিরূপণ করিয়া আমি কহিয়াছিলাম এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে এই সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে সকল যুগেই সে সমুদায় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথমাধ্যায়ে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে হপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥ ৮৫॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তিহ্রাসহেতু সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে তবে কলিযুগের লোকদিগকে কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই মাত্র নির্দ্দেশ আছে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই। কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কেবল পরাশরপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ আছে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহিয়াছেন

কোন্ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া সাহসপূর্ব্বক কহেন যে মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাদি কলি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মের ভিন্নত্ব প্রদর্শন করান নাই। অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা ইত্যাদি মনুক্তসংহিতার একটী বচনকে ধৃত করিয়াই কি বিমল যুগলায়তন নয়ন দ্বয়কে মুদ্রিত করিয়াছিলেন তৎপরে যে চতুর্যুগের ধর্ম্ম মনু নিরূপণ করিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই।

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥

ইতি মনুঃ।

সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা। ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম ॥ (৮৫)

প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য এই যে ভগবান্ মনু অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাঃ এই বচনে যে যুগভেদে ধর্ম্মভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন তৎপরবর্ত্তী তপঃ পরং কৃতযুগে এই বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং মনুসংহিতাতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা নাই আমার এই কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া উঠিল। এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে প্রতিবাদী মহাশয়েরা এই যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্ব বচনে যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই নির্দ্দেশ আছে পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। বিশেষতঃ প্রতিবাদী মহাশয়েরা পরবচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন তাহাও ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ নহে। অতএব ঐ দুই বচন অর্থ সহিত যথাক্রমে লিখিত হইতেছে দৃষ্টি করিলে পাঠকবর্গ অনায়াসে অবগত হইতে পারিবেন প্রতিবাদী মহাশয়দিগের অভিলষিত মীমাংসা সংলগ্ন হইতে পারে কি না।

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ ॥ ৮৫ ॥

যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হেতু সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য কলিযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য।

তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৮৬ ॥

সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা ত্রেতাযুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বাপরযুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম দান।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্ব্ববচনে সত্যযুগের ধর্ম্ম সকল অন্য ইত্যাদি দ্বারা ভগবান্ মনু ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই ব্যবস্থা করিয়াছেন পরবচনে সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা ইত্যাদি

(৮৫) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ও তাঁহার সহকারিগণ।

দ্বারা সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইল কি না। পূর্ব্ব বচনে প্রত্যেক যুগের ধর্ম্ম সকল ভিন্ন এই নির্দ্দেশ আছে পরবচনে কোন্ যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি ইহারই নিরূপণ আছে সুতরাং পরবচনের পূর্ব্ব বচনের সহিত কোন সংস্রব দৃষ্ট হইতেছে না। কোন্ যুগের প্রধান ধর্ম্ম কি ইহা নিরূপণ করাতে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম কিরূপে নিরূপণ করা হইল। বিশেষতঃ পূর্ব্ব বচনে ধর্ম্ম সকল ভিন্ন এইরূপ নির্দ্দেশ আছে সুতরাং ধর্ম্ম সকল বলাতে সেই সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু পর বচনে কেবল এক এক যুগের এক একটী ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করাতেই কি সেই সেই যুগের যাবতীয় ধর্ম্মের কথা বলা হইল। অতএব পূর্ব্ব বচনে যখন ধর্ম্ম সকল বলিয়া সেই সেই যুগের সমুদায় ধর্ম্মের উল্লেখ আছে এবং পরবচনে যখন সেই সেই যুগের এক একটী মাত্র ধর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে এবং তাহাও প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে তখন পূর্ব্ববচনে যে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম এই নির্দ্দেশ আছে পরবচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে একথা কোন মতেই সঙ্গত হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা তপঃ পরং কৃতযুগে এই বচনের সত্যযুগের ধর্ম্ম তপস্যা ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বাপরযুগের ধর্ম্ম যজ্ঞ কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের বেলায় ধর্ম্ম এই মাত্র কহিয়াছেন প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই আর কলিযুগের বেলায় কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এস্থলেও প্রধান শব্দ না দিয়া কেবল শব্দ দিয়াছেন। এরূপ ব্যাখ্যাকে যথার্থ ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে এই অর্থ প্রতিপন্ন হয় যে সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যথা ক্রমে তপস্যা জ্ঞান ও যজ্ঞ ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম ছিল না আর কলিতে কেবল এক দান ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মই নাই। এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। তাঁহাদের মতে কেবল এক দানই কলিযুগের ধর্ম্ম অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। সুতরাং ব্রত উপবাস জপ হোম দেবার্চ্চনা তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি কলিযুগের ধর্ম্ম

নহে। বস্তুতঃ তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগের ধর্ম্ম কেবল তপস্যা প্রভৃতি এক একটী সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের প্রধান ধর্ম্ম ইহাই মনু-বচনের অর্থ ও তাৎপর্য্য। ঐ বচনে পর ও এক শব্দ তপস্যা প্রভৃতির বিশেষণ আছে। পর ও এক শব্দে প্রধান এই অর্থও বুঝায় কেবল এই অর্থও বুঝায়। বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়েরা ঐ দুই শব্দের কেবল এই অর্থ বুঝিয়া ঐ রূপ বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বচনে পর ও এক শব্দে যে কেবল এই অর্থ না বুঝাইয়া প্রধান এই অর্থ বুঝাই-বেক ইহা কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা

> যদ্যপি তপঃপ্রভৃতীনি সর্ব্বাণি সর্ব্বযুগেষ্বনুষ্ঠেয়ানি তথাপি সত্য যুগে তপঃ প্রধানং মহাফলমিতি জ্ঞাপ্যতে এবমাত্মজ্ঞানং ত্রেতা যুগে দ্বাপরে যজ্ঞঃ দানং কলৌ।

যদিও তপস্যা প্রভৃতি সকলই সকল যুগে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য তথাপি সত্যযুগে তপস্যা প্রধান অর্থাৎ তপস্যার মহৎ ফল এইরূপ ত্রেতাযুগে আত্ম-জ্ঞান দ্বাপরে যজ্ঞ কলিতে দান।

১৬—পরাশরসংহিতাতে

পতিতভার্য্যা ত্যাগ নিষেধ ও পতিতপতি প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই।

কেহ কহিয়াছেন

১। পরাশরসংহিতাতে পতিতভার্য্যা ত্যাগ করিতে নিষেধ আছে সুতরাং পতিত পতি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না।

২। পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠ্যাদি ব্যাধিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে সুতরাং পতিত পতি ত্যাগ করিয়া অন্য পতি করা পরাশরের অভিপ্রেত হইতে পারে না। (৮৬)

এস্থলে আমার বক্তব্য এই যে পরাশরসংহিতার কোন অংশেই পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় কোন্ বচন দেখিয়া এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা লক্ষিত হইতেছে না। বোধ হয়

অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্তজন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

* যে ব্যক্তি অদুষ্টা অপতিতা ভার্য্যাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিবেক সে সাত জন্ম স্ত্রী হইয়া জন্মিবেক এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হইবেক।

এই বচনে অপতিত ভার্য্যা ত্যাগের যে নিষেধ আছে প্রতিবাদী মহাশয় তদ্দৃষ্টেই পতিত ভার্য্যা ত্যাগের নিষেধ বলিয়া বোধ করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয় আপত্তির তাৎপর্য্য এই যে গলৎকুষ্ঠী ও তৎসদৃশ অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পতিত। যদি তাদৃশ পতিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতেও নিষেধ রহিল তাহা হইলে পতিত পতিকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবেক ইহা পরাশরের অভিপ্রেত কহিলে দুই কথা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা অনুসারে যদিই পরাশরসংহিতাতে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিবার নিষেধ থাকে তাহা হইলেও পতিত পতি ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার বিধি অসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ বিবাহবিধায়ক

(৮৬) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্ন।

বচনে পতিত পতি ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিবার বিধি আছে। আর অপর বচনে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে পতিত শব্দের প্রয়োগ নাই। সুতরাং বিষয়ভেদ ব্যবস্থা করিলেই বিরোধ পরিহার হইতে পারে। অর্থাৎ গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতি যদি পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে আর তিনি পতিত নহেন। আর যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পতিতই থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে পারে। সুতরাং আর উভয় বচনের বিরোধ থাকিতেছে না।

কিন্তু যে বচনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে ঐ বচনে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝায় এমন শব্দই নাই সুতরাং ওরূপ আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। যথা

দরিদ্রং ব্যাধিতঞ্চ মূর্খঞ্চ ভর্ত্তারং যা ন মন্যতে।
সা মৃতা জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥

যে স্ত্রী দরিদ্র ব্যাধিত মূর্খ স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করে সে মরিয়া সর্পী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়।

বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয় ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। কিন্তু ব্যাধিত শব্দের যে যে স্থলে প্রয়োগ আছে সর্ব্বত্রই রোগী এই মাত্র অর্থ বুঝায় পাতিত্যসূচকরোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি বুঝায় না। যথা

হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রো ন বাহয়েৎ। ৮৭

ব্রাহ্মণ হীনাঙ্গ ব্যাধিত ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

এস্থলে ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পীড়িত বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না।

ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ।
অন্যথাশাস্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ॥ ৮৮

ব্যাধিত কুপিত বিষয়াসক্ত এবং অন্যথাশাস্ত্রকারী পিতা ধন বিভাগে প্রভু নহেন।

(৮৭) পরাশরসংহিতা। দ্বিতীয় অধ্যায়।

(৮৮) নারদসংহিতা। ত্রয়োদশ বিবাদপদ।

অর্থাৎ পিতা পীড়াবশতঃ বুদ্ধিবিচলিত অথবা কোন পুত্রের উপর কুপিত বা একান্ত বিষয়াসক্ত কিম্বা অন্যথাশাস্ত্রকারী অর্থাৎ যথাশাস্ত্র ভাগ করিয়া দিতে অসম্মত হন তাহা হইলে তিনি ধনবিভাগে প্রভু নহেন অর্থাৎ তৎকৃত ধনবিভাগ অসিদ্ধ। এস্থলেও ব্যাধিত শব্দে পীড়িত বুঝাইতেছে গলৎকুষ্ঠী প্রভৃতি পতিত বুঝাইতেছে না।

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

হে কুন্তীনন্দন দরিদ্রের ভরণ কর ধনবান্‌কে ধন দিও না ব্যাধিত ব্যক্তির ঔষধ আবশ্যক নীরোগী ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি।

এস্থলেও ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে না। এইরূপে যে যে স্থলে ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে সর্ব্বত্রই পীড়িত এই অর্থ বুঝাইয়া থাকে কোন স্থলেই পাতিত্যসূচক রোগাক্রান্ত গলৎকুষ্ঠ্যাদি বুঝায় না। আর সাহচর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেও দরিদ্রং ব্যাধিতং মূর্খম্ এই বচনে ব্যাধিত শব্দে গলৎকুষ্ঠ্যাদি রূপ অর্থ বুঝাইতে পারে না। কারণ দরিদ্র ও মূর্খের সঙ্গে সামান্য রোগীর গণনা করাই সম্ভব গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিতের গণনা করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না। আর অমরসিংহপ্রণীত অভিধানে ব্যাধিত শব্দের পর্য্যায় দৃষ্টি করিলেও ব্যাধিত শব্দে যে সামান্য রোগী বুঝায় পতিত বুঝায় না তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যথা

আময়াবী বিকৃতো ব্যাধিতোঽপটুঃ।
আতুরোঽভ্যমিতোঽভ্যান্তঃ॥ [৮৯]

আর মনুসংহিতা দৃষ্টি করিলেও এস্থলে ব্যাধিত শব্দে যে গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইবেক না সে বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। যথা

অতিক্রামেৎ প্রমত্তং যা মত্তং রোগার্ত্তমেব বা।
সা ত্রীন্ মাসান্ পরিত্যাজ্যাবিভূষণপরিচ্ছদা॥ ৯।৭৮॥

উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্॥ ৯।৭৯॥

[৮৯] মনুষ্যবর্গ।

যে স্ত্রী প্রমত্ত মত্ত অথবা রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহাকে বসন ভূষণ কাড়িয়া লইয়া তিন মাস পরিত্যাগ করিবেক ॥৭৮॥ যদি স্ত্রী উন্মত্ত পতিত ক্লীব পুত্রোৎপাদনশক্তিহীন অথবা কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহা হইলে তাহাকে ত্যাগ করিবেক না ও তাহার ধন কাড়িয়া লইবেক না ॥৭৯।

এস্থলে মনু পূর্ব্ব বচনে রোগার্ত্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দণ্ড বিধান করিয়া পর বচনে পতিত ও কুষ্ঠ্যাদিরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে দণ্ডাভাব লিখিয়াছেন।

অতএব ব্যাধিত শব্দে যদি গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিত এই অর্থ না বুঝাইল তবে প্রতিবাদী মহাশয় সেই অর্থ অবলম্বন করিয়া এই বচনের বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেই আপত্তি কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।

১৭—স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য আছে।

কেহ মীমাংসা করিয়াছেন

বিদ্যাসাগর মহাশয় যে যে যুক্তি দ্বারা বিধবা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা লিখিয়াছেন তাহা অকিঞ্চনের বিবেচনায় যে যে হেতুতে অযুক্ত তাহা অগ্রে লিখিয়া যে বচনে বিধবা বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা তিনি কহেন অকিঞ্চনের বিবেচনায় তাহার যাহা সদর্থ তাহা তৎপরে লেখা কর্ত্তব্য হইল তিনি স্বকৃত পুস্তকে

অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মা স্ত্রেতায়াং দ্বাপরেহপরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

মনুসংহিতার এই বচনটী লিখিয়া যুগ ভেদে ধর্ম্ম প্রভেদ থাকা বর্ণন করিয়া কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সে সমুদায়ের নিরূপণ এতৎ প্রসঙ্গে পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের

কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খ লিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥

এই শ্লোকটীর উল্লেখে মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম কলিযুগের অননুষ্ঠেয় কেবল পরাশর প্রণীত ধর্ম্মই কলিযুগের অনুষ্ঠেয় ইহারি যে সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না, কারণ এই যে বেদার্থ মীমাংসক ভগবান্ জৈমিনি যে রূপ রীতিতে বেদার্থ করিবার উপদেশ দিয়াছেন তদনুযায়ি বেদানুসারি স্মৃত্যাদির অর্থাবধারণও করিতে হইবেক মীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান্ জৈমিনির এই উপদেশ। যথা

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরি অর্থাৎ যে বাক্যে কোন বিধি আছে তাহারি প্রামাণ্য হয় ইহাতে অর্থবাদের ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মন্ত্রার্থবাদে পাছে দোষারোপ হয় তন্নিবারণার্থে ভগবান্ জৈমিনি ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন যথা।

স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে অর্থবাদ বিধি স্তাবকত্বে অন্বিত হয়, কৃতেতু মানবোধর্ম্মঃ ইত্যাদি বচনে লিঙ অথবা লিঙর্থক লোটাদি নাই অর্থাৎ বিধিবোধক কোন পদ নাই সুতরাং তদ্বচন স্তাবকত্বে অন্বিত হওয়া ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

অতএব কলি যুগের ধর্ম্মবক্তা কেবল ভগবান্ পরাশর ইহা কৃতেতু ইত্যাদি বচনার্থ নহে, অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকা পূর্ব্বে লিখিয়াছি পুনরুক্তির প্রয়োজনাভাব। (৯০)

প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই যে কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এ স্থলে বিধিবোধক পদ নাই অতএব এ বচন অর্থবাদ সুতরাং এ বচনের প্রামাণ্য নাই। যদি কৃতে তু মানবো ধর্ম্মঃ এবচনের প্রামাণ্য না রহিল তাহা হইলে কলিযুগে পরাশরোক্ত ধর্ম্ম গ্রাহ্য এ কথারও প্রামাণ রহিল না।

ভগবান্ জৈমিনি প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত সূত্রদ্বয়ে যে প্রণালীতে বেদার্থ মীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন সেই প্রণালীতেই বেদানুযায়ী স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেরও মীমাংসা করিতে হইবেক প্রতিবাদী মহাশয় ইহার কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। কেবল তাঁহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই ঋষিবাক্যের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রত্যুত ভগবান্ জৈমিনি উক্ত দুই সূত্রে বেদার্থমীমাংসার যে প্রণালী উপদেশ করিয়াছেন স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসা স্থলে সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

> অথোচ্যেত স্মৃতীনাং ধর্ম্মশাস্ত্রত্বাত্তাসু ধর্ম্মমীমাংসানুসর্ত্তব্যা তস্যাং ন কস্যাপ্যর্থবাদস্য বাক্যার্থে প্রামাণ্যমভ্যুপগম্যত ইতি তদেতদ্বচনং স্মৃতিভক্তমন্যস্য মীমাংসকম্মন্যস্য চানর্থায়ৈব স্যাৎ মুষকভয়াৎ স্বগৃহংদগ্ধমিতি ন্যায়াবতারাৎ কস্যাচিদর্থবাদস্য স্বার্থে প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি ভয়েনার্থবাদৈকপ্রসিদ্ধানাং স্বর্গ্গাৎ মন্বাদীনাং মীমাংসাসূত্রকৃজ্জৈমিনেশ্চ সদ্ভাবস্যৈব পরিত্যক্তব্যত্বাদ শেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাচ্চ। তস্মাৎ প্রমাণমেব ভূতার্থবাদঃ। [৯১]

[৯০] কান্ধশালী নিবাসী শ্রীযুত বাবু শিবনাথ রায়।

[৯১] পরাশরভাষ্য।

যদি বল স্মৃতিসকল ধর্ম্মশাস্ত্র সুতরাং ভগবান্ জৈমিনি ধর্ম্মমীমাংসার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন তদনুসারেই স্মৃতির মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম্ম মীমাংসা প্রণালীতে অর্থ বাদের প্রামাণ্য নাই অতএব স্মৃতির মীমাংসাস্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই।

এরূপ কহিলে স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসকাভিমানী উভয়েরই বিপদ্ উপস্থিত হয়। মুষিকের উৎপাত ভয়ে আপন গৃহ দগ্ধ করিয়াছিল সেই কথা উপস্থিত হইল। কখন কোন অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য উপস্থিত হইবেক এই ভয়ে অর্থবাদমাত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করিলে মনুপ্রভৃতি স্মৃতিকর্ত্তা ও মীমাংসাশাস্ত্রকর্ত্তা জৈমিনি কোন কালে বিদ্যমান ছিলেন একথাও অস্বীকার করিতে হয় কারণ তাঁহাদের বিদ্যমানতা বিষয়ে অর্থবাদ ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। এবং সমুদায় ইতিহাস শাস্ত্রের প্রামাণ্য লোপ হয়। অতএব অবশ্যই অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক।

অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই সুতরাং কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই অর্থবাদ বাক্য অপ্রমাণ প্রতিবাদী মহাশয়ের এই মীমাংসা সম্যক্ বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

প্রতিবাদী মহাশয় কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এস্থলে অর্থবাদের প্রামাণ্য লোপের চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু স্থলান্তরে অর্থবাদের প্রামাণ্য স্বীকার পূর্ব্বক কহিয়াছেন

"অপিচ ছান্দোগ্যে ব্রাহ্মণে মনুর্বৈ যৎকিঞ্চিদবদত্তদ্ভেষজং ভেষজতায়া ইতি"। এই বেদ প্রমাণ এবং বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে অস্যার্থঃ বেদার্থ উপনিবন্ধন হেতুক সর্ব্বস্মৃত্যপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্যতা আছে মন্বর্থ বিপরীতা স্মৃতি মান্য হয় না অর্থাৎ অন্য সংহিতার কোন বচনের যথাশ্রুতার্থ যদি মনুবচনের বিপরীত হয় তবে মনুবচনের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া অন্য সংহিতার ঐ বচনের সদর্থোদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

এ স্থলে বক্তব্য এই যে যদি প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এই অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকে তবে প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ এই স্থলেও অর্থবাদের প্রামাণ্য নাই। কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ এস্থলে যেমন কোন বিধিবোধক পদ নাই অপর স্থলেও সেইরূপ কোন বিধিবোধক পদ নাই। যদি প্রতিবাদী মহাশয়

প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ এই অর্থবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া মনু-স্মৃতি সকল স্মৃতি অপেক্ষা প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন তাহা হইলে কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতঃ এই অর্থবাদবাক্য অনুসারে কলিযুগে পরাশরস্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক এ ব্যাখ্যা করিবার বাধা কি। এই দুই অর্থবাদবাক্যের কোন অংশে কোন প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না।

১৮—বাগ্দানের পর বর অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার পুনর্দ্দান নিষেধ নাই।

কেহ কেহ কহিয়াছেন

যদি বাগ্দানের পর বর মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশাদি হইলে বাগ্দত্তা কন্যার আর বিবাহ হইতে না পারে তবে বিবাহ হইয়া বিধবা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ কিরূপে হইতে পারে (৯২)।

যাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা আমি পূর্ব্ব পুস্তকে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। কারণ বাগ্দানের পর বর অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না আমার লিখনের কোন অংশ দ্বারাই এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। আমি এই মাত্র কহিয়াছিলাম যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এই ব্যবহার ছিল যে কোন ব্যক্তিকে বাগ্দান করিয়া পরে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই কন্যা দান করিত বৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা ঐ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহাকে বাগ্দান করিবেক তাহাকেই কন্যাদান করিবেক পরে পূর্ব্ব বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে পূর্ব্ব বরকে না দিয়া উৎকৃষ্ট বরকে দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইবে তাহাকেই কন্যাদান করিবে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেক না। এই নিমিত্তই ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন

> এতত্তু ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ।
> যদন্যস্য প্রতিজ্ঞায় পুনরন্যস্য দীয়তে॥ ৯। ৯৯।

কখন কোন সাধু এক জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া পুনরায় অন্যকে দান করেন নাই।

আমার লিখন দ্বারা এই অভিপ্রায়ই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে কষ্ট কল্পনা করিলেও বাগ্দানের পর বর মরিলে কিম্বা অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না।

---

(৯২) ভাটপাড়া নিবাসী শ্রীযুত রামদয়াল তর্করত্নপ্রভৃতি।

১৯—পরাশরের

বিবাহ বিধি

নীচজাতি বিষয়ে নহে।

কেহ প্রথমতঃ পরাশরবচনকে বাগ্দত্তা বিষয়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া পরিশেষে কহিয়াছেন

কিম্বা নীচ জাতির এই প্রকার স্বামী হইলে অন্য পতি করিবে ইহা পরাশরভাষ্যকৃৎ মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন (৯৩)।

এস্থলে বক্তব্য এই যে মাধবাচার্য্য পরাশর ভাষ্যের কোন স্থলেই বিবাহবিধায়ক বচনকে নীচজাতিবিষয়ক বলিয়া ব্যবস্থা করেন নাই। অতএব প্রতিবাদী মহাশয় পরাশরভাষ্য না দেখিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় এ দেশের এক জন বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত পরাশরভাষ্য না দেখিয়া কেবল অনুমান বলে অনায়াসে পরাশরভাষ্যে এরূপ লেখা আছে বলা তাঁহার মত বিখ্যাত পণ্ডিতের পক্ষে অতি অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে। ফলতঃ অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করা অতি আবশ্যক ছিল।

(৯৩) আগড়পাড়া নিবাসী শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চূড়ামণি।

২০—পিতা বিধবা কন্যাকে পুনরায় দান করিতে পারেন।

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন কন্যার দানাধিকারী কে হইবেক। পিতা যখন একবার দান করিয়াছেন তখন তাঁহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে। যদি কন্যাতে আর তাঁহার স্বত্ব না রহিল তবে তিনি কি প্রকারে পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে সেই কন্যা দান করিতে পারেন।

ইদানীং আমাদিগের দেশে দুই প্রকার মাত্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে ব্রাহ্ম ও আসুর অর্থাৎ কন্যাদান ও কন্যাবিক্রয়। এই দান ও বিক্রয় শব্দ অন্যান্য স্থলের দান ও বিক্রয় শব্দের সমানার্থক নহে। অন্যান্য দান ও বিক্রয় স্থলে দৃষ্ট হইতেছে যে যে ব্যক্তির যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে সেই সে বস্তুর দান অথবা বিক্রয় করিতে পারে। একবার দান অথবা বিক্রয় করিলে সে ব্যক্তির সে বস্তুতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায় সুতরাং আর সে ব্যক্তির সে বস্তু দান অথবা বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে না। ভূমি গৃহ উদ্যান গো অশ্ব মহিষ প্রভৃতির দান বিক্রয় স্থলে এই নিয়ম পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দান বিক্রয়ের সহিত কন্যাসংক্রান্তদান বিক্রয়ের কোন অংশেই সাম্য নাই। ভূমি ধেনু প্রভৃতি স্থলে যে ব্যক্তির স্বত্ব থাকে সেই দান করিতে পারে যে ব্যক্তির স্বত্ব না থাকে সে কদাচ দান করিতে পারে না। যদি দৈবাৎ দানাদি করে সেই দানাদি অস্বামিকৃত বলিয়া অসিদ্ধ হয়। কিন্তু কন্যাদান স্থলে সেরূপ নিয়ম নহে। বিবাহস্থলের দান বাচনিক দান। শাস্ত্রকারেরা দানকে বিবাহবিশেষের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র। এই বিবাহাঙ্গ দান যে কোন ব্যক্তি করিলেও বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কন্যাতে যাহার স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা সে ব্যক্তি দান করিলেও যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয় যে ব্যক্তির কন্যাতে স্বত্ব থাকিবার কোন কালে কোন সম্ভাবনা নাই সে ব্যক্তি দান করিলেও বিবাহ সেইরূপ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্যান্য বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই সে ব্যক্তি কখন সে বস্তুর দানাধিকারী হয় না কিন্তু সজাতীয় ব্যক্তিমাত্রেই বিবাহাঙ্গ কন্যাদানের অধিকারী হইয়া থাকেন। যথা

পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।
মাতামহোমাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধব স্তথা।
মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ স্বজাতয়ঃ॥ [৯৪]

পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন অথবা ভ্রাতা পিতার অনুমতি ক্রমে দান করিবেন। এবং মাতামহ মাতুল জ্ঞাতি বান্ধব কন্যা দান করিবেন। সকলের অভাবে মাতা কন্যা দান করিবেন যদি তিনি প্রকৃতিস্থা হন তিনি অপ্রকৃতিস্থা হইলে সজাতীয়েরা কন্যা দান করিবেন।

দেখ শাস্ত্রকারদিগের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে ভূমিদান ধেনু দান প্রভৃতির নিয়ম সকল কন্যাদান স্থলেও খাটিবেক অর্থাৎ যাহার স্বত্ব থাকে সেই দান করিতে পারে আর যাহার স্বত্ব না থাকে সে দান করিতে পারে না তাহা হইলে জ্ঞাতি বান্ধব ও সজাতীয়েরা কিরূপে দানাধিকারী হইতে পারেন। কন্যাতে পিতা মাতারই স্বত্ব থাকিবার সম্ভাবনা মাতামহ মাতুল জ্ঞাতি বন্ধু ও সজাতীয়দিগের স্বত্ব থাকিবার কোন মতে কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভূমিদান ধেনুদান প্রভৃতির ন্যায় কন্যাদান স্থলে যাহার স্বত্ব থাকিবেক সেই দান করিতে পারিবেক এইরূপ নিয়ম হইত তাহা হইলে মাতামহাদিকে কন্যাদানে অধিকারী বলিয়া শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিতেন না এবং মাতাই বা সর্ব্বশেষে দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন কেন পিতার পরে মাতার দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত ছিল। বস্তুতঃ ভূমি ধেনু প্রভৃতিতে যেরূপ স্বত্ব থাকে কন্যাতে সেরূপ স্বত্ব নাই। যদি কন্যাতেও সেইরূপ স্বত্ব থাকিত তাহা হইলে পিতার অসম্মতিতে অন্যকৃত কন্যাদান অস্বামিকৃত বলিয়া অসিদ্ধ হইতে পারিত। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে যে পিতার অজ্ঞাতসারে ও সম্পূর্ণ অসম্মতিতে অন্য ব্যক্তিতে কন্যার বিবাহ দেয়। কিন্তু সে বিবাহ সিদ্ধ হয় কেন। পিতা তাঁহার স্বত্বাস্পদীভূত কন্যার অন্যকৃত দান অস্বামিকৃত বলিয়া রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া সেই দান অসিদ্ধ করিতে না পারেন কেন। অন্যের ভূমি ও ধেনু অন্য ব্যক্তি দান করিলে সে দান কখন সিদ্ধ হয় না। রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেই সেই দান অস্বামিকৃত বলিয়া অপ্র-

[৯৪] উদ্বাহতত্ত্বধৃত নারদবচন।

মাণ হইয়া যায়। অতএব কন্যাদান স্থলের দান বাচনিক দান মাত্র ভুমি ধেনু প্রভৃতির ন্যায় স্বত্বমূলক দান নহে। যদি কন্যাদান স্বত্বমূলক দান না হইয়া বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইল তখন পিতা একবার এক ব্যক্তিকে দান করিয়া সেই সম্প্রদানের মৃত্যু অথবা অন্যবিধ কোন বৈগুণ্য ঘটিলে সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিতে না পারিবেন কেন কন্যার প্রথম বিবাহ কালে পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাম্ ইত্যাদি বচনে দানের যেরূপ বিধি আছে অন্যান্য বচনে বিবাহিতা কন্যার বিষয় বিশেষে পাত্রান্তরে দান করিবার সেইরূপ বিধি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যথা

সতু যদ্যন্যজাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব চ।
বিকর্ম্মস্থঃ সগোত্রো বা দাসোদীর্ঘাময়োঽপিবা।
উঢ়াপি দেয়া সান্যস্মৈ সহাভরণভূষণা॥

যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায় সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয় পতিত ক্লীব যথেষ্টাচারী সগোত্র দাস অথবা চিররোগী হয় তাহা হইলে বিবাহিতাকন্যা-কেও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা করিবা অন্য পাত্রে সম্প্রদান করিবেক।

দেখ এস্থলে বিবাহিতা কন্যাকেও যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করি-বার স্পষ্ট বিধি আছে। যদি একবার কন্যা দান করিলে আর কোন অবস্থায় সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পিতার অধিকার না থাকিত তাহা হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন পতি পতিত ক্লীব চিররোগী প্রভৃতি হইলে বিবাহিতা কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবার এমত সুস্পষ্ট বিধি দিতেন না। আর এই বিষয়ে কেবল বিধি মাত্র পা-ওয়া যাইতেছে এমত নহে পিতা বিধবা কন্যাকে পাত্রান্তরে দান করি-য়াছেন তাহারও স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে। যথা

অর্জ্জুনস্যাত্মজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বীর্য্যবান্।
সুতায়াং নাগরাজস্য জাতঃ পার্থেন ধীমতা।
ঐরাবতেন সা দত্তা হ্যনপত্যা মহাত্মনা।
পত্যৌ হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা॥

নাগরাজের কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান্ নামে এক শ্রীমান্ বীর্য্যবান্ পুত্র জন্মে। সুপর্ণকর্ত্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিধবা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলেন।

অতএব দেখ যখন কন্যাদান স্বত্বমূলক দান না হইয়া বিবাহের অঙ্গ বাচনিক দান মাত্র হইতেছে যখন শাস্ত্রে বিবাহিতা কন্যার পুনরায় যথাবিধানে পাত্রান্তরে সম্প্রদান করিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে এবং যখন বিধবা কন্যা পিতা কর্তৃক পাত্রান্তরে দত্তা হইয়াছে তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তখন কন্যা দান করিলে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায় সুতরাং পিতা সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে পারেন না এই আপত্তি কোন মতেই বিচারসিদ্ধ হইতেছে না।

২১—বিধবার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক বিধবার বিবাহ দিতে হইলে সম্প্রদান কালে কোন্ গোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক। এবিষয়ের নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমতঃ গোত্রশব্দের অর্থ কি তাহাই নিরূপণ করা আবশ্যক। গোত্রশব্দের অর্থ এই

> বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্ভরদ্বাজো গোতমঃ অত্রির্বশিষ্ঠঃ কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদ্গোত্রমিত্যাচক্ষতে। (৯৫)

বিশ্বামিত্র জমদগ্নি ভরদ্বাজ গোতম অত্রি বশিষ্ঠ কাশ্যপ ও অগস্ত্য এই আট ঋষির যে সন্তানপরম্পরা তাহাকে গোত্র বলে।

> জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
> বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ।
> এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে॥ (৯৬)

জমদগ্নি ভরদ্বাজ বিশ্বামিত্র অত্রি গোতম বশিষ্ঠ কাশ্যপ অগস্ত্য এই কয়েক মুনি গোত্রকারক। ইঁহাদের সন্তানপরম্পরাকে গোত্র বলে। (৯৭)

এই উভয় শাস্ত্র অনুসারে জমদগ্নি প্রভৃতি আট মুনির সন্তানপরম্পরার নাম গোত্র। সুতরাং গোত্রশব্দের অর্থ বংশ। অমুক অমুকগোত্র বলিলে অমুক অমুক মুনির বংশে জন্মিয়াছে অথবা অমুক মুনি অমুকের বংশের আদিপুরুষ ইহাই প্রতীয়মান হয়।

এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক বিবাহকালে কিরূপে গোত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিয়াছেন

[৯৫] পরাশরভাষ্যধৃত বৌধায়নবচন।

[৯৬] পরাশরভাষ্য ও উদ্বাহতত্ত্বধৃত স্মৃতি।

[৯৭] এতেষাঞ্চ গোত্রাণামবান্তরভেদাঃ সহস্রসংখ্যকাঃ। পরাশরভাষ্য। দ্বিতীয়অধ্যায়।

এই সকল গোত্রের সহস্র অবান্তর ভেদ আছে।

বরগোত্রং সমুচ্চার্য্য প্রপিতামহপূর্ব্বকম্।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়েদ্বিদ্বান্ কন্যায়াশ্চৈবমেব হি॥ (৯৮)

বরের প্রপিতামহ পূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া নাম উচ্চারণ করিবেক কন্যারও এইরূপ।

অর্থাৎ বরের প্রপিতামহ পিতামহ ও পিতার নামোল্লেখপূর্ব্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার নাম উল্লেখ করিবেক। বরের ন্যায় কন্যারও প্রপিতামহাদির নাম উচ্চারণ করিয়া পরিশেষে তাহার গোত্র ও নাম উচ্চারণ করিবেক। অর্থাৎ কন্যা কাহার প্রপৌত্রী কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী এবং কন্যার গোত্র কি এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া কন্যার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবেক। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে কন্যা কাহার প্রপৌত্রী কাহার পৌত্রী ও কাহার পুত্রী ও কোন্ বংশে জন্মিয়াছে এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া বিবাহকালে পরিচয় দেওয়া যায়। সুতরাং প্রপিতামহ পিতামহ পিতা ও বংশের আদি-পুরুষের পরিচয়প্রদান বিবাহকালে প্রপিতামহাদির নামোচ্চারণ ও গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য। যখন বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান মাত্র বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য হইতেছে তখন দ্বিতীয় বার বিবাহ কালেও প্রথম বিবাহের ন্যায় পিতৃগোত্রই উল্লেখ করিতে হই-বেক। অন্যগোত্রে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে পিতৃগোত্র উল্লেখের কোন বাধা হইতে পারে না। কারণ যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক তাহার কোন অবস্থাতেই তাহার বংশের বা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। মনে কর কাশ্যপমুনির বং-শোদ্ভবা এক কন্যার শাণ্ডিল্য বংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হ-ইল। এই বিবাহ দ্বারা সেই কন্যার কাশ্যপগোত্রোদ্ভবত্ব লোপ কিরূপে হইতে পারে। যেমন বিবাহ হইলে পিতার পরিবর্ত্ত হয় না পিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না ও প্রপিতামহের পরিবর্ত্ত হয় না সেইরূপ বংশের আ-দিপুরুষেরও পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। যদি তাহা না হইতে পারিল তবে বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখ সময়ে পিতৃগোত্র উল্লেখ না হইবে কেন। বস্তুতঃ অন্যগোত্রোদ্ভব পুরুষের সহিত বিবাহ হইল বলিয়া স্ত্রীর

[৯৮] উদ্বাহতত্ত্বধৃত

যে গোত্র পরিবর্ত্ত হইবেক ইহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

এই মীমাংসা কেবল যুক্তিমাত্রাবলম্বিনী নহে। মহর্ষি কাত্যায়ন কহিয়াছেন

সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্।
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকম্॥ (৯৯)

বিবাহসংস্কারের পর স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে সপিণ্ডীকরণের পর শ্বশুরগোত্রভাগিনী হয়।

দেখ এস্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। যদি তৎকালপর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে রহিল তাহা হইলে জীবদ্দশায় পুনর্ব্বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে। সপিণ্ডীকরণের পর পতিগোত্রভাগিনী হয় ইহারও তাৎপর্য্য এই যে সগোত্র না হইলে পিণ্ডসমন্বয় হয় না। স্ত্রী পতির সগোত্র নহে সুতরাং পতির সহিত স্ত্রীর পিণ্ডসমন্বয় হইতে পারে না। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা পিণ্ডসমন্বয় কালে স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। নতুবা সপিণ্ডীকরণ হইলেই স্ত্রীর বংশ অথবা বংশের আদিপুরুষ রূপ গোত্র পরিবর্ত্ত হইয়া যায় ইহা কদাচ অভিপ্রেত নহে। কারণ বিবাহের পূর্ব্বে কিম্বা বিবাহের পর সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্বে স্ত্রীর যে বংশ ছিল কিম্বা যিনি বংশের আদিপুরুষ ছিলেন সপিণ্ডীকরণ দ্বারা তাহার পরিবর্ত্ত কিরূপে সম্ভব হইতে পারে।

যদি বল

স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে।
পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ (১০০)

বিবাহান্ত সপ্তপদীগমন হইলে স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এবং

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।
ভর্ত্তুর্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥ (১০১)

[৯৯] উদ্বাহতত্ত্বধৃত।
[১০০] উদ্বাহতত্ত্বধৃত লঘুহারীতবচন।
[১০১] উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহস্পতিবচন।

পাণিগ্রহণসম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয় তাহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক।

এই দুই বচনে যখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে স্ত্রীর পিতৃগোত্রভ্রংশ নির্দ্দেশ আছে তখন দ্বিতীয় বার বিবাহকালে পিতৃগোত্র উল্লেখ কিপ্রকারে হইতে পারে। এ আপত্তিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। কাত্যায়ন বচনে যখন সপষ্টাক্ষরে লিখিত আছে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে তখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ হইলে স্ত্রীর পিতৃগোত্র যায় একথা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। তবে হারীত ও বৃহস্পতি বচনের তাৎপর্য্য এই যে সপ্তপদীগমন ও পাণিগ্রহণ হইলে স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয় অর্থাৎ পিতৃকুলের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া পতিকুলে আইসে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃকুলের সহিত অশৌচগ্রহণাদিরূপ যে সম্বন্ধ থাকে বিবাহের পর পিতৃকুলের সহিত সেই সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ইহাই বিবাহানন্তর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইবার তাৎপর্য্য। নতুবা বিবাহদ্বারা স্ত্রীর বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত হইয়া যায় এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে যেরূপ দর্শিত হইয়াছে তদনুসারে বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত্ত কোন ক্রমেই সম্ভবিতে পারে না।

হারীত ও বৃহস্পতি বচনের উত্তরার্দ্ধে পিণ্ডোদক দানকালে পতিগোত্রোল্লেখের যে বিধি আছে তদ্দ্বারাও এই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যার বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। কারণ যদি তাঁহাদের বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য হইত যে স্ত্রী বিবাহের পরেই পতিগোত্রভাগিনী হয় তাহা হইলে উত্তরার্দ্ধে পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখের স্বতন্ত্র বিধি দেওয়ার কি আবশ্যকতা ছিল যেহেতু তদ্ব্যতিরেকেও পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখ বিবাহের পর স্ত্রীর পতিগোত্রভাগিনী বিধান দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিল। অতএব যখন উভয়েই স্ব স্ব বচনের উত্তরার্দ্ধে পিণ্ডোদকদানকালে পতিগোত্রোল্লেখের বিধি দিয়াছেন এবং কাত্যায়ন বচনে যখন সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী পিতৃগোত্রে থাকে বলিয়া সপষ্ট

নির্দ্দেশ আছে তখন বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণ অবধিই স্ত্রী পতিগোত্র ভাগিনী হয় ঐ উভয় বচনের পূর্ব্বার্দ্ধের এরূপ তাৎপর্য্য কদাচ হইতে পারে না। বস্তুতঃ হারীত ও বৃহস্পতি বচনের উত্তরার্দ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে পিণ্ডোদকদানকালেই স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়। আর পূর্ব্বদর্শিত অনুসারে যখন স্ত্রীর আদিপুরুষস্বরূপ গোত্র পরিবর্ত্ত অসম্ভব হইতেছে এবং যখন পিণ্ডসমন্বয়ানুরোধে সপিণ্ডীকরণ কালেই স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনার আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে এবং সামান্য পিণ্ডোদক দানকালে স্ত্রীর পতিসগোত্রত্বকল্পনার সেরূপ আবশ্যকতা লক্ষিত হইতেছে না তখন হারীত ও বৃহস্পতিবচনস্থ পিণ্ডোদক শব্দ সপিণ্ডীকরণবোধক তাহার সন্দেহ নাই। এই পিণ্ডোদক শব্দকে সপিণ্ডীকরণপর বলিয়া ব্যখ্যা করিলে কাত্যায়নবচনের সহিত একবাক্যতা লাভ হইল এবং যুক্তির সহিতও অবিরোধ সিদ্ধি হইল। আর বিবাহযোগ্য কন্যানিবচনস্থলে মাতৃসগোত্রা ও পিতৃসগোত্রা বর্জনের বিধি আছে। কিন্তু বিবাহ হইলে মাতার পতিগোত্র প্রাপ্তি হয় সুতরাং পিতৃসগোত্রাবর্জন দ্বারাই মাতৃসগোত্রাবর্জ্জন সিদ্ধ হওয়াতে মাতৃসগোত্রার স্বতন্ত্র বর্জন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই আশঙ্কা করিয়া কোন কোন সংগ্রহকর্ত্তারা মাতৃসগোত্রাবর্জ্জনস্থলীয় মাতৃ শব্দের অর্থ মাতামহ এই যে কষ্ট কল্পনা করিয়া থাকেন তাহারও পরিহার হইল।

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যদি স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে তবে বিবাহিতা স্ত্রী জীবদ্দশায় ব্রতাদি করিলে পতিগোত্র উল্লেখ করা যায় কেন।

স্ত্রী ব্রতাদি কালে পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া থাকে যথার্থ বটে। কিন্তু ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের কোন বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রাদ্ধাদিস্থলে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে তাহা দেখিয়াই লোকে ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ করিতে আরম্ভ করিয়াছে (১০২)। সুতরাং

(১০২) শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাদ্যুল্লেখ দর্শনাৎ তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ। উদ্বাহতত্ত্ব।

শ্রাদ্ধাদি স্থলে ফলভাগীদিগের গোত্রাদি উল্লেখের বিধান দেখিয়া তদ্ভিন্ন স্থলেও গোত্রাদি উল্লেখের ব্যবহার হইয়াছে।

ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ কেবল ব্যবহারমূলক। পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে। অতএব ব্রতাদি স্থলে যদিই গোত্র উল্লেখ করিতে হয় পিতৃগোত্র উল্লেখ করাই বিধেয়। কিন্তু বিবাহদ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট. হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বোক্ত হারীত ও বৃহস্পতি বচনের এই অর্থ স্থির করিয়া পতিগোত্র উল্লেখের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। যদি বল তবে এত কাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া যেসমস্ত ব্রতাদি করিয়াছে তাহা কি নিষ্ফল হইবেক। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। কারণ যখন ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের আবশ্যকতা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট নাই সুতরাং গোত্রের উল্লেখ না করিলে ক্ষতি হইতে পারে না তখন পতিগোত্র উল্লেখ করিলেও ব্রতাদির নিষ্ফলত্ব আশঙ্কা ঘটিবে কেন। যদি গোত্রোল্লেখ ব্রতের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট থাকিত তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে গোত্রোল্লেখ না হইলে ব্রতের নিষ্ফলত্ব সম্ভাবনা ঘটিতে পারিত।

যাহা দর্শিত হইল তদনুসারে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে সপিণ্ডীকরণ কালে পিণ্ডসমম্বয়ানুরোধে স্ত্রীর পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিতে হয় সুতরাং দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন দেশাচারানুরোধে কাত্যায়নের সুস্পষ্ট বচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া হারীত ও বৃহস্পতির অস্পষ্ট বচন অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবস্থা করিয়াছেন যে স্ত্রী বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণ অবধিই পতিগোত্রভাগিনী হয় (১০৩)। যদি এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া

(১০৩) তদানীং গোত্রাপহারমাহ লঘুহারীতঃ স্বগোত্রাদ্ভ্রশ্যতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্যাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥ পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহারমাহ শ্রাদ্ধবিবেকে বৃহস্পতিঃ পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। ভর্ত্তৃগোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥ যত্তু সপিণ্ডনস্য গোত্রাপহারিত্ব প্রতিপাদকবচনং সংস্কৃতায়াস্তু ভার্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্। পৈতৃকং ভজতে গোত্রমূর্দ্ধন্তু পতিপৈতৃকমিতি কাত্যায়নীয়ং তৎশাখ্যন্তরীয়ং শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। অতএবানুমন্ত্রিতা প্রকৃতং গোত্রেণাভিবাদয়েতেতি গোভিলো-

বিবাহের অব্যবহিত পরক্ষণ অবধিই স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্তি অঙ্গীকার কর তাহা হইলেও দ্বিতীয়বার বিবাহ কালে যে পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক তাহার কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। কারণ পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে যে বিবাহ কালে গোত্রোল্লেখের অভিপ্রায় এই যে তদ্দ্বারা স্ত্রী কোন্ বংশে জন্মিয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান করা যায়। বিবাহের পর স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয় বলিয়া সম্প্রদান কালে পতিগোত্র উল্লেখ করিলে সে অভিপ্রায় সম্পন্ন হয় না। সুতরাং পিতৃ গোত্র উল্লেখই সর্ব্বতোভাবে বিধেয় বোধ হইতেছে। এই মীমাংসা কেবল আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। শাস্ত্রেও ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যথা

অমুষ্য পৌত্রীং চামুষ্য পুত্রীং চামুষ্য গোত্রজাম্।
ইমাং কন্যাং বরারাস্মৈ বরং তদ্বিবৃণীমহে।
শৃণুধ্বমিতি বৈ ব্রূয়াদসৌ কন্যাপ্রদায়কঃ॥ (১০৪)

সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে কন্যাদাতা ইহা কহিবেক যে আপনারা শ্রবণ করুন অমুকের পৌত্রী অমুকের পুত্রী ও অমুকের গোত্রোদ্ভবা এই কন্যাকে আমরা এই বরে দান করিতেছি।

স্বং যৎ সপ্তপদী গমনানন্তরং পত্যুরভিবাদনং তৎ পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যমিতি ভট্টনারায়ণৈরুক্তম্। এতেন পিতৃগোত্রেণেতি সরলা ভবদেব ভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্॥ উদ্বাহতত্ত্বম্।

লঘুহারীত কহিয়াছেন বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে পর নারী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহার পিণ্ডোদক দান পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বৃহস্পতি কহিয়াছেন পাণিগ্রহণসম্পাদক মন্ত্র দ্বারা স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃতা হয় তাহার পিণ্ডোদক দান পতিগোত্র উল্লেখ করিয়া করিবেক। এস্থলে বৃহস্পতি পাণিগ্রহণ দ্বারাও গোত্রাপহার হয় কহিতেছেন। আর কাত্যায়ন স্ত্রীর বিবাহ সংস্কার হইলে পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে পরে পতিগোত্রভাগিনী হয় ইহা কহিয়া যে সপিণ্ডীকরণের গোত্রাপহারকারণতা কহিয়াছেন তাহা অন্যশাখাবলম্বীদিগের পক্ষে কারণ সেরূপ দেশাচার নাই। অতএব গোভিলসূত্রে সপ্তপদী গমনের পর পতিপ্রণাম কালে যে গোত্রোল্লেখের বিধান আছে ভট্টনারায়ণ ঐ গোত্র শব্দের পতিগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং সরলা ও ভবদেব ভট্ট যে ঐ গোত্রশব্দের পিতৃগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তাহা অগ্রাহ্য।

(১০৪) বৃহদ্বশিষ্ঠ সংহিতা। চতুর্থ অধ্যায়

দেখ এস্থলে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে আমরা অমুকের গোত্রোদ্ভবা কন্যা দান করিতেছি। সুতরাং কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে বিবাহ কালে সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বিচারসিদ্ধ হইতেছে। অমুকের গোত্রোদ্ভবা না থাকিয়া যদি অমুকগোত্রা এই মাত্র অস্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকিত তাহা হইলেও স্ত্রী বিবাহের পর পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিগোত্রভাগিনী হয় সুতরাং দ্বিতীয়বার বিবাহ কালে পতিগোত্র উল্লেখ করিতে হইবেক ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু যখন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বশিষ্ঠবচনে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে যে যে গোত্রে জন্মিয়াছে সেই গোত্র উল্লেখ করিয়া সমাগত সর্ব্বজন সমক্ষে পরিচয় দিয়া কন্যা দান করিবেক তখন সম্প্রদান কালে পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া পতিগোত্র উল্লেখ কোন মতেই কর্ত্তব্য হইতে পারে না।

২২—প্রথম বিবাহের মন্ত্রই দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র।

অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন যে স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্র নাই। এই আপত্তি নিতান্ত অমূলক। কারণ বিবাহসম্পাদক মন্ত্র গণের মধ্যে কোন মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই যে ঐ সমস্ত মন্ত্র দ্বিতীয়বার বিবাহ কালে খাটিতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত বৈদিক মন্ত্র দ্বারা প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে দ্বিতীয়বারের বিবাহও সেই সমুদায় মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবেক। আর

অক্ষতা চ ক্ষতা চৈব পুনর্ভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

কি ক্ষতযোনি কি অক্ষতযোনি যে স্ত্রীর পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে।

ইত্যাদি বচনে যখন দ্বিতীয় সংস্কারের স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে তখন দ্বিতীয়বার বিবাহের মন্ত্র নাই এ কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ যথাবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগপূর্ব্বক বিবাহ নির্ব্বাহ না হইলে তাহাকে সংস্কার বলা যায় না।

২৩—বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহ

বিবাহিত পুরুষ বিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত কল্প।

এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা আবশ্যক

অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২। (১০৫)

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সুলক্ষণা অবিবাহিতা মনোহারিণী অসপিণ্ডা বয়ঃকনিষ্ঠা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক।

ইত্যাদি বচনে অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে বিধান আছে। এই বিধান দ্বারা ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে বিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না। সুতরাং ব্যতিরেকমুখে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইতেছে যদি নিষিদ্ধ হইল তবে তাহা প্রচলিত করা কি প্রকারে উচিত হইতে পারে।

এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক যে বিবাহযোগ্য কন্যা নির্ণয় স্থলে কন্যার অবিবাহিতা বিশেষণ আছে কেন। বিবাহিতা কন্যাকে কদাচ বিবাহ করিবেক না এই বিশেষণের এরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ মনু যাজ্ঞবল্ক্য বিষ্ণু বশিষ্ঠ পরাশর প্রভৃতি সংহিতা কর্ত্তারা স্ব স্ব সংহিতাতে বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অবিবাহিতা বিশেষণের উল্লিখিত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাকে অনুবর্ত্তী করিয়া বিবাহিতার বিবাহ এক বারেই নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে সংহিতাকর্ত্তাদিগের বিবাহিতার বিবাহের অনুজ্ঞাপ্রদান নিতান্ত অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য হইয়া উঠে। ফলতঃ বিবাহযোগ্য কন্যার স্বরূপ নির্ণয় স্থলীয় অবিবাহিতা বিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত কল্প আর বিবাহিতা কন্যা বিবাহ করা অপ্রশস্ত কল্প। যেমন অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যা দান করা প্রশস্ত কল্প

(১০৫) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

আর কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প। উপরি নির্দ্দিষ্ট যাজ্ঞবল্ক্য বচনে যেমন অবিবাহিতা কন্যা বিবাহ করিবার বিধি আছে সেই রূপ

শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণে ঽর্থিনে দেয়া। (১০৬)

অধীতবেদ শীলসম্পন্ন জ্ঞানবান্ অকৃতদার প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক।

এই বৌধায়নবচনে অকৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবার বিধি আছে। তদনুসারে কৃতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করা একবারে নিষিদ্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। কারণ স্ত্রী মরিলে অথবা বন্ধ্যাত্বাদিদোষগ্রস্ত হইলে শাস্ত্রে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহের বিধি আছে। এস্থলে যেমন দুই বিধির অবিরোধানুরোধে প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক সেইরূপ অবিবাহিতা বিবাহিতা স্ত্রীবিবাহ পক্ষেও প্রশস্ত অপ্রশস্ত কল্প বলিয়া মীমাংসা করিতে হইবেক। বস্তুতঃ বিবাহিতা পুরুষকে বিবাহ করা যেমন অপ্রশস্ত কল্প বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করাও সেই রূপ অপ্রশস্ত কল্প। এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

অকৃতদারকে কন্যাদান করা প্রশস্ত কল্প ও কৃতদারকে কন্যাদান করা অপ্রশস্ত কল্প স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

বৌধায়নঃ শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রহ্মচারিণে ঽর্থিনে দেয়া। ব্রহ্মচারিণে অজ্ঞাতস্ত্রীসম্পর্কায়েতি কল্পতরু যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকে। জাতস্ত্রীসম্পর্কস্য দ্বিতীয় বিবাহে বিবাহাষ্টকবহির্ভাবাপত্তেস্তদুপাদানং প্রাশস্ত্যার্থমিতি তত্ত্বম্। (১০৭)

বৌধায়ন কহিয়াছেন অধীতবেদ শীলসম্পন্ন জ্ঞানবান্ অকৃতদার প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবেক। এই বচন অনুসারে কেবল অকৃতদার ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিতে হয় আর কৃতদার ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ ব্রাহ্ম প্রভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। অতএব বৌধায়ন অকৃতদার বিশেষণ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে অকৃতদারকে কন্যা দান করা প্রশস্ত কল্প।

ফলতঃ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়

[১০৬] যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা ও উদ্বাহতত্ত্ব ধৃত বৌধায়নবচন।

[১০৭] উদ্বাহতত্ত্ব।

যে শাস্ত্রকারেরা এ সকল বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে একবিধ নিয়মই নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। দেখ প্রথমতঃ বৈবাহিক সম্বন্ধের উপক্রম কালে শাস্ত্রে কন্যার যেরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে বরেরও সেইরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার আবশ্যকতা বিধান আছে (১০৮)। বিবাহের পর পতিকে সন্তুষ্ট রাখা স্ত্রীর পক্ষে যেমন আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাও পুরুষের পক্ষে সেইরূপ আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে (১০৯)। স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইলে তাহার

(১০৮) অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যো লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
অনন্যপূর্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যবীয়সীম্॥ ১। ৫২॥
অরোগিণীং ভ্রাতৃমতীমসমানার্ষগোত্রজাম্।
পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা॥ ১। ৫৩॥
দশপুরুষবিখ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ।
স্ফীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষসমন্বিতাৎ॥ ১। ৫৪।
এতৈরেব গুণৈর্যুক্তঃ সবর্ণঃ শ্রোত্রিয়ো বরঃ।
যত্নাৎ পরীক্ষিতঃ পুংস্ত্বে যুবা ধীমান জনপ্রিয়ঃ॥ ১। ৫৫॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সুলক্ষণা অবিবাহিতা মনোহারিণী অসপিণ্ডা বয়ঃকনিষ্ঠা অচিকিৎসনীয়রোগশূন্যা ভ্রাতৃমতী অসমানপ্রবরোদ্ভবা অসমানগোত্রোদ্ভবা মাতৃপক্ষে পঞ্চমীর অতিভূতা ও পিতৃপক্ষে সপ্তমীর অতিভূতা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। যে প্রধান বংশ দশপুরুষ অবধি বিখ্যাত কিম্বা বেদাধ্যায়ী ও ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইয়াও সংক্রামকরোগগ্রস্ত ও দোষযুক্ত হয় সে বংশের কন্যা বিবাহ করিবেক না। বরও এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট সজাতীয় নিত্যবেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু বর পুংস্ত্বশক্তিবিশিষ্ট কি না যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করা আবশ্যক এবং বর যুবা বুদ্ধিমান ও লোকপ্রিয় হওয়া আবশ্যক।

(১০৯) সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবম্॥ ৩। ৬০॥
মনুসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী সতত পতিকে সন্তুষ্ট রাখে এবং পতি সতত স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখে সেই কুলেরই স্থির মঙ্গল॥

যত্রানুকূল্যং দম্পত্যোস্ত্রিবর্গস্তত্র বর্দ্ধতে॥ ১। ৭৪॥
যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

যে কুলে স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে সন্তুষ্ট রাখে ও পরস্পর সদ্ব্যবহার করে সেই কুলের ধর্ম্ম অর্থ ও ভোগ বৃদ্ধি হয়।

পক্ষে যে বিষম পাতক স্মরণ আছে পুরুষ অন্য নারীতে উপগত হইলে তাহার পক্ষেও সেই বিষম পাতক স্মরণ আছে (১১০)। স্ত্রী মরিলে অথবা বন্ধ্যা প্রভৃতি স্থির হইলে পুরুষের পক্ষে যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে পুরুষ মরিলে অথবা ক্লীব প্রভৃতি স্থির হইলে স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। কৃতদার ব্যক্তিকে বিবাহ করা স্ত্রীর পক্ষে যেমন অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও পুরুষের পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। ফলতঃ শাস্ত্রকারেরা এই সকল বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে পুরুষজাতির অনবধান দোষে স্ত্রীজাতি নিতান্ত অপদস্থ হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের ইদানীন্তন স্ত্রীলোকদিগের দুরবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্ত্রীজাতিকে সমাদরে ও সুখে রাখার প্রথা প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে এত দূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকানেক বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্ত্রীজাতিকে সুখে ও সচ্ছন্দে রাখা মূঢ়তার লক্ষণ বিবেচনা করেন। সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইদানীং স্ত্রীজাতির অবস্থা সামান্য দাস দাসীর অবস্থা অপেক্ষা হেয় হইয়া উঠিয়াছে।

মনু কহিয়াছেন

পিতৃভির্ভ্রাতৃভিশ্চৈতাঃ পতিভির্দেবরৈস্তথা।
পূজ্যা ভূষয়িতব্যাশ্চ বহুকল্যাণমীপ্সুভিঃ॥ ৩। ৫৫॥
যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩। ৫৬॥

(১১০) ব্যুচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্য্যা অদ্য প্রভৃতি পাতকম্।
ভ্রূণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যসুখাবহম্॥
ভার্য্যাং তথা ব্যুচ্চরতঃ কৌমারব্রহ্মচারিণীম্।
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি॥ মহাভারত॥

অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবেক তাহার ভ্রূণহত্যাসমান অসুখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবেক তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক।

শোচন্তি জাময়ো যত্র বিনশ্যত্যাশু তৎ কুলম্।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥ ৩। ৫৭॥
জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥ ৩। ৫৮॥

যে সমস্ত পিতা ভ্রাতা পতি দেবর প্রভৃতি মঙ্গল বাঞ্ছা করেন তাঁহারা স্ত্রীলোক দিগকে সমাদরে রাখিবেন ও বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবেন॥ ৫৫॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগকে সমাদরে রাখে দেবতারা সেই পরিবারের প্রতি প্রসন্ন থাকেন। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকদিগের সমাদর নাই তথায় যজ্ঞদানাদি সকল ক্রিয়া বিফল হয়॥ ৫৬॥ যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ পায় সেই পরিবার অরায় উচ্ছন্ন যায়। আর যে পরিবারে স্ত্রীলোকেরা মনোদুঃখ না পায় সেই পরিবারের সতত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়॥ ৫৭॥ স্ত্রীলোক অনাদৃত হইয়া যে সমস্ত পরিবারকে অভিশাপ দেয় সেই সকল পরিবার অভিচারগ্রস্তের ন্যায় সর্ব্ব প্রকারে উচ্ছন্ন যায়॥ ৫৮॥

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এই স্থলে স্ত্রীলোক দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার আদেশ আছে ইদানীং পুরুষেরা প্রায় সেরূপ ব্যবহার করেন না। এবং সেরূপ ব্যবহার না করিলে যে বিষময় ফল ভোগের নির্দ্দেশ আছে সেই ফলভোগ প্রায় সচরাচর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

২৪—দেশাচার

শাস্ত্র অপেক্ষা

প্রবল প্রমাণ নহে।

প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে সমস্ত শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তাপক্ষ খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য যথাশক্তি প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে বিধবাবিবাহ প্রচলিত করণ বিষয়ে তাঁহাদের আর যে এক আপত্তি আছে সেই আপত্তিরও যথাসাধ্য মীমাংসার চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রতিবাদী মহাশয়েরা কহিয়াছেন যে যদিও বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত হয় তথাপি দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত স্থির হইলেও দেশাচারবিরোধরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিবেক এই আশঙ্কা করিয়া আমি প্রথম পুস্তকে প্রমাণ প্রদর্শন পুর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম যে শাস্ত্রের বিধি না থাকিলেই দেশাচারকে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করিতে হইবেক। (১১১) প্রথম পুস্তকে আমি একমাত্র বচন দেখাইয়া দেশাচারকে শাস্ত্র অপেক্ষা দুর্ব্বল কহিয়াছিলাম বোধ করি সেই নিমিত্তই প্রতিবাদী মহাশয়েরা সন্তুষ্ট হয়েন নাই। অতএব তদ্বিষয়ের প্রমাণান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা

(১১১) এক্ষণে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক যে শিষ্টাচারকে কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করা যাইবেক। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। যথা

লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে
শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্। বশিষ্ঠসংহিতা।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে বিধান না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ।

অর্থাৎ শাস্ত্রে যে ধর্ম্মের বিধান আছে মনুষ্যকে তাহাই অবলম্বন করি-

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ॥ (১১২)

যাঁহারা ধর্ম্ম জানিতে বাসনা করেন তাঁহাদের পক্ষে বেদ সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ।

এস্থলে দেশাচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে। বেদ ও স্মৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ। সুতরাং দেশাচার অবলম্বন করিয়া তদপেক্ষা প্রবল প্রমাণ স্মৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না।

ন যত্র সাক্ষাদ্বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ স্মৃতৌ।
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥ (১১৩)

যে স্থলে বেদে অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে সেই স্থলে দেশাচার ও কুলাচার দেখিয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়।

দেখ এ স্থলে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ আছে যে যে বিষয়ে শাস্ত্রে বিধি নিষেধ নাই সেই বিষয়েই দেশাচার প্রমাণ। সুতরাং দেশাচার দেখিয়া শাস্ত্রের বিধিতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে।

স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ॥ (১১৪)

য়াই চলিতে হইবেক। আর যে স্থলে শাস্ত্রে বিধি অথবা নিষেধ নাই অথচ শিষ্টপরম্পরায় কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে এমত স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানতুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব যখন পরাশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া বিধবাবিবাহকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলা কোন ক্রমেই শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসিদ্ধ হইতেছে না। বশিষ্ঠ শাস্ত্রের বিধির অসদ্ভাব স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

(১১২) মহাভারত। অনুশাসনপর্ব্ব।
(১১৩) স্কন্দপুরাণ।
(১১৪) প্রয়োগপারিজাতধৃত স্মৃতি।

বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয় সেই রূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে দেশাচারকে অগ্রাহ্য করিতে হইবেক।

এ স্থলে স্পষ্টই বিধি আছে যে স্মৃতি ও দেশাচারের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে দেশাচার অগ্রাহ্য হইবেক।

অতএব যখন স্মৃতি শাস্ত্রে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি আছে তখন দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া তাহার অকর্ত্তব্যত্ব ব্যবস্থাপন করিতে উদ্যত হওয়া শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের মতের নিতান্ত বিপরীত হইতেছে। (১১৫)

(১১৫) আমার প্রত্যুত্তর রচনা সমাপ্ত হইলে পর শ্রীযুত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্যের উত্তর পুস্তক প্রাপ্ত হই। নিবিষ্টচিত্তে পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়েরা বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন প্রয়াসে যে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে তাহার অতিরিক্ত কথা নাই সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত আমাকে আর অতিরিক্ত প্রয়াস পাইতে হয় নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি দুই প্রথম পরাশরসংহিতা কলিযুগের শাস্ত্র নহে দ্বিতীয়

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥

এই মনুবচন অনুসারে বিধবাবিবাহ বেদ বিরুদ্ধ। আমার বোধ হয় এই দুই কথারই যথাশক্তি প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুস্তকে পূর্ব্ব প্রচারিত অন্যান্য উত্তর পুস্তকের অতিরিক্ত কথা নাই যথার্থ বটে কিন্তু তিনি আপন পুস্তকে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন যে তদ্দর্শনে তাঁহার বুদ্ধিশক্তির বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। বোধ হয় বিধবাবিবাহের বিপক্ষ মহাশয়েরা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া পরম পুলকিত হইয়াছেন। যাহাহউক উল্লিখিত মনুবচনানুসারে বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ এই কথাই তাঁহার সকল কৌশলের অবলম্বন স্বরূপ। কিন্তু ঐ মনুবচন দ্বারা বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া উঠে না। সুতরাং তাঁহার সমুদায় কৌশল নিতান্ত নিরবলম্ব হইয়া পড়িতেছে। যদি ন্যায়রত্ন মহাশয় যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শনে উদ্যত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত বলিতে পারা যায় না।

২৫ -উপসংহার।

দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা অল্প বয়সে বিধবা হয় তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এবং বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে ইহা বোধ করি চক্ষুঃ কর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব হে পাঠক মহাশয়গণ আপনারা অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া বলুন যে এমত স্থলে দেশাচারের দাস হইয়া শাস্ত্রের বিধিতে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বিধবা-বিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া হতভাগা বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করা এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত অথবা দেশাচারের অনুগত না হইয়া শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত করিয়া হতভাগা বিধবাদিগের অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণা নিরাকরণ এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত নিবারণ করা উচিত। এই উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃকল্প স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া আপনারাই তাহার মীমাংসা করুন। আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে আমাদিগের দেশের আচার এক বারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে সৃষ্টিকালাবধি আমাদিগের দেশে আচার পরিবর্ত্ত হয় নাই এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ফলতঃ ক্রমে ক্রমে আচারের এত পরিবর্ত্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোক ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন লোকদিগের সন্তান পরম্পরা এরূপ প্রতীতি হওয়া অসম্ভব। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই এক উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশের আচারের কত

পরিবর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বকালে শূদ্র জাতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শূদ্রের অপরাধের সীমা থাকিত না এক্ষণে সেই শূদ্র উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া থাকেন ব্রাহ্মণেরা সেবাপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায় সেই শূদ্রাধিষ্ঠিত উচ্চ আসনের নিম্ন দেশে উপবেশন করেন(১১৬)। আর ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে অতি অল্পকালের মধ্যেও দেশাচারের অনেক পরিবর্ত্ত হইয়াছে। দেখুন রাজা রাজবল্লভের সময় অবধি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিযাছেন। তাঁহার পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি একমাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না এবং অদ্যাপি অনেক বৈদ্য পূর্ব্ব আচার অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকেন। যাঁহারা নূতন আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন তাঁহাদিগকে আপনারা দেশাচারপরিত্যাগী সদাচারপরিভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য করেন না। দত্তকচন্দ্রিকাগ্রন্থ(১১৭) প্রচার হইবার পর অবধি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণের উপনযনযোগ্য কাল

(১১৬) এই আচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। কেবল শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্র ও ব্রাহ্মণেরাই এই আচার অবলম্বন করিয়াছেন এমত নহে যে সকল শূদ্র ও ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত তাঁহারাও অক্ষুব্ধচিত্তে ও অবিকৃতশরীরে এই আচারানুসারে চলিয়া থাকেন।

মনু কহিয়াছেন

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥ ৮। ২৮১।

যদি শূদ্র ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করে তাহা হইলে তাহার কটিতে (তপ্ত লৌহশলাকাদ্বারা) চিহ্ন করিয়া দিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেক অথবা কটি ছেদন করিয়া দিবেক।

(১১৭) পাঠকবর্গের অবগতি জন্য ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই দত্তকচন্দ্রিকাগ্রন্থ কুবের নামক প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তার রচিত বলিযা প্রচলিত। স্মৃতিচন্দ্রিকা নামে যে এক প্রসিদ্ধ সংগ্রহ গ্রন্থ আছে তাহা এই কুবেরের সঙ্কলিত। দত্তকচন্দ্রিকা বাস্তবিক কুবেরের রচিত হইলে অতি প্রাচীন গ্রন্থ বলিযা অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। দত্তকচন্দ্রিকার বয়ঃক্রম অদ্যাপি একশত বৎসর হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থ রচনা করিয়া কুবেরের নাম দিয়া প্রচার করিয়া

মধ্যে ও শূদ্রের বিবাহযোগ্য কাল মধ্যে গ্রহণ করিলেই দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সকল বর্ণেরই পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া চূড়াকরণ সংস্কার না করিলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইত না। এই

গিয়াছেন। স্বনামে প্রচার না করিয়া কুবেররচিত বলিয়া পরিচয় দিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে স্বনামে প্রচার করিলে দত্তকচন্দ্রিকা নূতন গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বত্র আদরণীয় হইত না সুতরাং কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা সঙ্কলন করিবার নিমিত্তে যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাও সফল হইত না। দত্তকচন্দ্রিকার আরম্ভে লিখিত আছে

মন্বাদিবাক্যানি বিলোক্য বিদ্বন্
সৃষ্টা দশজ্ঞানি ময়া স্মৃতিচন্দ্রিকায়াম্।
সম্প্রত্যকৃত্রিমকর্ম্মনির্ণয় [illegible]
[illegible] দত্তকনির্ণয়ো [illegible] ক্রিয়তে [illegible]॥

অর্থাৎ মনুপ্রভৃতির বচন দেখিয়া স্মৃতিচন্দ্রিকাতে [illegible] নিরূপণ করিয়াছি কিন্তু [illegible] দত্তকবিধি [illegible] মাত্র এই গ্রন্থে সে সমুদায় অবিশেষে নিরূপিত হইল।

এবং সর্ব্বশেষে নির্দ্দেশ আছে

ইতি শ্রীকুবেরকৃতা দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্তা।

কুবেররচিত দত্তকচন্দ্রিকা সমাপ্ত হইল।

এইরূপে গ্রন্থের আদ্যন্ত দেখিলে দত্তকচন্দ্রিকা কুবেররচিত বলিয়া স্পষ্ট বোধ হয় কিন্তু বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য গ্রন্থসমাপ্তি [illegible] কৌশল করিয়া এক শ্লোকমধ্যে আপন নাম সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

র [illegible] সোধ্যা চন্দ্রিকা দত্তকপথোদর্শিকা [illegible]।
ম নোরমা ধর্ম্মবৈশেষিকমাৎ [illegible] ণি॥

এই মনোহারিণী চন্দ্রিকা দত্তকপথের দর্শিকা সুচারুরূপে রচিত এবং ধর্ম্ম নদীর তরঙ্গ স্বরূপ।

এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের আদি অক্ষর ও অন্ত অক্ষর লইয়া রঘু এবং উত্তরার্দ্ধের আদি অক্ষর ও অন্ত অক্ষর লইয়া মণি সংযুক্ত হইতেছে। এই রূপে গ্রন্থকর্ত্তা দুই অভীষ্টই লাভ করিয়াছেন প্রথম গ্রন্থ প্রচলিত হওয়া দ্বিতীয় আপনি গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হওয়া। কুবেরের নাম দিয়া প্রচার করাতে দত্তকচন্দ্রিকা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে প্রচলিত হইয়া গেল আর শেষ শ্লোকে যে কৌশল করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তিনি যে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাও অপ্রকাশ রহিল না।

সমস্ত দেশাচার শাস্ত্রমূলক বলিয়া পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছিল পরে অন্য শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের অন্য ব্যাখ্যা উদ্ভাবিত হওয়াতে তাহাদের পরিবর্ত্তে নূতন আচার প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই সকল স্থলে নূতন শাস্ত্র অথবা শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দেখিয়া পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে যে নূতন নূতন আচার প্রচলিত হইয়াছে আপনারা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন তবে হতভাগা বিধবাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে এত কাতরতা ও এত কৃপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রস্তাবিত বিষয় পূর্ব্বোক্ত কয়েক বিষয় অপেক্ষা সহস্র অংশে গুরুতর। দেখুন যদি বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন এবং পাঁচ বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে দত্তক পুত্র সিদ্ধ না হইত তাহা হইলে লোকসমাজের কোন কালে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে তাহা আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনারা ইতিপূর্ব্বে কেবল শাস্ত্র দেখিয়াই পূর্ব্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্ত্তে অবলম্বিত নূতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এক্ষণে যখন শাস্ত্র পাইতেছেন এবং সেই শাস্ত্র অনুসারে চলিলে বিধবাদিগের পরিত্রাণ ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয় স্পষ্ট বুঝিতেছেন তখন আর প্রস্তাবিত বিষয়ে অসম্মতি প্রদর্শন করা আপনাদিগের কোন মতেই উচিত নহে। যত ত্বরায় সম্মতি প্রদান করেন ততই মঙ্গল। বস্তুতঃ দেশাচারের দোহাই দিয়া আর আপনাদিগের এ বিষয়ে অসম্মত থাকা অনুচিত। কিন্তু এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে যে আপনাদিগের মধ্যে অনেকে দেশাচারশব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এবিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াও পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন এবং অনেকে মনে মনে সম্মত হইয়াও কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়া উচিত এ কথা সাহস করিয়া মুখেও বলিতে পারিবেন না। হায় কি আক্ষেপের বিষয় দেশাচারই এ দেশের অদ্বি-

তীয় শাসনকর্ত্তা দেশাচারই এ দেশের পরম গুরু। দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ।

ধন্য রে দেশাচার তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস্। তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্ ধর্ম্মের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিস হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস্ ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে ধর্ম্মও অধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে অধর্ম্মও ধর্ম্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে যাহারা সতত জাতিভ্রংশকর ও ধর্ম্মলোপকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করে কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয় তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্ম্মলোপ হয় না কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও কেবল লৌকিক রক্ষায় তাদৃশ যত্নবান্ না হয় তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদির কথা দূরে থাকুক সম্ভাষণ মাত্র করিলেও সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া যায়।

হা ধর্ম্ম তোমার মর্ম্ম বুঝা ভার। কিসে তোমার রক্ষা হয় আর কিসে তোমার লোপ হয় তা তুমিই জান।

হা শাস্ত্র তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তুমি যে সকল কর্ম্মকে ধর্ম্মলোপকর ও জাতিভ্রংশকর বলিয়া ভূয়োভূয় নির্দ্দেশ করিতেছ যাহারা সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছে তাহারাও সর্ব্বত্র সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় হইতেছে আর তুমি যে কর্ম্মকে বিহিত ধর্ম্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ অনুষ্ঠান দূরে

থাকুক তাহার কথা উত্থাপন করিলেই এককালে নাস্তিকের শেষ অধার্মিকের শেষ ও অর্ব্বাচীনের শেষ হইতে হইতেছে। এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপ প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।

হা ভারতবর্ষ তুমি কি হতভাগ্য। তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্ব শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কত কালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না।

হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ আর কত কাল তোমরা মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিরাকরণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না যে তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন দেশাচারের আনুগত্যপরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাস দোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে

দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ তাহারা দুর্নিবাররিপুবশীভূত হইয়া ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জা ভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ কিন্তু কি আশ্চর্য্য শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক প্রতিপদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়। যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই ধর্ম্ম নাই ন্যায় অন্যায় বিচার নাই হিতাহিত বোধ নাই সদসদ্বিবেচনা নাই কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্ম গ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্ম গ্রহণ কর বলিতে পারি না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

কলিকাতা। সংস্কৃত বিদ্যালয়।

২১এ কার্ত্তিক। সংবৎ ১৯১২।